বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২০-২০২১

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

মোঃ শাহাব উদ্দিন এম.পি.
মন্ত্রী
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১' প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন দপ্তর/সংস্থার সার্বিক কার্যক্রম ও সাফল্যের তথ্যসমৃদ্ধ এ প্রতিবেদনটি সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে সমাদৃত হবে বলে মনে করি।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের এই ক্ষণে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কে যিনি একটি স্বাধীন দেশ উপহার দেয়ার পরপরই প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে দেশজুড়ে বৃক্ষরোপণ, উপকূলীয় বনায়ন, হাওর-বাঁওড়, নদ-নদী ও অন্যান্য জলাভূমি সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছিলেন। সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে দূষণমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে বঙ্গবন্ধু 'ওয়াটার পল্যুশন কন্ট্রোল অর্ডিন্যান্স-১৯৭৩' জারি করেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার রূপকল্প-২০২১ এর ধারাবাহিকতায় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি পরিবেশ সুরক্ষা বর্তমান সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার।

পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে জনসচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত আছে। এ ছাড়া, পরিবেশ দূষণের বিভিন্ন অপরাধ দমনে সারাদেশে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে তরলবর্জ্য পরিশোধনাগার বা ইটিপি, বায়ু পরিশোধন ব্যবস্থা এবং শব্দ প্রতিরোধ ব্যবস্থা স্থাপনসহ সুষ্ঠু পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য সুবিধা স্থাপনের বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হচ্ছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত ৭৭ শতাংশ ইটভাটাকে উন্নত প্রযুক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। আইন ও বিধি হালনাগাদকরণের অংশ হিসেবে 'ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য (ই-বর্জ্য) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১' জারী করা হয়েছে, 'বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০২০' এবং 'কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১' খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নিয়মিত মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিজস্ব উদ্যোগে বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় রাজস্ব বাজেট হতে গঠিত জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড হতে ২০২০-২১ অর্থবছরে একাত্তর কোটি আটষট্টি লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এগারো টি প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে। বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমের বর্তমান সরকারের সফলতায় দেশের মোট আয়তনের বৃক্ষ আচ্ছাদিত ভূমির পরিমাণ ২২.৩৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষ' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সারাদেশে এক কোটি বৃক্ষের চারা বিতরণ ও রোপণ করা হয়েছে। এ ছাড়া রাজস্ব ও প্রকল্প বাজেটের আওতায় সারাদেশে আট কোটি বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে।

দেশের পরিবেশ সুরক্ষা, বনায়ন কার্যক্রম ও জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহবান জানাই। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১ প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইল আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

(মোঃ শাহাব উদ্দিন এম.পি.**)**

হাবিবুন নাহার এম.পি.
উপ-মন্ত্রী
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবর্ষে পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২০২০-২১ অর্থবছরের কার্যক্রম সম্বলিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

প্রকৃতি প্রেমী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মিথ্যা মামলায় নির্জন কারাবাসে আবদ্ধ অবস্থায়ও গাছের চারা লাগিয়েছেন। কারাবাসে বসে তাঁর লেখা ডায়েরীতে প্রকৃতির কথা উঠে এসেছে। স্বাধীনতার পর তিনি পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য 'Water Pollution Control Ordinance, 1973' জারি করেন। তিনি ১৯৭৩ সালেই পানিদূষণ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প গ্রহণ করার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশে পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রমের সূচনা হয়। বর্তমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে বিশ্বজুড়ে পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষায় প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হচ্ছে। তাঁর জন্মশতবর্ষে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এক কোটি গাছের চারা রোপণসহ বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার পরিবেশ ও প্রকৃতি সুরক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে সংবিধানে ১৮ (ক) অনুচ্ছেদ সংযোজনের মাধ্যমে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নকে সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। বাংলাদেশের পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থা সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য বর্তমান সরকার বেশ কিছু আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন ২০১৭, ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন আইন ২০১৩ (সংশোধিত ২০১৯), জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮, ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক পণ্য হইতে সৃষ্ট বর্জ্য (ই-বর্জ্য) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১৯, জাতীয় তেল ও রাসায়নিক নিঃসরণ কনটিনজেন্সি পরিকল্পনা ২০২০, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০২১ ইত্যাদি। এসব আইন প্রয়োগ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দূষণমুক্ত পরিবেশ বিনির্মাণ সম্ভব হবে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে এ মন্ত্রণালয় থেকে লাগসই ও জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাব মোকাবিলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রয়াসসমূহ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের অনন্য ভাবমূর্তি সৃষ্টি করেছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবর্ষে প্রকাশিত প্রতিবেদনের মাধ্যমে এ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণ বিস্তারিতভাবে অবহিত হতে পারবে মর্মে আমি আশা রাখি। বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

হাবিবুন নাহার

(হাবিবুন নাহার এম.পি.)

ড. ফারহিনা আহমেদ
সচিব
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশকে জলবায়ুর ঝুঁকি থেকে টেকসই ও জলবায়ু সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এছাড়াও আন্তর্জাতিক পরিসরে পরিবেশ সুরক্ষায় অপরিসীম গুরুত্বকে বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশের গৃহীত বিভিন্ন কৌশলগত উদ্যোগ ও কার্যক্রম সর্বজন প্রশংসিত হয়েছে। বাংলাদেশ ওজোনস্তর রক্ষা তথা বিশ্ব উষ্ণায়ন প্রতিরোধে এ সংক্রান্ত মন্ট্রিল প্রটোকলের কিগালী সংশোধনী অনুস্বাক্ষর করেছে। মন্ট্রিল প্রটোকলের বাধ্যবাধকতা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। দীর্ঘমেয়াদে দেশের জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সমন্বিত অভিযোজন কৌশল ও করণীয় নির্ধারণকল্পে 'জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (National Adaptation Plan)' প্রণয়নের কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রনকল্পে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ সংশোধনপূর্বক ইট ভাটা হতে নিসৃত নিঃসরণ মান মাত্রা নির্ধারন করা হয়েছে। ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ সংশোধনক্রমে মাটির অবক্ষয় ও গুনাগুন রক্ষার্থে সরকারি বিভিন্ন নির্মাণ কাজে ২০২৫ সালের মধ্যে ১০০% ব্লক ব্যবহারের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক ইতোমধ্যে এ সংক্রান্ত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা জারি করা হয়েছে। পাশাপাশি আধুনিক জীবন যাপনের অন্যতম অনুষঙ্গ ইলেক্ট্রনিক সামগ্রী হতে সৃষ্ট বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আইনগত পরিকাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যে ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য (ই-বর্জ্য) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ এর 'Towards a Multisectoral Action Plan for Sustainable Plastic Management in Bangladesh' প্রণীত হয়েছে। বর্ণিত গৃহীত পদক্ষেপসমূহ টেকসই পরিবেশের উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশা করি।

বার্ষিক প্রতিবেদন স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশের অন্যতম একটি মাধ্যম। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২১ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে বিবেচ্য সময়ে সম্পন্ন ও চলমান কার্যাবলী উপস্থাপন করা হয়েছে। পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে এ মন্ত্রণালয়ের সাথে একযোগে কাজ করছে এরূপ মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা এবং বিভিন্ন অংশীজন এ প্রতিবেদনের তথ্য ব্যবহার করতে পারবেন। প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষায় জনসচেতনতা বৃদ্ধিতেও এ প্রতিবেদন সহায়ক হবে।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাই।

(ড. ফারহিনা আহমেদ)

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল:

জুন ২০২২

উপদেষ্টা:

ড. ফারহিনা আহমেদ
সচিব
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

নির্দেশনায়:

ইকবাল আব্দুল্লাহ হারুন
অতিরিক্ত সচিব
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

সম্পাদনায়:

- শামিমা বেগম (যুগ্মসচিব)
- এ কে এম তারেক (উপসচিব)
- ড. মোঃ মনসুর আলম (উপসচিব)
- মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী (উপসচিব)
- ধরিত্রী কুমার সরকার (উপসচিব)
- আসমা শাহীন (উপসচিব)
- মোছা: মোহছিনা আকতার বানু (সিনিয়র সহকারী সচিব)
- দীপংকর বর (সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা)
  পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

সহযোগিতায়:

মোঃ ফাইজুর রহমান (সহকারী সচিব)
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

প্রকাশনা:

বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয় (বি.জি. প্রেস)

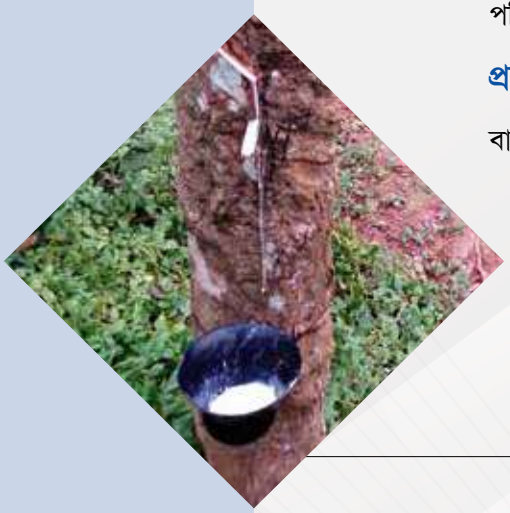

শেখ হাসিনার নির্দেশ
জলবায়ু সহিষ্ণু
বাংলাদেশ

সূচিপত্র

- পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ০১

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর ও সংস্থা

- পরিবেশ অধিদপ্তর ১০
- বন অধিদপ্তর ২৭
- বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ৪১
- বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন ৪৮
- বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট ৫৮
- বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম ৬৪
- বাংলাদেশ রাবার বোর্ড ৬৯

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

১.১ ভূমিকা

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান। স্বল্প আয়তনের ভূখন্ডে অধিক জনসংখ্যার মৌলিক চাহিদা পূরণ, শিল্পায়ন ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের অভীষ্ট অর্জনের জন্য গৃহীত কর্মকান্ডের ফলে এ দেশে পরিবেশ ও প্রতিবেশের উপর চাপ বাড়ছে। এছাড়া বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে ঝুকিপূর্ণ দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। দেশে ক্রমবর্ধমান পরিবেশ রক্ষার চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও বর্তমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পরিবেশ সংরক্ষণে বদ্ধপরিকর। রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসাবে সরকার সংবিধানের ১৮(ক) অনুচ্ছেদ সংযোজনের মাধ্যমে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কে সাংবিধানিক অধিকার হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছে। এছাড়া সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে বায়ুদূষণ, পানিদূষণ, শব্দদূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। উক্ত অঙ্গীকার পূরণের লক্ষ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় গুরুত্বের সাথে কাজ করছে।

১.২ পরিচিতি

১৯৭৩ সালে Water Pollution Control Ordinance জারির মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্প গ্রহণ করে পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম প্রথম শুরু হয়। ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭ সালে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি বিভাগ এবং বন বিভাগ নামে দুটি বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। পরবর্তীতে ০৩ আগস্ট ১৯৮৯ সালে তৎকালীন স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে পরিবেশ অধিদপ্তর নামকরণ করে বন অধিদপ্তর ও পরিবেশ অধিদপ্তর সমন্বয়ে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সৃষ্টি হয়।
পরবর্তীতে ২০১৮ সালে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

১.৩ ভিশন

টেকসই পরিবেশ ও বন উন্নয়ন।

১.৪ মিশন

প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলা,গবেষনা, উদ্ভিদ জরিপ, বনজ সম্পদ উন্নয়ন ও সমুদ্র সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জনগোষ্ঠীর বাস উপযোগী টেকসই পরিবেশ নিশ্চিতকরণ।

১.৫ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বিজ্ঞানভিত্তিক ও লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জনগোষ্ঠীর বসবাস উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিতকল্পে মোট বনভূমির পরিমাণ সম্প্রসারণ, বন ও বনজ সম্পদের উন্নয়ন, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও সনাক্তকরণ, দারিদ্র্য বিমোচন, পরিবেশ দূষণরোধ, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা এবং টেকসই পরিবেশ উন্নয়নই পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে।

১.৬ কর্মপরিধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রুলস অব বিজনেস এর এলোকেশন অব বিজনেস অনুযায়ী পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিধি নিম্নরূপ:

- Environment and ecology;
- Matters relating to environment pollution control;
- Conservationof forests and developmentof forest resources(Governmentand Private); forest inventory, grading and quality control of forest products;
- Afforestation and regeneration of forest extraction of forest produce;
- Plantation of exotic cinchona and rubber;
- Botanical gardens and botanical surveys;
- Tree plantation;
- Planning cell preparation of schemes and coordination in respect of forest;
- Research and training in forestry;
- Mechanised forestry operations;
- Protection of wild birds and animals and establishment of sanctuaries;
- Matters relating to marketing of forest product;

- Administration of BCS (Forest) cadre;
- Liaison with international or ganizations and matters relating to treaties and agreements with other countries and world bodies relating to subjects allotted to this ministry;
- All laws on subjects allotted to this ministry;
- Inquiries and statistics on any of the subjects allotted to this ministry and
- Fees in respect of any of the subjects allotted to this ministry except fees taken in courts.

১.৭ সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল

সাংগঠনিক কাঠামো: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছেন একজন মন্ত্রী এবং একজন উপমন্ত্রী। রুলস অব বিজনেস অনুযায়ী মাননীয় মন্ত্রীদ্বয় মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ড বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন। মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান হিসাবে কাজ করেন একজন সচিব। তিনি মন্ত্রণালয়ের তথা প্রিন্সিপাল এ্যাকাউন্টিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মন্ত্রণালয়ের ০৫ টি অনুবিভাগ রয়েছে।

জনবল: অনুমোদিত জনবল কাঠামো অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের মোট জনবল ১৮৪ জন। কর্মরত জনবল ১০৬ জন। শূন্য পদ ৭৮টি।

সারণি ১.১: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের জনবল

ক্রমিক নম্বর	শ্রেণি	অনুমোদিত পদ	কর্মরত পদ	শূণ্যপদ
১.	প্রথম শ্রেণি	৫৩	৩৮	১৫
২.	দ্বিতীয় শ্রেণি	৪২	২২	২০
৩.	তৃতীয় শ্রেণি	৪১	১৬	২৫
৪.	চতুর্থ শ্রেণি	৪৮	৩০	১৮
	মোট =	১৮৪	১০৬	৭৮

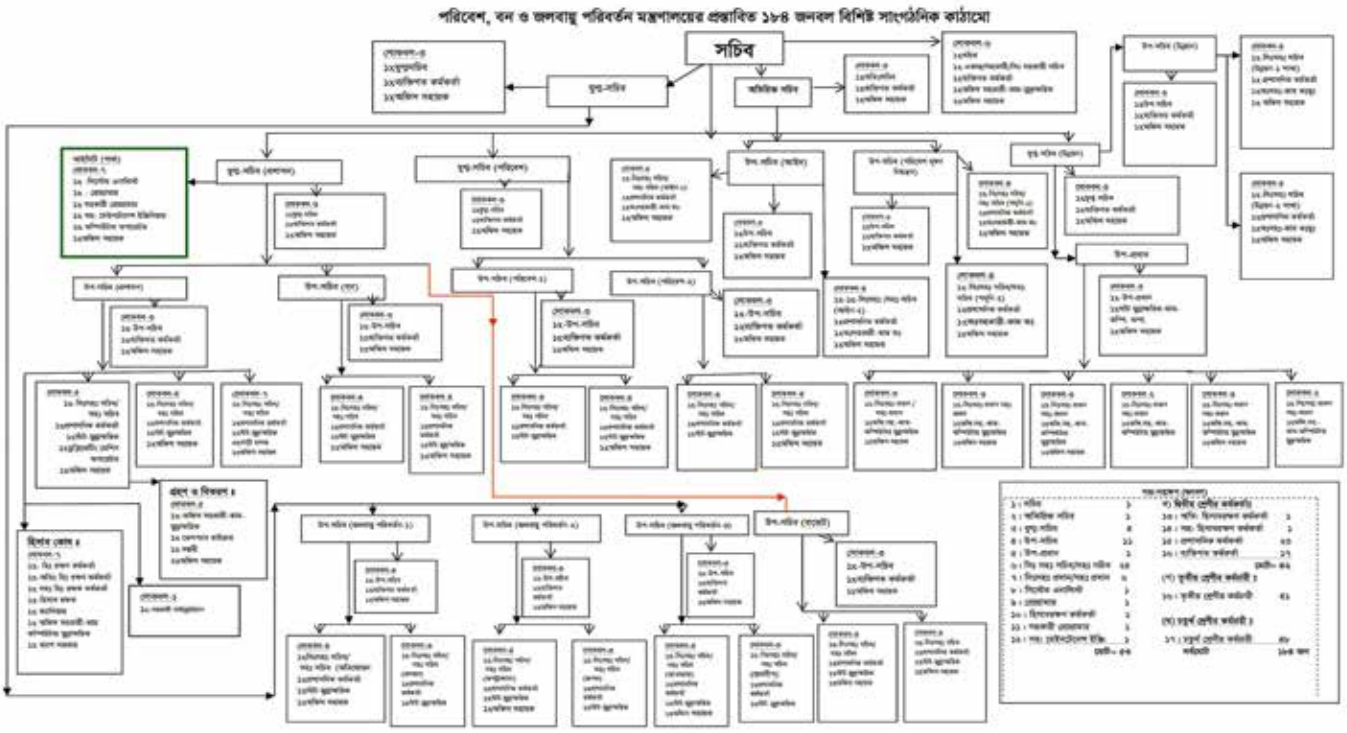

চিত্র ১.১: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো।

চিত্র ১.২: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান- ২০২১ উপলক্ষ্যে গণভবন চত্বরে বৃক্ষের চারা রোপণ করেন।

১.৮ বাজেট

মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২১ অর্থ বছরে মোট সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ ১০৩৭,০৭.৬১ লক্ষ টাকা এবং মোট ব্যয় ৯২১,১১.৫৪ লক্ষ টাকা এবং অব্যয়িত অর্থ ১১৫,৯৬.০৭ লক্ষ টাকা।

সারণি ১.২: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এর ২০২০-২১ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়

২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)			২০২০-২১ অর্থবছরের মোট ব্যয় (লক্ষ টাকা)			২০২০-২১ অর্থবছরের অব্যয়িত অর্থ (লক্ষ টাকা)		
পরিচালন	উন্নয়ন	মোট	পরিচালন	উন্নয়ন	মোট	পরিচালন	উন্নয়ন	মোট
৬২৩,৫১.৬১	৪১৩,৫৬.০০	১০৩৭,০৭.৬১	৫৬২,০৪.৫৪	৩৫৯,০৭.০০	৯২১,১১.৫৪	৬১,৪৭.০৭	৫৪,৪৯.০০	১১৫,৯৬.০৭

১.৯ মানবসম্পদ উন্নয়ন/প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

অভ্যন্তরীণ: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কতৃক আয়োজিত মোট ২২ টি প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ওয়ার্কপে ২০২০-২১ অর্থ বছরে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করেন।

চিত্র ১.৩: টাংগুয়ার হাওড়।

১.১০ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভাগ/দপ্তরসমূহ

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ০৭টি বিভাগ/দপ্তর রয়েছে যা নিম্নরূপ:

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভাগ/দপ্তরসমূহ।

১.১১ জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকির মধ্যে থাকা দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কর্মসূচি গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কাজ করছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন সেক্টরের ক্ষতিসমূহ এবং তা মোকাবিলার সম্ভাব্য পন্থা আন্তর্জাতিক ফোরাম যথাক্রমে United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) কর্তৃক আয়োজিত Conference of the Parties (COP)- এ যথাযথভাবে তুলে ধরছে এ মন্ত্রণালয়। উক্ত UNFCCC এ কর্তৃক আয়োজিত Conference এ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/ সংস্থাসহ বিভিন্ন জলবায়ু বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। সেখানে বাংলাদেশের একটি Pavilion তৈরিসহ বাংলাদেশের জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবিলায় করণীয় বিষয়ে বিভিন্ন সাইড ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রণালয়ের এ দায়িত্ব বিবেচনায় ২০১৮ সালে মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন। মন্ত্রণালয় নামকরণ করা হয়। মন্ত্রণালয়ের অধীনে ইতোমধ্যে "বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট" প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামোতে জলবায়ু পরিবর্তন নামে একটি অনুবিভাগ সৃজন করা হয়েছে।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় প্রধানত জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে নীতিমালা ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ডের সমন্বয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ব্যাখ্যাকরণ ও স্বার্থ সংরক্ষণ, এ সংক্রান্ত সরকার কর্তৃক অনুমোদিত আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহের বাংলাদেশে বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ, জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি মোকাবিলায় বিভিন্ন প্রকল্প অনুমোদন ও পরিবীক্ষণ এবং বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে। বিগত ২০২০-২০২১ সময় পর্যন্ত উল্লিখিত বিষয়ে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য অর্জন রয়েছে; নিম্নে তা বর্ণনা করা হলো:

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক নীতিমালা ও কর্মপরিকল্পনা: জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সম্প্রতি Bangladesh Country Investment Plan প্রস্তুত করেছে যা পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতে বাংলাদেশের বিনিয়োগের একটি সমন্বিত পরিকল্পনা। এছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে গৃহীত প্যারিস চুক্তির অধীনে বাংলাদেশের Nationally Determined Contributions বা NDC বাস্তবায়ন রোডম্যাপ ও অ্যাকশন প্ল্যান এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে যা চুড়ান্তকরণের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

NAP: বাংলাদেশে দীর্ঘমেয়াদে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সমন্বিতভাবে অভিযোজন কৌশল ও করণীয় নির্ধারণকল্পে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের পক্ষে UNFCCC-এর আওতায় Green Climate Fund (GCF)-হতে প্রায় ২.৫৫ মিলিয়ন ডলার অনুদানে UNDP-এর মাধ্যমে National Adaptation Plan (NAP) প্রণয়নের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কতৃক পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট স্থাপন করে বাস্তবায়ন কার্যক্রম তদারকি করছে। বর্তমানে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন কাযক্রমের অংশ হিসেবে প্রাথমিক কর্মশালা, মাঠ পর্যায়ের স্টেকহোল্ডাল কনসালটেশন এবং বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। প্রণীতব্য National Adaptation Plan (NAP)-এর আলোকে বাংলাদেশে ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সমন্বিতভাবে অভিযোজন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।

১.১২ প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সংক্রান্ত তথ্য

সারণি ১.৩ : প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক নম্বর	প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার নাম	প্রতিবেশের ধরন	অবস্থান	আয়তন (হেক্টর)	প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণার বছর
১.	সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেস্টের চতুর্দিকে ১০ কিমি বিস্তৃত এলাকা	উপকূলীয় এলাকা	সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, খুলনা, বরগুনা, পিরোজপুর	২৯২,৯২৬	১৯৯৯
২.	কক্সবাজার-টেকনাফ সমুদ্র সৈকত	উপকূলীয় এলাকা	কক্সবাজার	২০,৩৭৩	১৯৯৯
৩.	সেন্টমার্টিন দ্বীপ	কোরালসহ সামুদ্রিক দ্বীপ	টেকনাফ উপজেলা, কক্সবাজার	১,২১৪	১৯৯৯
৪.	সোনাদিয়া দ্বীপ কক্সবাজার	ম্যানগ্রোভ, খাড়ি ও বালিয়াড়িসহ উপকূলীয় দ্বীপ	কক্সবাজার	১০,২৯৮	১৯৯৯
৫.	হাকালুকি হাওর	হাওর এলাকা	সিলেট-মৌলভীবাজার	৪০,৪৬৬	১৯৯৯
৬.	টাংগুয়ার হাওর	হাওর এলাকা	তাহিরপুর ও ধর্মপাশা উপজেলা সুনামগঞ্জ	৯,৭২৭	১৯৯৯
৭.	মারজাত বাওড়	অশ্বখুরাকৃতি হ্রদ	কালিগঞ্জ উপজেলা, ঝিনাইদহ চৌগাছা উপজেলা, যশোর	৩২৫	১৯৯৯
৮.	গুলশান-বারিধারা লেক	নগর-জলাভূমি	ঢাকা মহানগর	১০১	২০০১
৯.	বুড়িগঙ্গা নদী	নদী	ঢাকা মহানগরের পাশে	১৩৩৬	২০০৯
১০.	তুরাগ নদী	নদী	ঢাকা মহানগরের পাশে	১১৮৪	২০০৯
১১.	বালু নদী	নদী	ঢাকা মহানগরের পাশে	১৩১৫	২০০৯
১২.	শীতলক্ষ্যা নদী	নদী	ঢাকা মহানগরের পাশে	৩৭৭১	২০০৯
১৩.	জাফলং-ডাউকি নদী	উভয় তীরে ৫০০ মিটার প্রস্থের এলাকাসহ নদী	সিলেট	১৪৯৩	২০১৫

চিত্র ১.৪: সুন্দরবনের বন্যপ্রাণী ও টাংগুয়ার হাওড়ের অতিথি পাখি।

১.১৩ বনায়ন কার্যক্রম

বাংলাদেশ বর্তমানে বনভূমির আয়তন প্রায় ২৫,৭৫,১৯৬ হেক্টর যা দেশের মোট আয়তনের প্রায় ১৭.৪৫%। বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বনভূমির পরিমান প্রায় ১৮,৮০,৪৯৩.৭৩ হেক্টর যা দেশের আয়তনের প্রায় ১২.৭৪%। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বন অধিদপ্তর কর্তৃক সৃজিত বাগানের পরিমান ২৬১৭১ হেক্টর ও ১৮২০ সিডলিং কি.মি। সামাজিক বনায়নের লব্ধ আয় হতে বিতরণকৃত লভ্যাংশের পরিমাণ ৪৪,৪৮,৭২,০০০/- টাকা। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বিক্রয় বিতরণকৃত চারার সংখ্যা ১৯,৩৩,০০০ টি।

চিত্র ১.৫: রাতারগুল সোয়াম্প ফরেস্ট।

১.১৪ ডিজিটাল প্রযুক্তির উন্নয়ন

রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার উন্নয়ন এবং বাস্তবায়নে পরিবেশ,বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর সংস্থাগুলো নিয়মিত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে গৃহীত কার্যক্রমগুলো নিম্নরুপ ঃ

- মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়মিতভাবে (অনলাইন জুম মিটিং, ইমেইল, নথি) ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে কার্যক্রম সম্পাদন করছে।
- মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে নিয়মিতভাবে প্রজ্ঞাপন, সভার বিজ্ঞপ্তি, অফিস আদেশ, আইন/বিধি/নিতিমালা জনগণের সুবিধার্থে প্রকাশ করা হচ্ছে।
- জনগণের সুবিধার্থে "আপনার মতামত" নামে একটি কর্ণার মন্ত্রনালয়ের ওয়েবসাইটে দেয়া হয়েছে যেখানে যে কেউ তার মতামত মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে পারে।
- "OFFICER'S CORNER" নামে একটি কর্ণার মন্ত্রনালয়ের ওয়েবসাইটে দেয়া হয়েছে যেখানে যে কোন অফিসার তার কোন মিটিং এর বিষয়বস্তু বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণী সবাইকে ইমেইলে অবহিত করতে পারে।

১.১৫ জনসচেতনতা ও প্রচারণামূলক কার্যক্রম এবং বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন

বিশ্ব বাঘ দিবস: সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশে ২৯ জুলাই, ২০২০ তারিখে বিশ্ব বাঘ দিবস পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে বাগেরহাটে র‍্যালি এবং আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া খুলনার দাকোপ এবং সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ক্যামেরা ট্র্যাপিং পদ্ধতিতে জরিপ করে সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা ১১৪টি পাওয়া গিয়েছে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় বাঘ সংরক্ষণে Bangladesh Tiger Action Plan এবং USAID এর সহায়তায় The Bengal Tiger Conservation Plan (BAGH) প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

১.১৬ গবেষণা

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট : পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কতৃক গঠিত বিএফআরআই এর কারিগরি কমিটির সুপারিশ ও উপদেষ্টা কমিটির অনুমোদনক্রমে রাজস্ব বাজেটাধীনে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫৮টি গবেষণা স্টাডি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এর মধ্যে অর্থ বছরের ১১টি গবেষণা স্টাডি সমাপ্ত হয়েছে এবং নতুন ২৪টি গবেষণা স্টাডি গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম : পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের দিক নির্দেশনায় বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম ১,০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় মাঠ পর্যায়ে ০৬টি জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। ২,০৭২ টি উদ্ভিদের নমুনা সংগ্রহ ও উদ্ভিদ নমুনার এক্সসেশন নম্বর প্রদান এবং ১,৯২৩টি উদ্ভিদের নমুনা সনাক্তকরণ করা হয়েছে। এছাড়া ১,০৫০টি উদ্ভিদের নমুনার ডাটাবেইজ তৈরি এবং ল্যাবরেটরিতে ০২টি গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

১.১৭ প্রশাসনিক কার্যক্রম ও বার্ষিক কর্মসম্পাদন

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে উত্তোলিত ১,০০,০০,০০০ টি চারা মাননীয় সংসদ সদস্যদের মাধ্যমে সারাদেশব্যাপী জনগণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। দেশের বন সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন, প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধ এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাকল্পে বন অধিদপ্তর কর্তৃক বিগত তিন অর্থবছরে ৩০,৮৭৮ হেক্টর বক বাগান ২৪,৯২০ হেক্টর ম্যানগ্রোভ বাগান এবং ৫০৩১ কি.মি. স্ট্রীপ বাগান সৃজন করা হয়েছে। ঢাকার চার পার্শ্বের নদীদূষণ রোধকল্পে হাজারীবাগ-এর ট্যানারী শিল্পকে সাভারের হরিণধরায় স্থানান্তর করা হয়েছে। সরকার কর্তৃক "জাতীয় পরিবেশ নীতি, ২০১৮" রয়েছে। দেশের বিভিন্ন বনাঞ্চলে ও এলাকায় উদ্ভিদ জরিপ কার্যক্রমের সময় সংগৃহীত উদ্ভিদ নমুনার উপর পরিচালিত প্ল্যান্ট ট্যাক্সোনমিক গবেষণার মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্য নতুন এমন ০৭ টি উদ্ভিদ প্রজাতি আবিস্কারপূর্বক 'নিউ রেকর্ড' প্রকাশ করা হয়েছে। গত ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৫০১৮ মেঃ টন রাবার ভারতে রপ্তানী করা হয়। এতে ৭২.২৯ লক্ষ মার্কিন ডলার আয় হয়েছে এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ আয়ের পরিমাণ প্রায় ১২,৭৮,০২৯ মার্কিন ডলার ঔষধি ও বনজ বৃক্ষের নার্সারিতে ৩৫টি রোগ বালাই শনাক্তকরণ ও দমন কৌশল উদ্ভাবন, ৩০ প্রজাতির উদ্ভিদের কার্বন নি:সরনের পরিমাণ নির্ণয়, ৬০টি ঔষধি উদ্ভিদের জার্মপ্লাজম সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়েছে। বিগত ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ইটিপি কাভারেজের হার ছিল ৮১.০২% যা বর্তমান ২০২০-২১ অর্থ বছরে ৮১.৭৫% এ উন্নীত হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ : পরিবেশ দূষণ কমানোর বিষয়ে শিল্প, কলকারখানা মালিকদের সচেতনতা বৃদ্ধি অন্যতম চ্যালেঞ্জ। পরিবেশ দূষণ রোধে পরিচালিত এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমের উপর আদালত থেকে নিষেধাজ্ঞার কারনেও এর গতি শ্লথ হয়। অপ্রতুল জনবলের কারণে বনভূমির জবরদখল প্রতিরোধ ও উচ্ছেদ কার্যক্রমসহ পরিবেশ দূষণকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যথাযথভাবে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হয় না। বন সংরক্ষণ ব্যতিত বনভূমির ভিন্ন ব্যবহার রোধ করা এবং সকল ক্ষেত্রে বন সংরক্ষণকে টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা : সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন, রূপকল্প ২০২১ ও এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণের মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে টেকসই বন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা। উপকূলীয় এলাকায় বনায়নের মাধ্যমে সবুজ বেষ্টনী তৈরী করা ও রক্ষিত এলাকা সম্প্রসারণ করার দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা রয়েছে। BCCSAP এর নতুন সংস্করণ প্রণয়ন কাজ ২০২১ সালের মধ্যে শেষ হবে। NAP প্রণয়ন কাজ ২০২২ সালের মধ্যে শেষ হবে। Updated NDC প্রণয়ন কাজ ২০২১ সালের মধ্যে শেষ হবে। মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধকরণ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে।

২০২০-২১ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ :

- পরিবেশ দূষণকারী ৫০০টি ইটভাটা বন্ধ করা।
- ৮৩% ভাগ তরল বর্জ্য উৎপন্নকারী শিল্প-কলকারখানাকে ETP স্থাপনসহ পরিবেশগত আইন প্রতিপালনের আওতায় আনা।
- ৭৫০০ হেক্টর ব্লক বাগান এবং ১০০০ কিলোমিটার স্ট্রীপ বাগান সৃজন এবং উপকূলীয় এলাকা জুড়ে ৬৫০০ হেক্টর ম্যানগ্রোভ বাগান সৃজন।
- SMART Patrolling কে আরও ৫টি রক্ষিত এলাকায় সম্প্রসারিত করা।
- জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বন ও বনজ সম্পদ বিপর্যয় রোধকল্পে উপকূলীয় অঞ্চলে বাঁশ ও বেতের ৫,০০০ চারা রোপণ।
- সমতল ও পাহাড়ি অঞ্চল উপযোগী ঔষধি উদ্ভিদের ১০,০০০ চারা উত্তোলন ও বিতরণ।
- বিলুপ্ত উদ্ভিদ প্রজাতির ৪০,০০০ চারা দ্বারা ১৫ হেক্টর গবেষণামূলক বাগান সৃজন।
- ফুল, ফল এবং তথ্যসমেত ১৪০০ টি উদ্ভিদ নমুনা সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাত এবং সংরক্ষণ করা।

১.১৮ প্রকাশনা

- বিশ্ব পরিবেশ দিবস, ২০২১ কোভিড-১৯ এর কারনে উদ্‌যাপন করা যায়নি।
- জাতীয় পরিবেশ পদক, ২০২১ কোভিড-১৯ এর কারনে উদ্‌যাপন করা যায়নি।

১.১৯ গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের বিবরণ

সারণি ১.৪: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প সংক্রান্ত বিবরণী

ক্রমিক নম্বর	অধিদপ্তর/ সংস্থার নাম	প্রকল্প সংখ্যা		মোট বরাদ্দ জিওবি প্রকল্প সাহায্য		জুন পর্যন্ত অগ্রগতি (বরাদ্দের %)	
		এডিপি	আরএডিপি	এডিপি	আরএডিপি	অবমুক্তি	ব্যয়
১.	বন অধিদপ্তর	১৭ টি	২২ টি	৫৫৩২৭.০০ ২৭৪৬৩.০০ ২৭৮৬৪.০০	৩৮৩০৮.০০ ১৯৭০৬.০০ ১৮৬০২.০০	৩৬০৩৯.২৭ ৯৮.০৮%	৩৩৬১৬.২৪৪ ৮৭.৭৫%
২.	পরিবেশ অধিদপ্তর	৭ টি	১২ টি	২৬৯৩.০০ (১৩০০.০০) (১৩৯৩.০০)	২৬১৪.০০ (১৩৮৫.০০) (১২২৯.০০)	২০৯২.৭৬ (৮০.০৬%)	১৯২১.৭৩ (৭৩.৫২%)
৩.	বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট	২ টি	২ টি	৪৫০.০০	৪৩৪.০০	৪৩৪.০০	৩৭৮.৬৯ (৮৭.২৬%)

পরিবেশ অধিদপ্তর

পরিবেশ অধিদপ্তর

www.doe.gov.bd

২.১ পটভূমি

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর বঙ্গবন্ধুই বাংলাদেশে ১৯৭৩ সালে পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ অধ্যাদেশ জারী করেন। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৮৯ সালে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় আত্মপ্রকাশ করে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে মন্ত্রণালয়ের সম্পৃক্ততার স্বীকৃতিস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে ২০১৮ সালে এ মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় করা হয়েছে। সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি বাংলাদেশের প্রকৃতি ও পরিবেশ সুরক্ষায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার কাজগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টগুলো অর্জনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে মন্ত্রণালয় এবং সংস্থাসমূহ।

বিগত এক দশক ধরে দেশে আর্থ-সামাজিক খাতে ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে। খাদ্য ও বিদ্যুৎ উৎপাদন বেড়েছে বহুগুণ, বেড়েছে শিক্ষার হার এবং মানুষের গড় আয়ু। অধিক জনসংখ্যা এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের চাহিদা দেশের প্রকৃতি, প্রতিবেশ ও পরিবেশের উপর মাত্রাতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করছে। বর্তমানে পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪ টি বিভাগীয়/আঞ্চলিক/মহানগর/গবেষণাগার কার্যালয়সহ ৩৩ টি জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে দেশব্যাপী দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং পরিবেশ দূষণরোধে ২০০৯ সাল থেকে পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। বর্তমানে পরিবেশ আইনের কঠোর প্রয়োগের পাশাপাশি পরিবেশ সচেতনতা সৃষ্টির উপর গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে।

২.২ ভিশন

২০৪১ সালের মধ্যে বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের জন্য দূষণমুক্ত বাসযোগ্য একটি সুস্থ, সুন্দর, টেকসই ও পরিবেশ সম্মত বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

২.৩ মিশন

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তোলা, টেকসই পরিবেশ বান্ধব অর্থনৈতিক উন্নয়নকে উৎসাহিত করা, পরিবেশ সংক্রান্ত আইন-কানুন ও বিধি-বিধান যথাযথ প্রয়োগ, পরিবেশ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, উন্নয়ন পরিকল্পনায় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা এবং পরিবেশ সুশাসন নিশ্চিত করা।

২.৪ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য সংরক্ষণ ও সার্বিক উন্নয়ন;
- সকল প্রকার দূষণ ও অবক্ষয়মূলক কর্মকান্ড শনাক্তকরণ ও নিয়ন্ত্রণ;
- সকল ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ;
- সকল প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই, দীর্ঘমেয়াদি ও পরিবেশসম্মত ব্যবহারের নিশ্চয়তা বিধান;
- পরিবেশ সংক্রান্ত সকল আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগের সাথে সক্রিয় অংশগ্রহণ;
- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ মোকাবিলায় অভিযোজন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

২.৫ অঙ্গীকার

- দেশের সামগ্রিক পরিবেশ সংরক্ষণ এবং পরিবেশগত মান উন্নয়নের স্বার্থে পরিবেশ আইনের সুষ্ঠু ও যথাযথ প্রয়োগ করা;
- নাগরিকদের সহজ সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সদা সচেষ্ট থাকা;
- নাগরিক প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেওয়া;
- নাগরিকদের প্রতি সততা, শুদ্ধতা এবং স্বচ্ছতার সাথে দায়িত্ব পালন করা;
- আরোপিত দায়িত্ব পালনে বিভিন্ন নাগরিক গোষ্ঠীর সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করা;
- নিজেদের কার্যক্রমকে সর্বদা মূল্যায়ন ও মনিটরিং করা;
- সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে নাগরিকগণের প্রতি সর্বোচ্চ সেবা প্রদান করা;
- সকল নাগরিককে ধর্ম, বর্ণ, জাতি, জেন্ডার, প্রতিবন্ধী, বয়স, ইত্যাদি নির্বিশেষে সমমর্যাদা প্রদান করা।

২.৬ পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যাবলি

২.৬.১ পরিবেশ অধিদপ্তর নিয়মিতভাবে যে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করছে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো :

- শিল্প প্রতিষ্ঠানের দূষণ জরিপ, দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান চিহ্নিতকরণসহ দূষণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে উদ্বুদ্ধ/বাধ্য করা এবং প্রয়োজন অনুসারে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন এবং বিধি লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা ও পরিবেশ আদালতে মামলা দায়েরের মাধ্যমে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ;

- পরিবেশ দূষণকারীদের নিকট হতে ক্ষতিপূরণ ধার্যপূর্বক আদায় করা ;
- নতুন স্থাপিতব্য বা বিদ্যমান শিল্প কারখানার/প্রকল্পের আবেদনের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পরিদর্শন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান ও নবায়ন;
- সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা ও ব্যক্তি পর্যায়ে গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রমের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ) প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদন এবং ইআইএ সম্পন্ন করার বিষয়ে পরামর্শ প্রদান;
- পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ এবং তা তদন্তের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা, নির্বিচারে পাহাড় কর্তন রোধ, যানবাহন জরিপ এবং দূষণকারী যানবাহনের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা;
- বায়ু ও পানির গুণগত মান পরিবীক্ষণ, গবেষণাগারে বায়ু, পানি ও তরল বর্জ্যের নমুনা বিশ্লেষণ;
- দেশের বিভিন্ন এলাকার পুকুর, টিউবওয়েল ও খাবার পানির গুণগতমান নির্ণয়ের জন্য নিয়মিত নমুনা সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, ডাটা সংরক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রেরণ;
- পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক কনভেনশন, চুক্তি ও প্রোটোকলের দেশীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাধ্যবাধকতা প্রতিপালনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবিলায় জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- দেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং জীবনিরাপত্তার ক্ষেত্রে কার্যক্রম গ্রহণ;
- বিষাক্ত এবং বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থের আমদানি, পরিবহন, ব্যবহার, ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণে কার্যক্রম গ্রহণ;
- ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যসামগ্রী নিয়ন্ত্রণ;
- পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় জনগণের অংশগ্রহণে টেকসই জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;
- পরিবেশ বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং পরিবেশ বিষয়ক তথ্য সকলের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা এবং পরিবেশ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ যথাযথ মর্যাদায় উদ্যাপন;
- সময় সময়ে পরিবেশগত অবস্থানচিত্র প্রণয়ন (State of Environment Report) ও বিতরণ;
- পরিবেশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় জনগণের অংশগ্রহণ কে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সামাজিক/সাংস্কৃতিক/অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর সাথে অংশীদারিত্ব মূলক কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা;
- পরিবেশগত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিভিন্ন প্রকল্প এবং গবেষণা কর্ম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগ উৎপাদন ও বাজারজাত কারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ;
- সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প/উদ্যোগ পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন পূর্বক পরিবেশগত মতামত প্রদান;
- পরিবেশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সক্ষমতা তৈরির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, মতবিনিময় সভা, ইত্যাদি আয়োজন ;
- দেশের প্রায় সকল মন্ত্রণালয় এবং তার অধীনস্থ দপ্তরসমূহসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন কমিটির সদস্য হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা পালন।

২.৭ পরিবেশ অধিদপ্তরের অর্জন/সাফল্য

২.৭.১ সাংবিধানিক স্বীকৃতি এবং আইন, বিধিমালা, নীতিমালা ইত্যাদি প্রণয়ণ ও হালনাগাদ করণ

১. বর্তমান সরকারের প্রথম মেয়াদে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানে ১৮ (ক) নামক একটি পৃথক অনুচ্ছেদ সংযোজনপূর্বক পরিবেশ সংরক্ষণকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ সকল কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে পরিবেশ উন্নয়ন, দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বিভিন্ন আইন, বিধিমালা, নীতিমালা ইত্যাদি প্রণয়ণ ও হালনাগাদকরণ পূর্বক নিম্নোক্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে :

- ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য (ই-বর্জ্য) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ জারী করা হয়েছে।
- "বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্র বিধিমালা, ২০২১" এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে।

২.৮ জনবল ও সাংগঠনিক অবকাঠামো সম্প্রসারণ

পরিবেশ অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়িত "নির্মল বায়ু ও টেকসই পরিবেশ" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ১২ তলা বিশিষ্ট পরিবেশ বান্ধব ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত পরিবেশ অধিদপ্তরের নতুন ভবন নির্মিত হয়েছে যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০ জুন ২০১৯ তারিখ শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় পরিবেশ অধিদপ্তর অনুমোদিত ১১০২ জনবলের মধ্যে বর্তমানে কর্মরত ৪৬৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়ে সদর দপ্তরসহ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট ও বরিশাল বিভাগীয়/আঞ্চলিক/মহানগর/ গবেষণাগার কার্যালয়সহ ৩৪টি জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে সারা দেশে পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া শিল্পঘন ২৩ টি উপজেলায় পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যালয় স্থাপনের বিষয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১ম শ্রেণী ৪৩ জন, ২য় শ্রেণী ৩২ জন, ৩য় শ্রেণী ২৬ জন এবং ৪র্থ শ্রেণীর ৩৫ জনের নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের উপলক্ষে পরিবেশ অধিদপ্তরের নতুন ভবনের নীচতলায় অভ্যর্থনা কক্ষের পাশে বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে। বিগত ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন, এম পি উক্ত বঙ্গবন্ধু কর্ণারের শুভ উদ্বোধন করেন।

চিত্র ২.১: পরিবেশ অধিদপ্তরের নবনির্মিত ভবন।

২.৯ পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান

- শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার বা ইটিপি, বায়ু পরিশোধন ব্যবস্থা এবং শব্দ প্রতিরোধ ব্যবস্থা স্থাপনসহ সুষ্ঠু পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য সুবিধা স্থাপনের বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হচ্ছে।
- বিগত ১০ (দশ) বছরে প্রায় ৬০,০০০ (ষাট হাজার) শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে এবং প্রায় ৮০ হাজার পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা হয়েছে।
- জুন ২০২১ সময় পর্যন্ত ২৪০৯ টি ইউনিটে তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) স্থাপন করা হয়েছে।
- পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক এপ্রিল ২০১৪ হতে জুন ২০২১ সময় পর্যন্ত মোট ৬২৪ টি তরল বর্জ্য নির্গমণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

২০২০ পঞ্জিকা বছরে সবুজ শ্রেণীর ২৮৬ টি, কমলা-ক শ্রেণীর ৭৭৯ টি, কমলা-খ শ্রেণীর ২২২৯ টি এবং লাল শ্রেণীর ৪৮৫ টি সহ মোট ৩৭৭৯ টি ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে। ২০২০ পঞ্জিকা বছরে সবুজ শ্রেণীর ১৭৪ টি, কমলা-ক শ্রেণীর ২০৬০ টি, কমলা-খ শ্রেণীর ৮৭০৩ টি এবং লাল শ্রেণীর ২০৩৮ টি সহ মোট ১২৯৭৫ টি ছাড়পত্র নবায়ন করা হয়েছে।

২.১০ বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ

- বায়ুদূষণ রোধে "বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০২০"এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে।
- ২০২০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত ৭৬.৯০% ইটভাটাকে উন্নত প্রযুক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়, যার মধ্যে প্রতিবেদনাধীন বছরে সনাতন প্রযুক্তির ৪% ইটভাটাকে উন্নত প্রযুক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে।
- বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণে মনিটরিং কার্যক্রমের আওতায় সারাদেশে ১৫টি সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবিক্ষণ কেন্দ্র বা Continuous Air Monitroing Station (CAMS) স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও ১৫টি কম্পেক্ট এয়ার কোয়ালিটি মনিটরিং স্টেশন (Compact-CAMS) চালু করা হয়েছে। এ সকল CAMS-এর মাধ্যমে দেশব্যাপী বায়ুর মান পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে।
- নিরবিচ্ছিন্ন সেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে CAMS সরবরাহকারী ২টি প্রতিষ্ঠানের সাথে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত CAMS রক্ষনাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ ও মেরামত কার্যক্রমের চুক্তি রয়েছে এবং প্রতিষ্ঠান ২টির সাথে চুক্তি পুন:নবায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে CAMS কর্তৃক বিশ্লেষিত তথ্য ICDDR,B , BRAC, World Bank সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা কার্যক্রমে সরবরাহ করা হচ্ছে।

২.১১ পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণ

- নদীর পানির গুণগত মান পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় ২৭টি নদীর ৬৬টি স্থানে পানির গুণগত মান নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধি করে ৯৯ টি স্থানের পানির গুণগত মান নিয়মিত মনিটরিং করার লক্ষ্যে স্থান নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে।
- হালদা নদীর দূষণরোধে ২(দুই) দূষণকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সম্পূর্ণরুপে বন্ধ করা হয়েছে। এর ফলে হালদা নদীতে কার্প জাতীয় মাছের ডিম পাড়ার হার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ২০২০ সালে রেকর্ড পরিমাণ মাছের রেনু সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে।

২.১২ প্লাস্টিক/পলিথিন দূষণ নিয়ন্ত্রণ

- প্লাস্টিক/পলিথিন দূষণ রোধে জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক অংশিজনদের নিয়ে জাতীয় কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় প্লাস্টিক/পলিথিনজাত পণ্য ও মোড়কের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা লক্ষ্যে একটি কারিগরি ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটি প্লাস্টিকের দূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদেরকে নিয়ে উৎপাদনকারীর সম্প্রসারিত দায়িত্ব (Extended producer responsibility-EPR) বাস্তবায়নে পাইলট প্রকল্প গ্রহণসহ গাইডলাইন প্রণয়নের কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
- পাস্টিক দূষণ নিয়ন্ত্রণে ১০ বছর মেয়াদী প্লাস্টিক এ্যাকশন প্যান প্রণয়ন করা হয়েছে এবং উপকূলীয় এলাকায় Single Use Plastic বন্ধে ৩ বছর মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
- এছাড়াও Integrated Approach towards Sustainable Plastics Use and (Marine) Litter Prevention in Bangladesh শীর্ষক নতুন প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

২.১৩ শব্দদূষণ রোধে গৃহীত কার্যক্রম

- শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নিয়মিত মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমের আওতায় ২৩ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা হয়েছে। ১ জানুয়ারি ২০২০ থেকে 'শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্প' এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- চলমান কার্যক্রমের আওতায় বর্তমান ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৯টি সিটি কর্পোরেশন এলাকায় "নীরব এলাকা" ঘোষণা করা হয়।
- শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ২০০ জন ছাত্র-ছাত্রী, ১৫০০ জন পরিবহন চালক শ্রমিক কর্মচারী, ১২০ জন সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী,৬০ জন সাংবাদিক, ১২০ জন কারখানা শ্রমিক, ৩৬০ জন পেশাজীবী সহ মোট ২৩৬০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

২.১৪ রাসায়নিক ও বিপজ্জনক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় গৃহীত কার্যক্রম

১ অক্টোবর ২০২০ তারিখে পরিবেশ ও মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর রাসায়নিক ও বিপজ্জনক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরে রাসায়নিক ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা শাখা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। রাসায়নিক ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নিম্নোক্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে:

- ১০ বছর মেয়াদী প্লাস্টিক এ্যাকশন প্যান প্রণয়ন করা হয়েছে এবং উপকূলীয় এলাকায় Single Use Plastic বন্ধে ৩ বছর মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
- চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ হালনাগাদকরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- ঢাকা এবং চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজের দীর্ঘ দিনের মজুদকৃত মেয়াদ উত্তীর্ণ ও আমদানী নিষিদ্ধ প্রায় ৩২৬ টন পণ্য ধ্বংসে প্রয়োজনীয় কারিগরি মতামত প্রদান করার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।
- পরিবেশ সম্মতভাবে ই-বর্জ্য ধ্বংস নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে পরিবেশ অধিদপ্তর হতে অনাপত্তি প্রদান করা হচ্ছে। প্রতিবেদনাধীন সময়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে এরূপ ৬টি লট ধ্বংসের অনাপত্তি প্রদান করা হয়েছে।
- মৎস্য ও পশু খাদ্যে ক্ষতিকর রাসায়নিকের ব্যবহার প্রতিহত করতে পরিবেশ অধিদপ্তরের অনাপত্তি গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এছাড়াও নতুন কোন কীটনাশক আমদানী বা বাজারজাত করার লক্ষ্যে ফিল্ড ট্রায়াল পরিচালনার পূর্বেপরিবেশ অধিদপ্তরের অনাপত্তি গ্রহণ করতে হয়। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে এরূপ ১০ টি প্রতিষ্ঠানকে অনাপত্তি প্রদান করা হয়েছে।

২.১৫ পাহাড় প্রতিবেশ সংরক্ষণে গৃহীত কার্যক্রম

- পাহাড় কাটার মাধ্যমে পরিবেশ ও প্রতিবেশের ক্ষতিসাধনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১১টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ৬টি অভিযান পরিচালনা করা হয় এবং মোট ৯ লক্ষ ১০ হাজার টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয়।

২.১৬ ব্লু ইকোনমি বাস্তবায়নে গৃহীত কার্যক্রম

সমুদ্র প্রতিবেশ সংরক্ষণ, সমুদ্র দূষণ রোধ, সমুদ্র সম্পদ আহরণে ও সমুদ্র সম্পদের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ, সামুদ্রিক ও উপকূলীয় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে উন্নয়নের মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে ব্লু-ইকোনোমি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। উক্ত কর্মপরিকল্পনায় যেসব কার্যক্রমসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা বাস্তবায়নে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ সকল কার্যক্রমের মধ্যে, সমুদ্র জীববৈচিত্র্যের জরিপ সম্পাদনের কাজটি এককভাবে একটি সমীক্ষা প্রকল্পের আওতায় সম্পন্ন করার লক্ষ্যে "Assessment of Coastal and Marine Biodiversity Resources and Ecosystems to Implement the Blue Economy Action Plan" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়তি হচ্ছে। "সমুদ্র পরিবেশ ও প্রতিবেশের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব পরিবীক্ষণ করা" কার্যক্রমের বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক "Projection of Sea Level Rise and Assessment of its Sectoral (Agriculture, Water and Infrastructure) Impacts" বা বাংলাদেশের সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির অভিক্ষেপণ এবং কৃষি, পানি সম্পদ ও অবকাঠামোর উপর এর প্রভাব নিরূপণে একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।

২.১৭ জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ

বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে বাংলাদেশের জলবায়ুতে বেশ মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে। উষ্ণতা আমাদের ঋতু পরিক্রমাতে প্রভাব ফেলছে এবং ঋতু বৈচিত্র্যের রূপকে করছে ক্ষুন্ন। যার কারণে বিভিন্ন দুর্যোগ তথা অতি বৃষ্টি, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস ইত্যাদির প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম বিরূপ প্রভাব হচ্ছে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি। গত ১০০ বছরে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়েছে ১৮ থেকে ২১ সেন্টিমিটার। সমুদ্র উপকূল এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রতিকূল প্রভাবগুলোর কারণে বাংলাদেশ নাজুক পরিস্থিতির শিকার। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, ঝুঁকিসমূহ ও বিপন্নতা অভিযোজন এবং সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ব্যাপারে সমীক্ষা ও মূল্যায়নের ফলে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, বাংলাদেশ হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সারা বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বিপন্ন ও ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর অন্যতম। বন্যা, খরা, সাইক্লোন, লবনাক্ততা এবং সমুদ্রতলের উচ্চতা বৃদ্ধি আমাদের জাতীয় প্রবৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্থ করেছে।

২.১৮ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত কার্যক্রম

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের এক নির্দোষ শিকার। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাবে পৃথিবীর ঝুঁকিপূর্ণ দেশসমূহের মধ্যে অন্যতম। জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অন্যান্য পরিবেশগত সমস্যা টেক্সই উন্নয়ন অভিষ্ট ২০৩০ অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি এবং দূর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে যা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হচ্ছে। এছাড়া বাংলাদেশ জলবায়ু কূটনীতিতে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। UNFCCC এর অধীনে বিভিন্ন কমিটিতে বাংলাদেশ সক্রিয়ভাবে দায়িত্ব পালন করেছে।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকারের বলিষ্ঠ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কন্যা সায়মা হোসেন ওয়াজেদ Climate Vulnerable Forum (CVF)-এর Thematic Ambassador মনোনীত হয়েছেন। ২ ডিসেম্বর ২০১৯ Climte Vulnerable Forum (CVF)-এর একটি বিশেষ অধিবেশনে জাতিসংঘের মহাসচিব এন্তোনিও গুতেরেস, নেদারল্যান্ডস ও হন্ডুরাসের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীগণসহ বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, CVF জলবায়ু পরিবর্তনে অধিক ক্ষতিগ্রস্থ ৪৮টি উন্নয়নশীল দেশের একটি আন্তর্জাতিক প্লাটফর্ম যেখানে সদস্য দেশসমূহের পক্ষে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাব মোকাবিলা এবং বৈশ্বিষক উষ্ণতা হ্রাসের উদ্দেশ্যে জোরালো দাবী উথাপন করা হয়। বাংলাদেশ CVF এর একটি প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং জন্মলগ্ন থেকে বাংলাদেশ এ ফোরামে অত্যন্ত গরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। তাছাড়া, বাংলাদেশ পূর্বেও ২০১১-২০১৩ সালে CVF-এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছে। সে বিবেচনায় CVF-এর এ বিশেষ অধিবেশনে ২০২০-২০২২ সালের জন্য সভাপতির দায়িত্ব বাংলাদেশের উপর অর্পণ করা হয়।

এশিয়া মহাদেশে চীনের পর বাংলাদেশে GCA-এর দ্বিতীয় আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। GCA-এর স্থায়ী কার্যালয় স্থাপন না হওয়া পর্যন্ত পরিবেশ অধিদপ্তরের ১২-তলায় অস্থায়ীভাবে GCA-এর আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। বিগত ৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বান কি মুন কর্তৃক Global Center on Adaptation (GCA)-এর ঢাকাস্থ আঞ্চলিক কার্যালয় উদ্বোধন করা হয়েছে।

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ, পরিবেশের মান উন্নয়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে "গ্রীণ বাজেট প্রস্তাবনা" প্রণয়ন করা হয়েছে এবং ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বাজেটে প্রস্তাবনাসমুহ বিবেচনার লক্ষ্যে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

২.১৯ মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম

দেশের প্রকৃতি ও প্রতিবেশ ব্যবস্থা সংরক্ষণ করে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রধান কাজ। মূলতঃ পরিবেশ অধিদপ্তর পরিবেশ সংক্রান্ত আইন প্রয়োগকারী একটি সংস্থা। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এর ৭ ধারা মোতাবেক কোন ব্যক্তির কর্মকান্ড দ্বারা পরিবেশের ক্ষতি সাধিত হলে উক্ত ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণপূর্বক জড়িত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে তা আদায়ের বিধান রয়েছে। পরিবেশ ও প্রতিবেশ বিনষ্ট এবং ব্যাপকমাত্রার পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে ২০১০ সালের ১৩ জুলাই হতে পরিবেশ অধিদপ্তর দূষণকারীদের বিরুদ্ধে আইনের উক্ত ধারার আওতায় এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম শুরু করে।

এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে একটি স্বতন্ত্র এনফোর্সমেন্ট শাখা রয়েছে। এর পাশাপাশি চট্টগ্রাম মহানগর, চট্টগ্রাম অঞ্চল ও সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালকগণ তাদের নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রকার পরিবেশ দূষণের দায়ে ১৩২৩টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনাপূর্বক ৬৮.৮৭ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ আরোপ করা হয়েছে, যার মধ্যে পূর্ববর্তী বছরের বকেয়াসহ ১০.৯ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে। এছাড়াও পরিবেশ দূষণের বিভিন্ন অপরাধ দমনে সারাদেশে মোট ১১৭৫ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। নিম্নে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে গৃহীত ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত একটি বিবরণ তুলে ধরা হলো:

ইটভাটা : ৪৯৩টি অভিযান পরিচালনা করে ৯৪২ টি ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের মাধ্যমে ২৬,০১,৬১,০০০ (ছাব্বিশ কোটি এক লক্ষ একষট্টি হাজার) টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে এবং ৫৮৪টি ইটভাটা ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে।

পলিথিন : ৪০৬টি অভিযান পরিচালনা করে ৫৯৪টি ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে ১,১১,৪৬,২০০ (এক কোটি এগারো লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার দুই শত) টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয়েছে এবং ৭৪ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ৫৫১.৫ মেট্রিক টন অবৈধ পলিথিন ও দানা জব্দ করা হয়েছে।

শব্দ দূষণ : ১৮টি অভিযান পরিচালনা করে ২৫৯টি ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে ২,১২,৭০০ (দুই লক্ষ বারো হাজার সাতশত) টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয়েছে।

জলাশয় ভরাট : ২১টি অভিযান পরিচালনা করে ২২টি ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে প্রায় ৪৮,৫৫,০০০ (আটচল্লিশ লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার) টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয়েছে এবং ২ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ১টি ক্রাসিং মেশিন জব্দ করা হয়েছে।

যানবাহনের কালো ধোঁয়া : ৪৯টি অভিযান পরিচালনা করে ৩৪০টি ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে ১১,৪৬,৯০০ (এগারো লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার নয়শত) টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয়েছে। এছাড়াও পাহাড় কর্তন, হাসপাতাল বর্জ্য, অতিরিক্ত দূষণ নির্গমন ইত্যাদি বিষয়ে আরো ১৮৮টি অভিযান পরিচালনা করে ২,১৯,৬৪,০০০ (দুই কোটি উনিশ লক্ষ চৌষট্টি হাজার) টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

২.২০ তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন

মুজিববর্ষ উপলক্ষে সেবা সহজিকরণের নিমিত্ত পরিবেশগত ছাড়পত্র ও নবায়নের আবেদন সহজভাবে ও দ্রুততম সময়ে সম্পন্নকরণের লক্ষ্যে মোবাইল অ্যাপ চালু করা হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিয়ে ত্রৈমাসিক নিউজ লেটার পরিবেশ বার্তার প্রথম প্রকাশ করা হয়।

২.২১ সামগ্রিক পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে বিনিয়োগ প্রকল্প

দেশের দূষণ ঘন এলাকার পরিবেশ দূষণ তথা পানিদূষণ, বায়ুদূষণ, মাটিদূষণ নিয়ন্ত্রণ, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং রাসায়নিক ও বিপজ্জনক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বড় ধরনের পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে Bangladesh Environmental Sustainability and Transformation (BEST) শিরোনামে ২৫০ মিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ প্রকল্প প্রণয়নের কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। এ প্রকল্পে বিশ্বব্যাংক আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে।

২.২২ প্রকল্প বাস্তবায়ন

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে পরিবেশ অধিদপ্তরের আরএডিপি ভুক্ত মোট প্রকল্প সংখ্যা ছিল ১২টি, যার মধ্যে ৭টি চলতি প্রকল্প এবং ৫ নতুন ভাবে গৃহীত প্রকল্প। আরএডিপি ভুক্ত এই ১২টি প্রকল্পের মধ্যে ৪টি বিনিয়োগ ও ৮টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। এ প্রকল্প সমূহের বিপরীতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের মোট বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ২৬১৪.০০ লক্ষ টাক, যার মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের ১৩৮৫.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১২২৯.০০ লক্ষ টাকা। বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে জুন ২০২১ পর্যন্ত জিওবি হতে ১২০০.৪৩ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য হতে ৮৯২.৩৩ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মোট ২০৯২.৭৬ টাকা অবমুক্ত করা হয়। ২০২০-২১ অর্থ বছরে প্রকল্পসমূহের মোট আর্থিক অগ্রগতি ১৯২১.৭৩২২৪ লক্ষ টাকা, যা মোট অবমুক্ত টাকার ৯১.৮৩% । এছাড়াও প্রতিবেদনাধীন বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের অর্থায়নে ৫টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল।

ছক-কঃ সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) ভুক্ত প্রকল্পের সার-সংক্ষেপঃ

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	মোট বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০২০-২০২১ অর্থ বছরে জুন ২০২১ পর্যন্ত অবমুক্তি (বার্ষিক বরাদ্দের %)	২০২০-২০২১ অর্থ বছরে অগ্রগতি (বার্ষিক বরাদ্দের %) (অবমুক্তির%)
বিনিয়োগ প্রকল্প ঃ ৪টি					
১।	**প্রতিবেশগত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সেন্ট মার্টিন দ্বীপের জীববৈচিত্র্যের উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ প্রকল্প।** বাস্তবায়নকাল: জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২১	**১৫৮৪.৭৮**	**৭৩০.০০**	**৭৩০.০০ (১০০%)**	৭০৯.৩৯ **(৯৭.১৮%) (৯৭.১৮%)**
২।	পরিবেশ, অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো উন্নয়ন, গবেষণাগার স্থাপন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি। বাস্তবায়নকাল: জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২২	৩৫৬৩.৭৪১	**২৭৭.০০**	**২৭০.০০ (৯৭.৪৭%)**	**১৭৫.৩১ (৬৩.২৯%) (৬৪.৯৩%)**
৩।	ইকোসিস্টেম বেসড এপ্রোচেস টু এডাপটেশন (ইবিএ) ইন দি ড্রাউ-প্রন বারিন্ড ট্র্যাক্ট এন্ড হাওর ওয়েটল্যান্ড। বাস্তবায়নকাল:জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২২	৪২৭২.২৯	**৪৫০.০০**	**২৪৮.২৫ (৫৫.১৭%)**	**২৪৫.০০ (৫৪.৪৪%) (৩৮.৮৯%)**
৪।	সুনীল অর্থনীতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে উপকূলীয় ও সামুদ্রিক সম্পদ এবং প্রতিবেশ ও জীবসম্পদের পরিমাণ নিরূপণ বাস্তবায়নকাল: জানুয়ারি ২০২০ থেকে ডিসেম্বর ২০২১	৪৯৩.৭৫	**১০০.০০**	**৭৫.০০ (৭৫%)**	৩৯.০৮২২৪ **(৩৯.০৮%) (৫২.১১%)**
কারিগরী সহায়তা প্রকল্প ঃ ০৮টি					
১।	ইস্টাবলিশিং ন্যাশনাল ল্যান্ড ইউজ এন্ড ল্যান্ড ডিগ্রেডেশন প্রোফাইল টুওয়ার্ডস মেইন স্ট্রিমিং এসএলএম প্র্যাক্টিস ইন সেক্টর পলিসিস (ইএনএএলইউএলডিইপি / এসএলএম) বাস্তবায়নকাল: জুলাই ২০১৭ হতে মে ২০২১	৬২০.৩৫	**৩১২.০০**	২১১.৪২ **(৬৭.৭৬%)**	**২১১.৪২ (৬৭.৭৬%) (১০০%)**
২।	এনভায়রনমেন্টালি সাউন্ড ডেভেলপমেন্ট অব দ্য পাওয়ার সেক্টর উইথ দি ফাইনাল ডিসপোজাল অব পলিক্লোরিনেটেড বাই- ফিনাইল (পিসিবি) প্রকল্প বাস্তবায়নকাল: জানুয়ারি/১৮ হতে ডিসেম্বর/২১	২৪০০.০০	**২১১.০০**	**১৮১.১৯ (৮৫.৮৭%)**	**১৮১.১৯ (৮৫.৮৭%) (১০০)**
৩।	শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নকাল: জানুয়ারি ২০২০ থেকে ডিসেম্বর ২০২২	৪৭৯৮.৪৮	**২৭৮.০০**	**১২৫.৪৩ (৪৫.১২%)**	১০৮.৮৭ **(৩৯.১৬%) (৮৬.৯০%)**
৪।	বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল সাসটেইনিবিলিটি এন্ড ট্রান্সফরমেশান (বিইএসটি) প্রকল্প। বাস্তবায়নকাল: জুলাই ২০২০ থেকে ডিসেম্বর ২০২১	৮৪৪.০০	**৫০.০০**	৪৯.৩০ **(৯৮.৬০%)**	**৪৯.৩০ (৯৮.৬০%) (১০০%)**
৫।	বাংলাদেশ ফার্স্ট বাইনিয়াল আপডেট রিপোর্ট টু দ্য ইউএনএফসিসিসি বাস্তবায়নকাল: জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২২	৪১৫.০০	**৭৫.০০**	২১.০৭ **(২৮.০৯%)**	**২১.০৭ (২৮.০৯%) (১০০)**
৬।	বাংলাদেশ প্যারিস চুক্তির আওতায় পরিবেশ নির্গমন পর্যবেক্ষণের সক্ষমতা জোরদার করা। বাস্তবায়নকাল: জানুয়ারি ২০২০- জানুয়ারি ২০২৩	৭৩৪.০০	**৫০.০০**	১২৪.৮৩ (২৪৯.৬৬%)	১২৪.৮৩ (২৪৯.৬৬%) **(১০০%)**
৭।	Enabling Activities of Bangladesh for HFC Phase-down (UNEP Component) বাস্তবায়নকাল: সেপ্টেম্বর ২০২০ থেকে জুলাই ২০২১	৫৬.০০	**৪৭.০০**	২২.৬৮ (৪৮.২৬%)	২২.৬৮ (৪৮.২৬%) **(১০০%)**
৮।	Renewal of Institutional Strengthening for the Phase -Out of ODS (Phase-IX) বাস্তবায়নকাল: জানুয়ারি ২০২০ থেকে জানুয়ারি ২০২৩	১৭৭.০০	**৩৪.০০**	৩৩.৫৯ **(৯৮.৭৯%)**	**৩৩.৫৯ (৯৮.৭৯) (১০০%)**
	মোট =		**২৬১৪.০০**	**২০৯২.৭৬ (৮০.০৬%)**	**১৯২১.৭৩২২৪ (৭৩.৫২%) (৯১.৮৩%)**

ছক-খ: জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	মেয়াদকাল	মোট বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের উদ্দেশ্য
১।	গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাসের লক্ষ্যে ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহর বর্জ্য হ্রাস, পুনঃব্যবহার ও পুনঃচক্রায়ন (থ্রি আর) পাইলট উদ্যোগ বাস্তবায়ন (ফেজ-১)	ডিসে./১০ হতে জুন/২০২৩ (প্রস্তাবিত)	২১৮৩.১৩	(ক) ঢাকা ও বন্দর নগরী চট্টগ্রামের নির্বাচিত এলাকায় ৮০,০০০ পরিবারের মধ্যে তিন রঙের (সবুজ, হলুদ ও লাল) ওয়েস্ট বিন বিতরণ; (খ) ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের জন্য ০২টি করে ০৬টি ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ট্রাক সংগ্রহ ও বিতরণ; (গ) মহানগরী ঢাকা ও বন্দর চট্টগ্রামের নির্বাচিত এলাকার বর্জ্য সংগ্রহ/পরিবহনের জন্য ১৫টি রিক্সা-ভ্যান বিতরণ (ঘ) থ্রি-আর কর্মসূচি সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি
২।	সমগ্র শহর গুলোর (পৌরসভা/মিউনিসিপ্যালিটি) জৈব আবর্জনা ব্যবহার করে "প্রোগ্রাম্যাটিক সিডিএম" দ্বিতীয় পর্ব।	জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০২১	৫০০.০০	ক) বেইজলাইন সার্ভে/জরিপ (আবর্জনা উৎপাদনের হার, আবর্জনার ভৌত ও রাসায়নিক ধরণ নিরুপণ; খ) কম্পোস্ট প্ল্যান্ট ও ল্যান্ডফিল সাইটের অবস্থানের জন্য গমনাগমন (traffic) গ) আবর্জনার ভৌত ও রাসায়নিক ধরণ নিরুপনের জরিপ। ঘ) প্রত্যেক শহর/ নগরের ল্যান্ডফিল সাইটের গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমন জরিপ। ঙ) ২টি পৌরসভায় ১টি করে মোট ২টি কম্পোস্ট প্ল্যান্ট নির্মাণ।
৩।	কমিউনিটি বেইসড অ্যাডাপটেশন ইন দি ইকোলোজিক্যাল এরিয়াস থ্রু বায়োডাইভারসিটি কনজারভেশন অ্যান্ড সোশাল প্রটেকশন প্রজেক্ট (সিবিএ- ইসিএ প্রকল্প)।	জূলাই ২০২০ থেকে ডিসেম্বর ২০২১	৪২০.০০	(ক) জনগণকে সংগঠিত করে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও এর টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণ; (খ) জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় অভিযোজন কার্যক্রম প্রচলন এবং প্রশমন কার্যক্রম গ্রহণ (গ) বৈশ্বিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ/বিপন্ন প্রজাতিসমূহ সংরক্ষণ (ঘ) সৌর শক্তি চালিত সেচ পাম্প স্থাপন এবং ব্যবস্থাপনা (ঙ) ইসিএ ব্যবস্থাপনায় পরিবেশ অধিদপ্তরের ক্ষমতা বৃদ্ধি ও ইসিএ ব্যবস্থাপনাকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ
৪।	বাংলাদেশের সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির অভিক্ষেপণ এবং কৃষি, পানিসম্পদ ও অবকাঠামোর উপর এর প্রভাব নিরূপণ।	জুলাই/১৭ হতে জুন/২০২১	১০০.০০	(ক) Satellite Altimetry Data ব্যবহার করে বাংলাদেশের সমুদ্র স্তরের উচ্চতা নিরূপণ। (খ) ২০৩০, ২০৫০, ২০৭০, ২১০০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির অভিক্ষেপন ও তার ভিত্তিতে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে digital elevation models (DEMs) (গ) উপকূলীয় অঞ্চলের কৃষি, পানিসম্পদ এবং অবকাঠামোর উপর সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির প্রভাব নিরূপণ।
৫।	FAL-এ ইট উৎপাদন প্রদর্শনী ও প্রশিক্ষণ।	নভেম্বর/১৮ হতে ডিসেম্বর/২১	৭২.১২	FAL-G ইট উৎপাদনে কারিগর ও মিস্ত্রিদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে।

২.২৩ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ :

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে পরিবেশ অধিদপ্তর জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সমূহ নিম্নরূপ:

- সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠবাঙ্গালী ও স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও আদর্শ সকলের মাঝে তুলে ধরার লক্ষ্যে বিগত ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তরের নতুন ভবনের নীচ তলায় একটি বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে প্রথমবারের মত পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিয়ে ত্রৈমাসিক নিউজ লেটার পরিবেশ বার্তা এবং সেবা সহজিকরণের নিমিত্ত পরিবেশগত ছাড়পত্র ও নবায়নের আবেদন সহজভাবে ও দ্রুততম সময়ে সম্পন্ন করণের লক্ষ্যে মোবাইল অ্যাপ চালু করা হয়েছে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন, এমপি উক্ত বঙ্গবন্ধু কর্ণার, পরিবেশ বার্তার প্রথম প্রকাশনা এবং মোবাইল অ্যাপের শুভ উদ্বোধন করেন।

চিত্র ২.২ : মুজিবশতবর্ষ উযদাপন উপলক্ষে পরিবেশ অধিদপ্তরের নিচ তলায় "বঙ্গবন্ধু কর্ণার", পরিবেশবার্তা ও মোবাইল অ্যাপসের উদ্বোধন করেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ শাহাবউদ্দিন, এম.পি.।

- পরিবেশ অধিদপ্তরের নতুন ভবনের প্রবেশ পথে মুজিব বর্ষের লোগো সম্বলিত বঙ্গবন্ধুর ছবিসহ বেদিস্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রধান ফটকে একটি ও মূল রাস্তার পাশে একটি এলইডি স্ক্রিন স্থাপন করে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ও অন্যান্য প্রামাণ্যচিত্র নিয়মিত প্রদর্শন করা হচ্ছে।

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ১০১ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখ সকালে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। পাশাপাশি একই দিনে দুঃস্থদের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়। একই দিন বিকালে পরিবেশ অধিদপ্তরের অডিটরিয়ামে আলোচনাসভা, বঙ্গবন্ধুর জীবন আদর্শের উপর ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রদর্শন ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনাসভা ও মিলাদ মাহফিলে পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দসহ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা সভায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব জিয়াউল হাসান এনডিসি প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র ২.৩ : মুজিব বর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, আলোচনাসভা ও দোয়া মাহফিল এর স্থির চিত্র।

চিত্র ২.৪ : স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ পূর্বক স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০১ তম জন্মদিন উপলক্ষে আলোচনা অনুষ্ঠান ও প্রামান্য চিত্র প্রদর্শন।

- মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে বিশেষ দিন গুলোতে যেমন ১৬-১৮ মার্চ ২০২০, ১৬ ডিসেম্বর ২০২০ এবং ১৬-২৭ মার্চ ২০২১ তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তরের সদর দপ্তরসহ আওতাধীন সকল কার্যালয়ের ভবনসমূহে বর্ণিল সাজে আলোকসজ্জা করা হয়েছে।

চিত্র ২.৫ : বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে পরিবেশ ভবন আলোক সজ্জাকরণ।

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী মুজিববর্ষ উপলক্ষে ১৬ জুলাই ২০২০ তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তরে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়। বৃক্ষরোপণ অভিযানে বিভাগ/অঞ্চল /জেলা কার্যালয় সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করে এবং নিজ নিজ অফিসে বৃক্ষরোপন করে।

চিত্র ২.৬ : বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম।

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫ তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৫ আগস্ট ২০২০ তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তরের অডিটরিয়ামে আলোচনাসভা ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে।

- 'DoE বঙ্গবন্ধু শতবর্ষ' শিরোনামে ফেসবুক পেইজ খোলা হয়েছে এবং উক্ত পেইজে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপনের সকল কার্যক্রম প্রচার করা হচ্ছে। এছাড়া ও মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রণিত লোগো সম্বলিত অধিদপ্তরের প্রদত্ত শ্লোগানসহ সাইনবোর্ড ও ব্যানার বাইরের দেয়ালে স্থাপন করা হয়েছে।

চিত্র ২.৭ : বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের ভবনে ব্যানার প্রদর্শন।

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে পরিবেশ অলিম্পিয়াড, রচনা প্রতোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী এবং সেবা সহজিকরণ কমিটি গঠন করা হয়েছে। কিন্তু কোভিড-১৯ মহামারী পরিস্থিতির কারণে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকায় আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। মুজিব বর্ষের কর্মসূচী বাস্তবায়নকাল ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধি করায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলামাত্র প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে পরিবেশ অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম উপস্থাপন পূর্বক বর্ষপঞ্জি তৈরী করে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়, বিভিন্নদপ্তর ও পরিবেশ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সকল কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ১৬-২৭ মার্চ, ২০২১ পরিবেশ অধিদপ্তরের সদরদপ্তরসহ মাঠ পর্যায়ের সকল কার্যালয়ের বর্ণিল আলোক সজ্জাকরণ করা হয় এবং স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ পূর্বক সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচন সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে গঠিত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচি অনুযায়ী পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়ন কার্যক্রম সমূহের বিস্তারিত অগ্রগতি নিম্ন ছকে প্রদান করা হলো :

২.২৪ জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত কর্মসূচীর কর্মপরিকল্পনা

ক্রমিক নং	গৃহীত কর্মসূচী	বাস্তবায়নের স্থান	বাস্তবায়নের সময়কাল	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১.	১৫ আগস্টের শোকাবহ ঘটনার স্মৃতিচারণ উপলক্ষে আলোচনাসভা	সদরদপ্তর/সকলবিভাগ /মহানগর/অঞ্চল/ গবেষণাগার ও জেলা কার্যালয়সমুহের নিজ নিজ অফিস ভবন	১৫ আগস্ট ২০২০	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫ তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে ১৫ আগস্ট ২০২০ তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তরের অডিটরিয়ামে আলোচনাসভা ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী ও সচিব মহোদয় উপস্থিত ছিলেন।
২.	জাতীয় কর্মসূচী অনুসরণ করে সারাদেশে ১৫ আগস্টের কর্মসূচী বাস্তবায়ন	সদরদপ্তর/সকল বিভাগ/মহানগর/অঞ্চল / গবেষণাগার ও জেলা কার্যালয় সমূহের নিজ নিজ অফিস ভবন	আগস্ট ২০২০ মাসব্যাপী	পরিবেশ অধিদপ্তর সদর দপ্তরসহ সকল কার্যালয়ে ১৫ আগস্টের শোকব্যানার প্রদর্শন করা হয়েছে এবং জেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বিত সকল কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা হয়েছে।
৩.	বঙ্গবন্ধুর পরিবেশ ভাবনা	সদরদপ্তর কেন্দ্রীয় ভাবে মন্ত্রণালয়ের সাথে এবং অন্যান্য কার্যালয় সমূহ বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে	মে-জুন ২০২০	

২.২৫ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচীর কর্মপরিকল্পনা:

ক্রমিক নং	গৃহীত কর্মসূচী	বাস্তবায়নের স্থান	বাস্তবায়নের সময়কাল	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১.	বঙ্গবন্ধুর জীবন ভিত্তিক স্বরচিত লেখনি ও কবিতা ইত্যাদির প্রতিযোগিতা	সদরদপ্তর/সকলবিভাগ /মহানগর/অঞ্চল/ গবেষণাগার ও জেলা কার্যালয়সমূহের নিজ নিজ অফিস ভবন	১৭-৩১ মার্চ ২০২০	কোভিড-১৯ মহামারী পরিস্থিতির কারণে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখ থেকে বন্ধ থাকায় আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। মুজিব বর্ষের কর্মসূচী বাস্তবায়নকাল ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধি করায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলামাত্র প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে।
২.	আলোক সজ্জাকরণ	সদরদপ্তর/সকলবিভাগ /মহানগর/অঞ্চল/ গবেষণাগার ও জেলা কার্যালয়সমূহের নিজ নিজ অফিস ভবন	১৬-১৮ মার্চ ২০২০	১৬-১৮ মার্চ ২০২০, ১৬ ডিসম্বের ২০২০ এবং ১৬-২৭ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তর সদর দপ্তরসহ আওতাধীন সকল কার্যালয়ের ভবন বর্ণিল সাজে আলোকসজ্জিত করা হয়েছে।
৩.	রচনা প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান: ক-গ্রুপ: বঙ্গবন্ধুর শৈশব ও কৈশোর জীবন (৮ম শ্রেণি পর্যন্ত)- ৫০০শব্দ খ-গ্রুপ: বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক ও কর্মময় জীবন (৯ম শ্রেণি থেকে তদুর্ধ্ব)- ১৫০০ শব্দ।	সদরদপ্তর/সকলবিভাগ/ মহানগর/অঞ্চল/ গবেষণাগার ও জেলা কার্যালয়সমূহের নিজ নিজ অফিস ভবন	১৬-১৮ মার্চ ২০২০	

৪.	পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম	স্থানীয় প্রশাসন/স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এর সমন্বয়ে কোন একটি নির্দিষ্ট এলাকায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা	১৮ মার্চ-৩০ জুন ২০২০	মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক পরিবেশ অধিদপ্তরের আঙ্গিনা ও পরিষ্কারকরণ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৫.	বঙ্গবন্ধুর জীবনের উল্লেখযোগ্য দিনগুলোতে বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজন করা	স্থানীয় প্রশাসন/স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এর সমন্বয়ে কোন একটি নির্দিষ্ট এলাকায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা	১৭ মার্চ, ২৬ মার্চ, ১৬ ডিসেম্বর ২০২০ ১০ জানুয়ারি, ৭ মার্চ, ১৭ মার্চ ২০২১	১৭ মার্চ, ১৫ আগস্ট ২০২০ এবং ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তরের অডিটরিয়ামে আলোচনাসভা ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে।
৬.	ক) স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীদের নিয়ে শব্দ, পানি ও বায়ুদূষণ বিরোধী প্রচারণা খ) বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে পরিবেশ অলিম্পিয়াডের আয়োজন	নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	ক) ১৮ মার্চ, ২০২০ হতে ১৬ মার্চ, ২০২১ খ) এপ্রিল-মে ২০২০	পরিবেশ অলিম্পিয়াড কমিটি গঠন করা হয়েছে। হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও পরিবেশ অধিদপ্তর জুম প্ল্যাটফর্মে পরিবেশ অলিম্পিয়াড আয়োজন করেছে। এছাড়া অনলাইনে পরিবেশ অলিম্পিয়াড আয়োজন করা হয়েছে এবং ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে।
৭.	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের বিষয়টি সকল কার্যালয় হতে ফেসবুকে প্রচারণা	সদরদপ্তর/ সকল বিভগ/ মহানগর/অঞ্চল/ গবেষণাগার ও জেলা কার্যালয়	১৭ মার্চ, ২০২০ হতে ১৬ মার্চ, ২০২১	'DoE বঙ্গবন্ধু শতবর্ষ' শিরোনামে ফেসবুক পেইজ খোলা হয়েছে এবং উক্ত পেইজে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের সকল কার্যক্রম প্রচার করা হচ্ছে।
৮.	বিভাগীয়/জেলা শহরে জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ বিষয়ক সচেতনামূলক কর্মসূচীর (যেমন- সেমিনার, ওয়ার্কসপ, রাউন্ডটেবিল) আয়োজন	সদরদপ্তর/সকলবিভাগ/ মহানগর/ অঞ্চল কার্যালয়	১৮ মার্চ, ২০২০ হতে ১৬ মার্চ, ২০২১	কোভিড -১৯ মহামারী পরিস্থিতির কারণে আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। মুজিব বর্ষের কর্মসূচী বাস্তবায়নকাল ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধি করায় পরবর্তীতে আয়োজন করা হবে।

বন অধিদপ্তর

বন অধিদপ্তর

৩.১ পরিচিতি

বন অধিদপ্তর ১৮৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির আগে বাংলাদেশের বনাঞ্চল বেঙ্গল ও আসাম বন বিভাগের নিয়ন্ত্রণে ছিল। প্রথমে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে ছিল এই অধিদপ্তর। ১৯৮৯ সালে এ অধিদপ্তরকে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের (পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়) অধীনে ন্যস্ত করা হয়। বাংলাদেশের আয়তন ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৭০ বর্গ কি.মি. এবং বৃক্ষ আচ্ছাদিত ভূমির পরিমাণ দেশের মোট আয়তনের ২২.৩৭%, সরকার নিয়ন্ত্রিত বনভূমির পরিমাণ প্রায় ২৩ লক্ষ হেক্টর যা দেশের মোট আয়তনের প্রায় ১৫.৫৮%। বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বনভূমির পরিমাণ প্রায় ১৬ লক্ষ হেক্টর যা দেশের আয়তনের প্রায় ১০.৭৪%। ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ুর তারতম্যের কারণে বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের বনাঞ্চল রয়েছে। যেমন-পাহাড়ী বন, প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন, সৃজিত উপকূলীয় বন, শালবন, জলাভূমির বন ইত্যাদি। বন অধিদপ্তর বন ব্যবস্থাপনাসহ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

৩.২ ভিশন

আধুনিক প্রযুক্তি ও সৃজনশীলতার মাধ্যমে বন, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

৩.৩ মিশন

জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে বন সম্প্রসারণ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, দারিদ্র্য বিমোচন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ।

৩.৪ গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি

বনজ সম্পদের সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ :

সংরক্ষিত ও রক্ষিত বনাঞ্চলসমুহের জন্য বিভিন্ন সময়ে ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরি করা হয়ে থাকে এবং বন্যপ্রাণী বনজ সম্পদ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থপনার জন্য তা অনুসরণ করা হয়ে থাকে। এছাড়া সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও উন্নয়নের জন্য প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে।

বনভূমিসহ বনজ সম্পদের ব্যবস্থাপনা :

বন অধিদপ্তর তার নিয়ন্ত্রণাধীন বনভূমি ও বিদ্যমান বনজ সম্পদের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নিয়োজিত। এছাড়া ব্যক্তি মালিকানাধীন ও বিভিন্ন সংস্থার মালিকানাধীন বনজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা কাজে সহায়তা প্রদান করে থাকে।

বন্যপ্রাণি ব্যবস্থাপনা :

দেশের বন্যপ্রাণি সংরক্ষণে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে সরকার সারা দেশে সর্বমোট ৪৫টি সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা করেছে। তার মধ্যে ১৯টি জাতীয় উদ্যান, ২০টি বন্যপ্রাণি অভয়ারণ্য, ০২টি বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা, ০১টি মেরিন প্রোটেকটেড এরিয়া ও ০১টি জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান রয়েছে। তাছাড়া শকুন সংরক্ষনের জন্য ২টি শকুন নিরাপদ এলাকা (ভালচার সেফ জোন) ঘোষণা করা হয়েছে।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও ইকোট্যুরিজম সম্প্রসারণ :

বর্তমানে বিশ্বে প্রকৃতি পর্যটন একটি বিশাল সম্ভাবনার নাম। পৃথিবীর অনেক দেশে প্রকৃতি পর্যটন তাদের দেশীয় উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। সুজলা-সুফলা শষ্য-শ্যামলা এই বাংলাদেশেও রয়েছে প্রকৃতি পর্যটনের অপার সম্ভাবনা। আদিকাল থেকে বহু বিখ্যাত পর্যটক এই প্রকৃতির অপরূপ দৃশ্যে মুগ্ধ হয়ে এদেশে ভ্রমণে এসেছিলেন। এদেশে রয়েছে অসংখ্য পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-বাওর এবং বিশাল সমুদ্র। প্রকৃতি পর্যটনে জনগণের অংশীদারিত্ব থাকে এবং জনগণ প্রকৃতি পর্যটন থেকে উপকৃত হয়।

দেশের প্রাকৃতিক ও আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন :

সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে ক্ষয়িষ্ণু ও বৃক্ষহীন বনভুমি/প্রাকৃতিক ভূমিতে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে তা বৃক্ষাচ্ছাদিত করা হয়। ফলে তা পরিবেশ ও প্রতিবেশের উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন :

সামাজিক বনায়নের নীতিমালা অনুযায়ী ভূমিহীন, দরিদ্র এবং স্থানীয় জনগণকে সামাজিক বনায়নের অংশীদার হিসেবে সম্পৃক্ত করা হয়। তারা সামাজিক বনায়নের লভ্যাংশ পেয়ে থাকে। এছাড়া বাগান সৃজনের পর থেকে ৩ বৎসর কাল পর্যন্ত তারা সেখানে কৃষি ফসলও উৎপাদন করে থাকে। যা তাদের দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা রাখে। নার্সারী সৃজন, প্রান্তিক ও পতিত ভূমিতে বৃক্ষরোপণ করে বনজ সম্পদ সৃষ্টি, মরুময়তা রোধ, ক্ষয়িষ্ণু বনাঞ্চল রক্ষা ও উৎপাদন বৃদ্ধি, পরিবেশ উন্নয়নে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, নারীর ক্ষমতায়ন ও নেতৃত্ব সৃষ্টি এবং সর্বোপরি কর্মসংস্থান ও দারিদ্রতা নিরসনে সামাজিক বনায়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

জনগণের মাঝে স্বল্প কিংবা বিনামূল্যে বিক্রয় ও বিতরণের লক্ষ্যে উন্নতজাতের ও মানের চারা উত্তোলন :

সামাজিক বন বিভাগ গুলিতে Social Forestry Nursery and Training Centre (SFNTC) ও Social Forestry Plantation Centre (SFPC) এর মাধ্যমে প্রতি বছর উন্নত মানের বিভিন্ন প্রজাতির বনজ, ফলদ, ভেষজ/ঔষধী, শোভাবর্ধনকারী ইত্যাদি চারা উৎপাদন করা হয়ে থাকে। এগুলি স্বল্পমূল্যে কিংবা বিনামূল্যে জনগণের মাঝে বিতরণ করা হয়।

বন নির্ভরশীল স্থানীয় জনগণের বিকল্প জীবিকায়ণ :

সামাজিক বনায়নের আওতায় বাগান সৃজনের পর ৩ বৎসর পর্যন্ত অংশীদারগণ কৃষি ফসল উৎপাদন করে থাকে। ফলে জীবিকার জন্য তাদের বন নির্ভরশীলতা কমে। এছাড়া লভ্যাংশ প্রাপ্তির পর তারা ঐ টাকা বিনিয়োগ করে নতুন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে।

বনজদ্রব্য বিক্রয় এবং বিক্রিত বনজদ্রব্যের চলাচল নিয়ন্ত্রণ :

Forest Manual Part-II এর Article ৩১ এর আলোকে বনজদ্রব্য বিক্রয় করা হয় এবং বনজদ্রব্য পরিবহন (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালার আলোকে পার্বত্য জেলা ব্যতীত সমগ্র বাংলাদেশ এবং পাবর্ত্য জেলা বনজদ্রব্য চলাচল বিধিমালা এর আলোকে পাবর্ত্য জেলা সমুহে বনজদ্রব্য চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

বন অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন মহাল ইজারা প্রদান :

বন অধিদপ্তরের কোন বিশেষ এলাকায় যেমন সিলেট বন বিভাগে বাঁশ মহাল, ছন মহাল, জলমহাল সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী তালিকাভূক্ত বিভিন্ন মহালদারদের নিকট ইজারা প্রদান করা হয়ে থাকে এবং এতে সরকারে প্রচুর রাজস্ব আয় হয়ে থাকে।

ব্যক্তি মালিকাধীন বনজ সম্পদের পারমিট প্রদান :

বনজদ্রব্য চলাচল বিধিমালা এবং পাবর্ত্য জেলা বনজদ্রব্য চলাচল বিধিমালা অনুসরণ করে ব্যক্তি মালিকানাধীন পারমিট ইস্যু করা হয়।

সংরক্ষিত বনাঞ্চলে ইকোট্যুরিজম এবং পর্যটনের অনুমতি প্রদান :

বর্তমানে বিশ্বে প্রকৃতি পর্যটন একটি বিশাল সম্ভাবনার নাম। পৃথিবীর অনেক দেশে প্রকৃতি পর্যটন তাদের দেশীয় উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। সুজলা-সুফলা শষ্য-শ্যামলা এই বাংলাদেশেও রয়েছে প্রকৃতি পর্যটনের অপার সম্ভাবনা। আদিকাল থেকে বহু বিখ্যাত পর্যটক এই প্রকৃতির অপরূপ দৃশ্য মুগ্ধ হয়ে এদেশে ভ্রমণে এসেছিলেন। এদেশে রয়েছে অসংখ্য পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-বাওর এবং বিশাল সমুদ্র। প্রকৃতি পর্যটনে জনগণের অংশীদারিত্ব থাকে এবং জনগণ প্রকৃতি পর্যটন থেকে উপকৃত হয়।

শিল্প প্রতিষ্ঠানে বনজ সম্পদ সরবরাহ :

সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন এবং বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্টীজ কর্পোরেশন (কর্ণফুলী পেপার মিলস লিঃ)-কে শিল্পের কাঁচামাল অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

সংরক্ষিত বনাঞ্চলে গবেষণার অনুমতি প্রদান :

বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা/গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে বন অধিদপ্তরের আওতাধীন সংরক্ষরিত বনাঞ্চলে গবেষণার অনুমতি বন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদান করা হয়ে থাকে।

চিত্র ৩.১ : বন জরিপ ও বন পরিবীক্ষণ।

বন জরিপ ও বন পরিবীক্ষণ (Forest Survey and Monitoring) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রণালয়ের আর্থিক এবং জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষিসংস্থা এর কারিগরি সহায়তায় বন অধিদপ্তর 'বৃক্ষ ও বন জরিপ' প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। প্রকল্পটি ২০১৫-২০১৯ মেয়াদে "বৃক্ষ ও বন জরিপ" বাস্তবায়ন করেছে। পূর্বে পরিচালিত বন জরিপের সকল নকশা এবং মূল বন খাতের অংশীজনদের সাথে পর্যালোচনা করে এ বারের বৃক্ষ ও বন এবং আর্থসামাজিক জরিপ পরিচালনা হয়েছে। দেশব্যাপী বৃক্ষ ও বন জরিপ পরিচালনা করার জন্য পাঁচটি জোন বিবেচনায় নেয়া হয়েছে, যা শাল, পাহাড়ী, সুন্দরবন, উপকূলীয় এবং গ্রামীণ জোনের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। সকল জোনের বৃক্ষ ও বন জরিপের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

বন ও বন্যপ্রাণি অপরাধ দমন:

বন্যপ্রাণি অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে বন অধিদপ্তরের বন্যপ্রাণি অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ইউনিট গঠন করা হয়েছে। ঢাকায় একটি কেন্দ্রীয় বন্যপ্রাণি অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ইউনিটসহ মাঠ পর্যায়ে মোট চারটি বন্যপ্রাণি অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ইউনিট গঠন করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে ইউনিটগুলো হলো চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী এবং সিলেট। ২০১২ সালে ইউনিট সমূহ প্রতিষ্ঠার পর থেকে বন অধিদপ্তর সফলতা পেয়ে আসছে। সারা দেশে ইউনিট গুলো বিভিন্ন অভিযান পরিচালনা করে দেশে বন্যপ্রাণি সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বন্যপ্রাণি অপরাধ দমন ইউনিট, ঢাকা মেট্রোপলিটন কর্তৃক ২০১৮-১৯ আর্থিক সনে বিভিন্ন অভিযান পরিচালনার মাধ্যেমে ২৩৮০টি বন্যপ্রাণি উদ্ধার করা হয়, যা পরবর্তীতে প্রাকৃতিক পরিবেশে অবমুক্ত করা হয়।

সহব্যবস্থাপনা কার্যক্রম:

২০০৩ সালে বাংলাদেশ সরকারের বনবিভাগ পাঁচটি রক্ষিত এলাকায় আটটি সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ করে। এর ধারাবাহিকতায়, ২০১৫ পর্যন্ত বনবিভাগ নিসর্গ সহায়তা প্রকল্প (NSP, ২০০৩-২০০৮), সমন্বিত রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (IPAC, ২০০৮-২০১৩) এবং ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইকোসিস্টেমস্ এন্ড লাইভলি হুডস্ প্রকল্প (CREL, ২০১৩-২০১৮) এর মাধ্যমে ২২টি রক্ষিত এলাকায় ২৮টি সহ- কমিটি গঠণ করেছে। কিন্তু আর্থিক প্রতিবন্ধকতা, স্থানীয় প্রভাবশালী ও রাজনীতিবিদদের প্রভাব, প্রকল্প নির্ভরতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর দূর্বলতার কারণে সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম এখনও আশানুরূপ ভূমিকা রাখতে পারেনি। সরকার ইতোমধ্যে রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১৭ অনুমোদন এবং সহ-ব্যবস্থাপনার একটি পূর্নাঙ্গ রূপরেখা প্রনয়ন করেছে, যার সফল বাস্তবায়নে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর জীবন-মানের উন্নয়ন হবে। বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে চলমান টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্প (২০১৯-২০২৩) এর আওতায় সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম শক্তিশালী করণ ও নুতন রক্ষিত এলাকায় সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

৩.৫ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাস্তবায়িত কর্মসূচির সচিত্র বিবরণ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর স্মরণে সারাদেশে বিনামূল্যে এক কোটি চারা বিতরণ কার্যক্রম :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে সারাদেশে এক কোটি চারা বিতরণ ও রোপণ কার্যক্রমটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক গত ১৬ জুলাই, ২০২০ খ্রিঃ তারিখে শুভ উদ্বোধন করা হয় (মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনের ছবি সংযুক্ত)। এ উপলক্ষে জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন এম.পি. মাননীয় মন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৫ জুলাই, ২০২০ খ্রিঃ তারিখে ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলন করা হয়। এছাড়া মাননীয় মন্ত্রী পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক মাননীয় সকল সংসদ সদস্যকে আধাসরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। সম্মানিত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সকল জেলা প্রশাসক বরাবরেও আধাসরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন ও ব্যাপক প্রচারের লক্ষে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও ভার্চুয়াল মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা করা হয়। কর্মসূচিটি ১৬ জুলাই,২০২০ খ্রিঃ হতে ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত চলমান ছিল। এলাকাভিত্তিক চাহিদা অনুযায়ী দেশীয় প্রজাতি নির্বাচন করে ৫০% এর অধিক ফলের চারাসহ ফলদ, বনজ ও ভেষজ প্রজাতির ১ কোটি চারা প্রতি উপজেলায় ২০,৩২৫ টি করে ৩৭৫৯৮ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের মাঝে বিতরণ করা হয়। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রোপণকৃত ১ কোটি চারা গাছ থেকে পরবর্তী সুফল পাওয়ার জন্য মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করণার্থে মাঠ পর্যায়ে বন বিভাগ কর্তৃক ডাটাবেজ সংরক্ষণ করা হচ্ছে। উপজেলা বন উন্নয়ন কমিটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে বন বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের কারিগরি সহায়তায় এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার বরাদ্দ প্রাপ্ত জনগন/প্রতিষ্ঠান এর নিজ উদ্যোগে ও খরচে গাছসমূহ রোপণ ও পরিচর্যার কাজ চলছে।

ফেসবুকের মাধ্যমে প্রচার-প্রচারণার লক্ষ্যে ফেসবুক পেইজ কার্যকরকরণ :

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে "মুজিব বর্ষ ও বন অধিদপ্তর" শীর্ষক পৃথক Facebook Page খোলা হয়েছে। যার মাধ্যমে মুজিববর্ষ সম্পর্কিত কার্যক্রমের প্রচার প্রচারণা চালানো হচ্ছে।

চিত্র ৩.২ : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে সারাদেশে এক কোটি বৃক্ষের চারা রোপণ কর্মসূচির উদবোধন করেন।

কুমির ও কচ্ছপ প্রজাতির বাচ্চা প্রকৃতিতে অবমুক্তকরণ :

জনাব জিয়াউল হাসান, এনডিসি, মাননীয় সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় মহোদয় গত ১৫/১১/২০২০ খ্রি: এবং ড.বিল্লাল হোসেন, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় মহোদয় গত ২০/১২/২০২০ খ্রি: তারিখ ৩টি করে কুমির প্রজাতির বাচ্চা প্রকৃতিতে (সুন্দরবন) অবমুক্ত করেন। এছাড়া সুন্দরবনের করমজল বন্যপ্রাণী প্রজনন কেন্দ্র থেকে ১০ টি কচ্ছপ সুন্দরবনের নদীতে অবমুক্ত করা হয়।

উদ্ধারকৃত পাখি প্রকৃতিতে অবমুক্তকরণ :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৭ মার্চ, ২০২১ খ্রিঃ তারিখে বন অধিদপ্তরের বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট কর্তৃক উদ্ধারকৃত ১০০টি পাখি প্রকৃতিতে অবমুক্ত করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ছবি/উক্তি/লেখা সম্বলিত কর্ণার স্থাপন :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে বন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের ২য় তলায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ছবি/উক্তি/লেখা সম্বলিত কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে। প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর গত ১৭ ই মার্চ, ২০২১ খ্রিঃ তারিখ উদ্বোধন করেন।

চিত্র ৩.৩ : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকায় মুজিব কর্ণার স্থাপন।

পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয়/বিভাগীয়/জেলা কার্যালয়সহ বন অধিদপ্তরের অন্যান্য দপ্তর/বিভাগ সমূহ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

পার্ক, উদ্যানসমূহে বিনামূলে প্রবেশ :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে গত ১৭ মার্চ, ২০২১ খ্রিঃ তারিখ ১ দিনের জন্য বন অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সাফারী পার্ক, ইকোপার্ক, জাতীয় উদ্যান ও টুরিস্ট স্পটসমূহে দর্শনার্থীদের বিনামূলে প্রবেশের সুযোগ প্রদান করা হয়।

৩.৬ প্রশাসনিক

৩.৬.১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে) :

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ
মন্ত্রণালয়			
অধিদপ্তর/সংস্থা সমূহ/ সংযুক্ত অফিস	১০,৪৯২ (সৃজিত ১১৫টি আউট সোর্সিং পদসহ)	৭,০৩৯ (১১৫টি আউট সোর্সিং পদসহ)	৩,৪৫৩
মোট পদ সংখ্যা	১০,৪৯২ (সৃজিত ১১৫টি আউট সোর্সিং পদসহ)	৭,০৩৯ (১১৫টি আউট সোর্সিং পদসহ)	৩,৪৫৩

বন অধিদপ্তরের কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯ অনুযায়ী আউট সোর্সিং পদ ঘোষিত হওয়ায় আউট সোর্সিংযোগ্য বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৫১৬টি পদের বিপরীতে সেবা গ্রহণ করা হচ্ছে।

৩.৬.২ শূন্য পদের বিন্যাস :

যুগ্ম সচিব/ তদূর্ধ পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ (যেমন ডিসি, এস, পি)	অন্যান্য ১ম শ্রেণীর পদ	২য় শ্রেণীর পদ	৩য় শ্রেণীর পদ	৪র্থ শ্রেণীর পদ	আউট সোর্সিং পদ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৫	৮	১১১	৪০২	২১৬৫	৭৬২	০	৩৪৫৩

৩.৬.৩ অতীব গুরুত্বপূর্ণ (Strategic) পদ শূন্য থাকলে তার তালিকা :

১। প্রধান বন সংরক্ষক - ০১ টি (০১টি পদ চলতি দায়িত্বে পূরণকৃত)
২। উপ-প্রধান বন সংরক্ষক - ০৪ টি (০৪টি পদ চলতি দায়িত্বে পূরণকৃত)
৩। উপ-বন সংরক্ষক - ০৮ টি (০৮টি পদ চলতি দায়িত্বে পূরণকৃত)
৪। সহকারী বন সংরক্ষক - ৬৮ টি

৩.৬.৪ নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান :

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
নিয়োগ	নিয়োগ	নিয়োগ	নিয়োগ	নিয়োগ	নিয়োগ	
৩৬	-	৩৬	২৬	২১	৫৭	

৩.৭ অডিট আপত্তি

৩.৭.১ অডিট আপত্তি (অনুন্নয়নখাত) অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (১লা জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পযন্ত) :

(টাকার অংক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে)

ক্রমিক	মন্ত্রনালয়/ বিভাগ সমুহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	বন অধিদপ্তর	প্রাঃ(৮৮১)	৩৫৭.২৬	৫৫	৫১৭	১৪৪.৯৪	৪৩৯	২৫৯.২৬
		নতুন(৭৫)	৪৬.৫৮					
	সর্বমোট =	**৯৫৬**	**৪০৪.২০**				**৪৩৯**	**২৫৯.২৬**

৩.৭.২ বন অধিদপ্তরের পরিচালন ব্যয় খাতের অডিট আপত্তির রিপোর্ট (২০২০-২০২১)

মাসের নাম	অডিট আপত্তির সংখ্যা	টাকার পরিমান (কোটি টাকায়)	নতুন অডিট আপত্তির সংখ্যা	টাকার পরিমান (কোটি টাকায়)	ব্রডশীটে জবাবের সংখ্যা	গুরতর	সাধারণ	মোট নিষ্পত্তির সংখ্যা	টাকার পরিমান (কোটি টাকায়)	অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা
জুলাই/২০	৮৮১	৩৫৭.৬২	০	০.০০	২	০	০	০	০.০০	৮৮১
আগস্ট/২০	৮৮১	৩৫৭.৬২	০	০.০০	০	০	০	০	০.০০	৮৮১
সেপ্টেম্বর/২০	৮৮১	৩৫৭.৬২	০	০.০০	১	০	৪৯৪	৪৯৪	১১৫.১৯	৩৮৭
অক্টোবর/২০	৪০৪	২৪৭.২৬	১৭	৪.৮৩	৬	৪	৩	৭	১.২৮	৩৯৭
নভেম্বর/২০	৪০৯	২৫৯.৫৭	১২	১৩.৫৯	০	০	১	১	০.১০	৪০৮
ডিসেম্বর/২০	৪০৮	২৫৯.৪৭	০	০.০০	০	৪	১	৫	০.১৯	৪০৩
জানুয়ারি/২১	৪৩৪	২৬৮.৪৯	৩১	৯.২১	৩১	১	৭	৮	০.৬৫	৪২৬
ফেব্রুয়ারি/২১	৪৩১	২৮৬.৪৭	৫	১৮.৬৩	৫	০	০	০	০.০০	৪৩১
মার্চ/২১	৪৩৭	২৮৬.৬৪	৬	০.১৭	৬	০	০	০	০.০০	৪৩৭
এপ্রিল/২১	৪৪১	২৮৬.৭৯	৪	০.১৫	৪	০	২	২	২৭.৫৩	৪৩৯
মে/২১	৪৩৯	২৫৯.২৬	০	০.০০	০	০	০	০	০.০০	৪৩৯
জুন/২১	৪৩৯	২৫৯.২৬	০	০.০০	০	০	০	০	০.০০	৪৩৯
		মোটঃ	**৭৫**	**৪৬.৫৮**	**৫৫**	**৯**	**৫০৮**	**৫১৭**	**১৪৪.৯৪**	

কৃষি ও পরিবেশ অডিট অধিদপ্তরের পত্র নং-ডিজি/কৃষি ও পরিবেশ অঃঅঃ/প্রশা/অঃআঃনিঃকঃ (১৯৭২-২০১০)/২০১৯-২০/১৮/৮৪(৪) তাং-১৭/৬/২০২০ খ্রিঃ মূলে ১৯৭১-৭২ অথ বছর থেকে ২০০৯-১০ পযন্ত ৪৯৪টি সাধারণ আপত্তি নিষ্পত্তি হিসেবে গন্য করা হয়েছে।

৩.৭৩ অডিট রির্পোটে গুরুতর/বড় রকমের কোন জালিয়াতি/অর্থ আত্মসাৎ, অনিয়ম ধরা পড়ে থাকলে সে সব কেসসমূহের তালিকা- প্রযোজ্য নয়।

৩.৮ অডিট আপত্তি (উন্নয়ন প্রকল্পের)

৩.৮.১ অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত)

(টাকার অংক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে)

ক্রমিক	মন্ত্রনালয়/ বিভাগ সমুহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	বন অধিদপ্তর	৩৫৪	৩৯.৮০	৩৩০	২৮৩	২৯.৪৭	৭১	১০.৩৩

৩.৯ শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগএবং অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০২০-২১) মন্ত্রণালয়/ অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরেনিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দন্ড	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬
৩০৭	৩	২৭	৬২	৯২	২১৫

৩.১০ সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত)

সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
১৮৯২	১১	নাই	১৯০৩	৮৯১

৩.১১ মানবসম্পদ উন্নয়ন

৩.১১.১ দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (১ জুলাই, ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত) : উল্লেখিত সময়ে ৬০টি ব্যাচে ৯৬৭জন কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

৩.১১.২ বন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে (২০২০-২০২১) কোন ইন হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকলে তার বর্ণনা :
২০২১ কোভিড-১৯ এর কারনে ইনহাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা যায়নি।

৩.১১.৩ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণ বা মনোনয়নের ক্ষেত্রে বড় কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনা :
প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণ বা মনোনয়নের ক্ষেত্রে বড় কোন সমস্যা নাই।

৩.১১.৪ অন দ্যা জব ট্রেনিং :
ফরেস্ট্রি সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট, সিলেট/রাজশাহীতে বন অধিদপ্তরে কর্মরত ফরেস্টারগণ ২ বছর মেয়াদী ডিপোমা ইন ফরেস্ট্রি (ইন-সার্ভিস) কোর্স প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকেন। বর্তমানে প্রশিক্ষণ উপযোগী ফরেস্টার না থাকায় উক্ত প্রতিষ্ঠান ২টিতে উক্ত সিলেবাস কোর্স চলমান নেই। কিন্তু ইন-হাউস প্রশিক্ষণ চলমান আছে।

৩.১১.৫ প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছর (১জুলাই/২০২০ থেকে ৩০জুন/২০২১পর্যন্ত) :
প্রতিবেদনাধীন সময়ে করোনা মহামারীর কারনে কোন বৈদেশিক/প্রশিক্ষণ/সভা/ওয়ার্কসপ/এক্সপোজার ভিজিট/স্টাডি ভিজিটে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন নি।

৩.১১.৬ সেমিনার/ওয়ার্কসপ সংক্রান্ত তথ্য (১জুলাই/২০২০ থেকে ৩০জুন/২০২১ পর্যন্ত) :

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কসপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কসপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
২৫-৫-২০২১; ৩-৬-২০২১ এবং ৮-৬-২০২১তারিখে বন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তার অংশগ্রহণে উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২০২১ বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে উদ্ভাবন ও সেবা সহজীকরণ শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	৪০ জন
২৯ জুন/২০২১ তারিখে ভার্চ্যুাল পাটফর্মে মাঠ পর্যায়ে এসডিজি বাস্তবায়নে বন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি শীর্ষক ওয়ার্কসপ অনুষ্ঠিত হযেছে।	১৩৬ জন
Lmov BCCSAP চুড়ান্তকরণের নিমিত্তে কর্মশালা	২০ জন
The Mujib Climate Prosperity Plan চুড়ান্ত করণের নিমিত্তে কর্মশালা	১৮ জন
বন অধিদপ্তরের প্রস্তাবিত সাংগঠিনিক কাঠামোতে টিওএন্ডই চুড়ান্তকরণ শীর্ষক কর্মশালা।	১২ জন
খসড়া বন আইন ২০১৯ এর উপর বন অধিদপ্তরের মতামত চুড়ান্তকরণ শীর্ষক কর্মশালা।	২৬ জন
Consultation Workshop on Generating Sharing and Reporting Data for SDG ১৫ শীর্ষক কর্মশালা।	৫০ জন
বন ভুমি মালিকানা সংরক্ষনে সঠিকভাবে বনভুমি রেকর্ডভূক্তির বিষয়ে করণীয় শীর্ষক কর্মশালা।	৩৬ জন

৩.১২ সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের লভ্যাংশ/মুনাফা/আদায়কৃত রাজস্ব থেকে সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ

(টাকার অংকসমূহ কোটি টাকায়)

		২০১৯-২০		২০২০-২১		হ্রাস(-)/বৃদ্ধি(+) হার	
		লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন
১		২	৩	৪	৫	৬	৭
রাজস্ব আয়	ট্যাক্স রেভিনিউ	-	-	-	-	-	-
	নন-ট্যাক্স রেভিনিউ	১১৮.৮৯	৮০২৪	৯৩৮৫	৮৭৫১	(+)	(-)
উদ্বৃত্ত (ব্যবসায়িক আয় থেকে)		-	-	-	-	-	-
লভ্যাংশ হিসাব		-	-	-	-	-	-

৩.১৩ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি/আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন/সমস্যা-সঙ্কট

ক্র ঃ নং	বিষয়	আইন ও বিধিমালার নাম
০১	২০২০-২১ অর্থ বছরে অনুমোদিত বিধিমালা	১। বন্যপ্রাণি অপরাধ উদ্‌ঘাটনে (তথ্য প্রদানকারী) পুরস্কার প্রদান বিধিমালা, ২০২০। ২। বন্যপ্রাণি দ্বারা আক্রান্ত জানমালের ক্ষতিপূরণ বিধিমালা ২০২১।
০২	২০২০-২১ অর্থ বছওে অনুমোদনের জন্য যে সকল আইন ও বিধিমালা মন্ত্রনালয়ে প্রণ করা হয়েছে।	১। বন আইন, ২০২১। ২। আটিয়া বন (সংরক্ষণ) আইন, ২০২১। ৩। করাত-কল (লাইসেন্স) বিধিমালা, ২০১২ এর সংশোধন প্রস্তাব। ৪। রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১৭ সংশোধন প্রস্তাব।

৩.১৪ উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত (বাস্তবায়ন পরিবক্ষীণ ও মূল্যায়ন বিভাগের জন্য)

৩.১৪.১ উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত) :

(কোটি টাকায়)

প্রতিবেদনাধীন বছরে মোট প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে এডিপিতে মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	প্রতিবেদনাধীন বছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হারা	প্রতিবেদনাধীন বছরে মন্ত্রণালয়ে এডিপি রিভিউ সভার সংখ্যা
১	২	৩	৪
২২টি	৩৮৩০৮.০০	৩৩৬১৬.২৪৪ ৮৭.৭৫%	১১টি

৩.১৪.২ প্রকল্পের অবস্থা (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত) :

শুরু করা নতুন প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা	প্রতিবেদনাধীন বছরে উদ্বোধনকৃত সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা	প্রতিবেদনাধীন বছরে চলমান প্রকল্পের কম্পোনেন্ট হিসাবে সমাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো
১	২	৩	৪
১) সুন্দরবন পরিবেশবান্ধব পর্যটন (ইকোট্যুরিজম) সুবিধা সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন (জানুয়ারী ২০২০ হইতে ডিসেম্বর ২০২২)	১) বাংলাদেশের পাঁচটি উপকূলীয় জেলায় বনায়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৫ হতে ডিসেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত)		
২) চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-ব্রিজিং (সিডিএসপি-বি) (বন অধিদপ্তর অঙ্গ) (সিডিএসপি-অতিরিক্ত অর্থায়ন) (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩)	২) বৃহত্তর রংপুর জেলার সামাজিক বনায়নের টেকসই উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২১)		
৩) ফিজিবিলিটি স্টাডি অব ট্রান্সবাউন্ডারী ওয়াইল্ডলাইফ করিডোর ইন চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এন্ড কক্সবাজার উইথ মায়ানমার এন্ড ইন্ডিয়া। (জুলাই ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২১)	৩) প্রতিবেশ উন্নয়ন ও পাল্পউড উৎপাদনের লক্ষ্যে কাপ্তাই পাল্পউড বাগান বিভাগের অধিক্ষেত্রে দেশীয় প্রজাতির স্বল্প মেয়াদী বাগান সৃজন প্রকল্প (জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১)		
৪) প্রিপারেশন অব মাস্টার প্যান এ্যান্ড ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর এস্টাবিশমেন্ট অব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, মৌলভীবাজার। (জুলাই ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২১)	৪) ইন্টিগ্রেটিং কমিউনিটি বেইজড এ্যাডাপটেশন ইন টু এ্যাফোরেস্টেশন এন্ড রিফোরেস্টেশন প্রোগ্রাম ইন বাংলাদেশ (জুলাই ২০১৬ হতে মার্চ ২০২১)		
৫) ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর ইনস্টলিং এন্ড অপারেটিং ক্যাবল কার এন্ড প্রিপারেশন অব মাস্টার প্যান ফর মাধবকুন্ড ইকো-পার্ক। (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২২)	প্রতিবেদনাধীন বছরে সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা		

৩.১৫ অবকাঠামো উন্নয়ন

অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি ও বাস্তবায়ন স্ত্রগতির বিবরণ, সংশ্লিষ্ট অর্থ-বছরে (২০২০-২১) বরাদ্দকৃত অর্থ, ব্যয়িত অর্থ, সংশ্লিষ্ট অর্থ-বছরে (২০২০-২১) লক্ষ্যমাত্রা এবং লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত অগ্রগতি)

অর্থনৈতিক কোড	খাতের বিবরণ পরিচাল ব্যয় খাতে	বরাদ্দকৃত অর্থ লক্ষমাত্রা	ব্যয়িত অর্থ	অগ্রগতি
৩২৫৮১০৭	অফিস ভবন	৪.৬৫	৪.৬৫	জুন ২০২১
৩২৫৮১০৬	বাস ভবন	৪.৫৫	৪.৫৫	জুন ২০২১
	মোট =	**৯.২০**	**৯.২০**	

৩.১৬ বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি

সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত রাস্ট্র হিসেবে বিনির্মাণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং সুশাসন সুসংহতকরণে সচেষ্ট। সে লক্ষ্য বাস্তবায়নে একটি কার্যকর, দক্ষ এবং গতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থা একান্ত অপরিহার্য মর্মে সরকার মনে করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ৪৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু হয়েছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ৪৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের সঙ্গে বার্ষিক কর্মসংস্থান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়/বিভাগ, আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার পাশাপাশি বিভাগীয়/আঞ্চলিক ও জেলা পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের সঙ্গেও বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ৫১ টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ, আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা এবং জেলা পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের পাশাপাশি উপজেলা পর্যায়ের কার্যালয়সমূহ পর্যন্ত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বন অধিদপ্তর ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর থেকে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন, প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধ এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাকল্পে বন অধিদপ্তর কর্তৃক ১৫,৭০১ হেক্টর বক বাগান, ১০,৪৭০ হেক্টর ম্যানগ্রোভ বাগান এবং ১৮২০.৪০ কিলোমিটার স্ট্রীপ বাগান সৃজন করা হয়েছে। এছাড়াও সামাজিক বনায়নে সম্পৃক্ত উপকারভোগীসহ ভূমি মালিক সংস্থা এবং ইউনিয়ন পরিষদকে ৪৪ কোটি ৪৮ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা লভ্যাংশ বিতরণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট

www.bcct.gov.bd

৪.১ ভূমিকা

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবের নির্দোষ শিকার। একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, এদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে চরম বিপন্ন। বাংলাদেশের নিম্নাঞ্চল পৃথিবীর বৃহত্তম নদীর মোহনায় অবস্থিত হওয়ায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত হওয়ার প্রবণতা বেশি। অধিকন্তু, এই ভূ-খন্ড এশিয়ার বৃষ্টিবহুল এলাকা দ্বারাও পরিবেষ্টিত। এ দেশের ৬০ শতাংশ ভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে মাত্র ৫ মিটার উচ্চতায়। HCCPR (Headley Center for Climate Prediction and Research) এর প্রাক্কলন অনুযায়ী বাংলাদেশে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ২০৮০ সাল নাগাদ ৪০ সেন্টিমিটার (১৫ ইঞ্চি) বৃদ্ধিপাবে (Streatfield,২০১৮)। জার্মান ভিত্তিক গবেষণা সংস্থা 'জার্মান ওয়াচ' এর সর্বশেষ (২০২০) গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটতে পারে এমন দেশ গুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৭ম।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টিকে দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। যার ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ২০০৯-১০ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ড গঠন করা হয়। এই তহবিল সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০ বলবৎ করা হয়। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট (BCCT),জলবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় BCCSAP-২০০৯ এর বিভিন্ন থিমেটিক এরিয়া অনুযায়ী প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সহায়তা করার মাধ্যমে নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০ এর বিধান অনুযায়ী পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে ১১ জন মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, অর্থ সচিব, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, পরিকল্পনা কমিশনের একজন সদস্য ও সিভিল সোসাইটির দুই জন বিশেষজ্ঞসহ মোট ১৭ জন সদস্য নিয়ে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়েছে। উক্ত বোর্ডকে সহায়তা করার জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্বে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে। বস্তুত: তাদের সুযোগ্য নেতৃত্বে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিলের সার্বিক কর্মকান্ডে যথেষ্ট গতিশীলতা এসেছে এবং প্রকল্পের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অভিযোজন কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক অভিঘাত মোকাবিলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের গৃহীত এ উদ্যোগ দেশে বিদেশে ব্যাপক ভাবে সমাদৃত হয়েছে। এছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ড গঠন ও জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ক্ষতিকারক প্রভাব মোকাবিলায় দৃঢ় নেতৃত্বের জন্য ২০১৫ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পরিবেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ পদক "Champions of the Earth" পদকে ভূষিত হয়েছে।

৪.২ পরিচিতি

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন-১০ এর ধারা ৩ মোতাবেক ২৪ জানুয়ারি, ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট (বিসিসিটি) গঠন করা হয়েছে। ইতোপূর্বে গঠিত ক্লাইমেট চেঞ্জ ইউনিট এর জনবল সহ সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি উক্ত ট্রাস্টে স্থানান্তর করা হয়েছে। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০ এর আওতায় গঠিত জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টি বোর্ড এবং কারিগরি কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালনসহ এ ট্রাস্ট ফান্ডের অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদন করে আসছে। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার একজন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ট্রাস্টের সার্বক্ষণিক মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

৪.৩ ভিশন

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় সক্ষম বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

৪.৪ মিশন

- জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক অভিঘাত মোকাবিলায় বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা, ২০০৯ অনুসারে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।
- জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে মানুষ, জীববৈচিত্র্য ও প্রকৃতির উপর বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় অভিযোজন, প্রশমন, প্রযুক্তি উন্নয়ন ও হস্তান্তর, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অর্থায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা বা করার পক্ষে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।
- কার্বন নি:সরণের মান কমানোর লক্ষ্যে পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ।

৪.৫ কার্যাবলি

- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ ও ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলের জনসাধারণের বা জনগোষ্ঠীর খাপ খাওয়ানোর সক্ষমতা বৃদ্ধি, জীবন-জীবিকার মানোন্নয়ন ও দীর্ঘ মেয়াদি ঝুঁকি মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা।
- জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে মানুষ, জীববৈচিত্র্য ও প্রকৃতির উপর বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় অভিযোজন, প্রশমন, প্রযুক্তি উন্নয়ন ও হস্তান্তর, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অর্থের ব্যবস্থা গ্রহণ করার বা করার পক্ষে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৪.৬ বিসিসিটি'র উদ্দেশ্য

- সরকারের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেটের বাইরে বিশেষ ক্ষেত্র হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি মোকাবিলায় এ ট্রাস্ট তহবিল ব্যবহার;
- জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপযুক্ত কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় তৃণমূল পর্যায়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রকল্প বা কর্মসূচি গ্রহণ;
- জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় অভিযোজন (Adaptation), প্রশমন, (Mitigation), প্রযুক্তি হস্তান্তর (Technology Transfer), এবং অর্থ বিনিয়োগ (Finance & Investment) এর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক গবেষণা এবং গবেষণালব্ধ ফলাফলের আলোকে উপযুক্ত বিস্তারসহ পাইলট কর্মসূচিস্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো এবং ক্ষতিগ্রস্থতা মোকাবেলার জন্য বিভিন্ন মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ এবং এর ভিত্তিতে কর্মসূচি বা প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট সম্ভাব্য পরিবেশ বিপর্যয় সম্পর্কে জন সচেতনতা সৃষ্টি ও বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক বা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে উপযুক্ত কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট যে কোন প্রাকৃতিক দূর্যোগ পরবর্তী জরুরী কার্যক্রমে সহায়তা করা।

৪.৭ ট্রাস্টের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের সার্বিক ব্যবস্থাপনা;
- জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ট্রাস্টি বোর্ড এবং কারিগরি কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে প্রাপ্ত প্রকল্পসমুহ কারিগরি কমিটিতে উপস্থাপন এবং কারিগরি কমিটি কর্তৃক সুপারিশ কৃত প্রকল্প প্রস্তাব সমুহ ট্রাস্টি বোর্ডের সভায় উপস্থাপন;
- ট্রাস্টি বোর্ড এর সিদ্ধান্তসমুহ বাস্তবায়ন করা;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ফোকাল পয়েন্টদের সাথে সমন্বয় সাধন;
- জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত সুবিধাভোগী, সিভিল সোসাইটি, এনজিও, প্রাইভেট সেক্টর এবং আর্ন্তজাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন;
- বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের পরিবীক্ষন ও মূল্যায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৪.৮ বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের অর্গানোগ্রাম এবং লোকবলের বিবরণ

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০ অনুযায়ী বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট পরিচালনার জন্য অতিরিক্ত সচিব পদ মর্যাদার একজন ব্যবস্থাপনা পরিচালক রয়েছেন এবং তিনি ট্রাস্টের সার্বক্ষণিক মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োজিত আছেন। এছাড়াও যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, একজন সচিব ও ২ (দুই) জন পরিচালক রয়েছেন। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের অর্গানোগ্রামে মোট ৮২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংস্থান রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারী পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

সারণি ৪.১ : বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের জনবল

ক্রমিক	গ্রেড	অনুমোদিত পদ	কর্মরত পদ	শূন্যপদ
১	গ্রেড ২ হতে ৯	২৫	১৬	০৯
২	গ্রেড ১০	০৩	০১	০২
৩	গ্রেড ১১ হতে ১৬	২৯	২০	০৯
৪	গ্রেড ১৭ হতে ২০	২৫	২১	০৪
	মোট =	৮২	৫৮	২৪

৪.৯ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা

সংস্থার স্থর	অনুমোদিত পদ	পূরণ কৃত পদ	শূন্য পদ	বছর ভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য*
১	২	৩	৪	৫	৬
মন্ত্রণালয়					
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট (মোট পদ সংখ্যা)	৮২	৫৮	২৪	-	বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের থোক বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা ট্রাস্ট পরিচালনা ব্যয় নির্বাহ করা হয়।
মোট =	**৮২**	**৫৮**	**২৪**	-	

৪.১০ শূন্যপদের বিন্যাস

অতিরিক্ত সচিব/তদূর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
-	-	০৯	০২	০৯	০৪	২৫

৪.১১ শূন্যপদের বিন্যাস

শূন্যপদ পূরণে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনা: গত ০৪/০৪/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ট্রাস্টি বোর্ড এর ৫০তম সভায় ট্রাস্টের সাংগঠনিক কাঠামো, প্রবিধানমালা উপস্থাপন এবং অনুমোদন করা হয়েছে। অত:পর গত ২৬/০২/২০২০ খ্রি: তারিখ ট্রাস্টি বোর্ড সভায় "লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মতামতসহ সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান পর্যালোচনা ও অনুসরণ সাপেক্ষে ট্রাস্টের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতি প্রদানের সিদ্ধান্তগৃহীত হয়। একই সাথে বিসিসিটির আইন-২০১০ সংশোধনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়"।

ট্রাস্টি বোর্ড সভার উক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ট্রাস্ট হতে গত ০৩/১১/২০২০ তারিখে খসড়া আইন প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং গত ২২/০৩/২০২১ তারিখে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। চলমান আইন সংশোধন হলে শূন্য পদে নিয়োগ প্রদান সম্ভব হবে।

৪.১২ অডিট আপত্তি

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগ সমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট	১৯	৮৬৫.১৬০২	১৯	০৩	৫২.৫৪৭১	১৬	৮১২.৬২৩০

৪.১৩ মানবসম্পদ উন্নয়ন

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত)

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	১
০৫টি	২২৫ জন

প্রশিক্ষণের নাম	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	প্রশিক্ষণ কর্মঘন্টা
"বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন" শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ	১৫ জন	০৭ ঘন্টা
বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সরকারী কর্মচারী (আচারণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ এবং সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ।	৪৮ জন	০৭ ঘন্টা
বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের "অফিস ব্যবস্থাপনা" বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ।	৫৫ জন	০৭ ঘন্টা
বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের "শুদ্ধাচার ও সুশাসন অর্জনে করণীয়" বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ।	৫০ জন	০৭ ঘন্টা
বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের "উদ্ভাবনী সক্ষমতা বৃদ্ধি" বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ।	৫৬ জন	১৪ ঘন্টা

মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০২০-২১) কোন ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকলে তার বর্ণনা: (১) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী প্রশিক্ষণ (২) ই-নথি ব্যবস্থাপনা (৩) শৃংখলা ও আপীল বিধিমালা, সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা (৪) অফিস ব্যবস্থাপনা (৫) "উদ্ভাবনী সক্ষমতা বৃদ্ধি" বিষয়ে ট্রাস্টের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়ে ইন হাউজ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৪.১৪ তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয় /বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
				কর্মকর্তা	কর্মচারি
১	২	৩	৪	৫	৬
৪২	আছে	আছে	আছে	২০	১৬

৪.১৫ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি/আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন/সমস্যা-সঙ্কট

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে নতুন আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন করে থাকলে তার তালিকা: গত ০৪/০৪/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ট্রাস্টি বোর্ড এর ৫০ তম সভায় ট্রাস্টের সাংগঠনিক কাঠামো, প্রবিধানমালা উপস্থাপন এবং অনুমোদন করা হয়েছে। অত:পর গত ২৬/০২/২০২০ খ্রি: তারিখ ট্রাস্টি বোর্ড সভায় "লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মতামতসহ সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান পর্যালোচনা ও অনুসরণ সাপেক্ষে ট্রাস্টের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতি প্রদানের সিদ্ধান্তগৃহীত হয়। একই সাথে বিসিসিটির আইন-২০১০ সংশোধনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়"।

ট্রাস্টি বোর্ড সভার উক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ট্রাস্ট হতে গত ০৩/১১/২০২০ তারিখে খসড়া আইন প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং গত ২২/০৩/২০২১ তারিখে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৪.১৬ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে ২০২০-২১ অর্থবছরে অনুমোদিত প্রকল্পের তালিকা

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	মোট বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)
০১	ধানের লবন সহনশীলতা বৃদ্ধিতে উড়ি ধান সংশ্লিষ্ট জিন এবং অনুজীবের প্রয়োগ।	ধানের লবন সহনশীলতা বৃদ্ধিতে উড়ি ধান সংশ্লিষ্ট জিন এবং অনুজীবের প্রয়োগ	৩৩২.১৪
০২.	খনোয়াখালী জেলার স্বর্ণদ্বীপ (জাহাইজ্যার চর) এলাকায় নবায়নযোগ্য শক্তি নির্ভর ০১ মেগাওয়াট পিক ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র (পর্ব-০৩) ৮৫ কিলোওয়াট-পিক সিস্টেম স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প।	বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	৪৯৯.৮০
০৩.	জুড়ী নদীর তীরে দৃষ্টিনন্দন ওয়াকওয়ে নির্মাণ, নদীর তীরে বৃক্ষরোপণ ও নদীকে দুষণমুক্ত রাখতে জনসচেতনতা বৃদ্ধিসহ উন্নত বর্জ্য ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।	পরিবেশ অধিদপ্তর	৫৫৫.৮০
০৪.	Assessment of Urban Heat Islands Effect at City Level in Different Climate Change Scenarios.	পরিবেশ অধিদপ্তর	২২৯.৯২৪
০৫.	বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের উন্নয়ন (মুজিব ম্যুরাল ও মুজিব কর্ণার স্থাপন) এবং পরিবীক্ষণ কার্যক্রমে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি প্রকল্প।	বাংলাদেশ জলবায়ু পরির্তন ট্রাস্ট(বিসিসিটি)	৫০০.০০
০৬.	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্থ উপকূল অঞ্চলে বাগেরহাট জেলার মোংলা উপজেলায় বৃষ্টির পানির জলাধার (RWH) নির্মাণ প্রকল্প।	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	১০১০.০০
০৭.	বরিশাল জেলার সদর উপজেলায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবজনিত ঝুঁকি হ্রাসকরণে নিরাপদ পানি সরবরাহ।	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	৫৪০.০০
০৮.	জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি কমাতে পরিবেশবান্ধব বক ইট ব্যবহার করে আশ্রয়ন নির্মান প্রকল্প।	পরিবেশ অধিদপ্তর	১৫০০.০০
০৯.	বড়লেখা পৌরসভার জৈব আবর্জনা ব্যবহার করে “প্রোগ্রাম্যাটিক সিডিএম” প্রকল্প।	পরিবেশ অধিদপ্তর	১০০০.০০
১০.	মণিরামপুর পৌরসভার জৈব আবর্জনা ব্যবহার করে “প্রোগ্রাম্যাটিক সিডিএম” প্রকল্প।	পরিবেশ অধিদপ্তর	৫০০.০০
১১.	কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর পৌরসভার জৈব আবর্জনা ব্যবহার করে প্রোগ্রাম্যাটিক সিডিএম” প্রকল্প।	পরিবেশ অধিদপ্তর	৫০০.০০

বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন

বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন

www.bfidc.gov.bd

৫.১ পটভূমি

বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফআইডিসি) পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। ১৯৫৯ সালের ৩ অক্টোবর প্রকাশিত ৬৭ নং অধ্যাদেশ বলে বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৩ সালে বিএফআইডিসি পুনঃ নামকরণ করা হয়। এটি দেশের অন্যতম প্রাচীন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা। এর প্রধান কার্যালয় ৭৩, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় নিজস্ব ভবনে অবস্থিত। ১৯৬০-৬১ সনে কাপ্তাইস্থ কাঠ (লগ) আহরণ প্রকল্পের মাধ্যমে এফআইডিসি'র যাত্রা শুরু হয়। সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৬১-৬২ সালে বন বিভাগ হতে দেশের রাবার চাষ ও এর উন্নয়নের কার্যক্রম এফআইডিসি এর নিকট ন্যস্ত করা হয়।

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে বনজ সম্পদ আহরণ, কাঠশিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, পাহাড়ী এলাকায় রাবার বাগান সৃজন, কাঁচা রাবার উৎপাদন ও বিপণন, সৃজিত রাবার বাগানে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থনের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। কর্পোরেশনের মোট অনুমোদিত জনবল ৬৫৫৯ ও কর্মরত জনবল ৫৩২৩ এবং শূণ্যপদ ১২৩৬টি।

বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীনে থেকে সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ করে বার্ষিক কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে থাকে। বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন এদেশের রাবার চাষের পথিকৃৎ এবং কাঠ শিল্পের উন্নয়নে নিয়োজিত দেশের একমাত্র রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন বন বিভাগের পতিত ভূমিতে সফল রাবার চাষের মাধ্যমে উৎপাদিত রাবার দেশে বিক্রয় ও বিদেশে রপ্তানীর মাধ্যমে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সহ পরিবেশ রক্ষায় দৃষ্টান্তমূলক ভূমিকা রাখার পাশাপাশি দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

রাবার বাগানগুলো মাটির ক্ষয়রোধ ও বায়ুমন্ডলের কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করে পরিবেশ রক্ষায় ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে বিএফআইডিসি রাবার বাগানগুলোতে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৩৮,৫৩,৬৯১টি রাবার গাছ রয়েছে। ফলে বিদ্যমান রাবার বাগানগুলো বিপুল পরিমাণে কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করে জলবায়ু পরিবর্তনে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। অপরদিকে, জীব ও প্রাণীকূলের প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সরবরাহ করে জীববৈচিত্র্যে যুগান্তকারী অবদান রাখছে। সাধারণ গাছের তুলনায় রাবার গাছ কয়েকগুণ বেশি কার্বন শোষন করায় ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের বৈরী প্রভাবের অনিবার্য শিকার বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ভূমিক্ষয় ও উষ্ণতা রোধে ব্যাপকভাবে রাবার চাষ সম্প্রসারণ একান্ত প্রয়োজন।

শ্রমঘন কৃষি শিল্প রাবার বাগানগুলো দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট এলাকার নারী-পুরুষের কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি ঐসব এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে অনন্য ভূমিকা রাখছে। কর্পোরেশনের শিল্প সেক্টর পরিকল্পিত ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে কাঠ প্রক্রিয়াজাত করে, কাঠের সাশ্রয় ও সর্বোচ্চ ব্যবহার করে পরিবেশ রক্ষাসহ উন্নতমানের দৃষ্টিনন্দন ফার্ণিচার প্রস্তুতপূর্বক বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানে সরবরাহের মাধ্যমে সরকারী অর্থ সাশ্রয়পূর্বক জাতীয় অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

৫.২ ভিশন

রাবার কাঠ ও কাঠশিল্পকে টেকসই ও উন্নত করা।

৫.৩ মিশন

গবেষণা ও উন্নয়ন, কার্যকর প্রযুক্তির ব্যবহার, দক্ষতা অর্জন ও মানসম্মত সেবার মাধ্যমে রাবার ও কাঠ শিল্পকে টেকসই করা এবং বিএফআইডিসিকে একটি প্রতিযোগিতামূলক কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করা।

৫.৪ কার্যাবলী

- বন অধিদপ্তর এর সৃজিত বাগান হতে কাঠ আহরণ;
- বিএফআইডিসি'র নিজস্ব রাবার বাগান হতে রাবার ও রাবার কাঠ আহরণ;
- আহরিক কাঠের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাঠ সিজনিং ও প্রসেসিং;
- আসবাবপত্র, দরজা-জানালা, চৌকাঠ উৎপাদন করে সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করা;
- বাণিজ্যিক ভিত্তিতে রাবার চাষ ও রাবার উৎপাদনের মাধ্যমে রাবার চাষের সম্প্রসারণ পূর্বক রাবারে বাংলাদেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করণ;
- সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব সম্পাদন।

বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের এ সকল কার্যাবলী কৃষি (রাবার) ও শিল্প সেক্টরের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

৫.৫ কৃষি (রাবার) সেক্টর

বিএফআইডিসি ১৯৬২ সন থেকে এ পর্যন্ত ৩৩,১৪৯ একর জমিতে বাণিজ্যিকভাবে রাবার বাগান সৃজনের মাধ্যমে পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, পরিবেশ দূষণ রোধ, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলা, ভূমিক্ষয় ও ভাঙ্গনরোধসহ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও সাশ্রয় এবং পশ্চাদপদ গ্রামীণ জনপদে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে। বিএফআইডিসি'র মোট রাবার বাগানের সংখ্যা ১৮টি এবং মোট জমির পরিমাণ- ৩৬,৬৫৪ একর। মোট রাবার গাছের সংখ্যা ৩৮,৫৩,৬৯১টি। রাবার বাগানসমূহে ২০২০-২১ অর্থবছরে রাবার উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৭০০০ মে.টন। উৎপাদিত হয়েছে ৫৫০৩ মে.টন। যা লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৭৯%। ২০২০-২১ অর্থবছরে দেশে ৪৮৪৫.৩৪৫ মে: টন রাবার ৭১৪১৮৮০০ হাজার টাকায় ও বিদেশে ৮৩৪ মে: টন রাবার ১০৭৬২০১৩৯ লক্ষ টাকায় বিক্রয়/রপ্তানী করা হয়।

৫.৬ রাবার বাগানের বিবরণ

সারণি ৫.১: ২০২০-২০২১ অর্থবছরে রাবার বাগান সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ক্র:নং	বাগানের নাম	বাগান সৃষ্টির সন	বাগান সৃষ্টির পরিমাণ	উৎপাদন শুরুর সন
(ক)	**চট্টগ্রাম জোন :**			
১.	রামু রাবার বাগান, কক্সবাজার	১৯৬১-৮৮	২,১৫৩	১৯৬৮
২.	রাউজান রাবার বাগান, চট্টগ্রাম	১৯৬১-৮৮	১,২৮০	১৯৬৮
৩.	ডাবুয়া রাবার বাগান, চট্টগ্রাম	১৯৬৯-৮৮	২,১২০	১৯৭৬
৪.	হলদিয়া রাবার বাগান, চট্টগ্রাম	১৯৮৩-৮৮	২,২৪৬	১৯৯১
৫.	কাঞ্চননগর রাবার বাগান, চট্টগ্রাম	১৯৮৩-৮৮	১,১৩০	১৯৯১
৬.	রাঙ্গামাটিয়া রাবার বাগান, চট্টগ্রাম	১৯৮৬-৮৮	১,২৪১	১৯৯৪
৭.	দাঁতমারা রাবার বাগান, চট্টগ্রাম	১৯৭০-৮৯	৩,৯৬৫	১৯৭৮
৮.	তারাখোঁ রাবার বাগান, চট্টগ্রাম	১৯৮৩-৮৮	২,৪৩৬	১৯৯১
৯.	রাঙ্গুনিয়া রাবার বাগান, চট্টগ্রাম	২০১২-১৩	৫৫০	
(খ)	**সিলেট জোন :**			
১০.	ভাটেরা রাবার বাগান, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার	১৯৬৬-২০১৫	২,৪৬৭	১৯৭৪
১১.	সাতগাঁও রাবার বাগান, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার	১৯৭১-২০১৭	১,৭৭২	১৯৭৯
১২.	রুপাইছড়া রাবার বাগান, বাহুবল, হবিগঞ্জ	১৯৭৭-২০০৭	১,৮৩২	১৯৮৫
১৩.	শাহজীবাজার রাবার বাগান, মাধবপুর, হবিগঞ্জ	১৯৮০-২০০৯	২,০০৩	১৯৮৮
(গ)	**টাঙ্গাইল-শেরপুর জোন :**			
১৪.	পীরগাছা রাবার বাগান, মধুপুর, টাঙ্গাইল	১৯৮৭-৯৭	২,৯০৫	১৯৯৬
১৫.	চাঁদপুর রাবার বাগান, মধুপুর, টাঙ্গাইল	১৯৮৯-৯৭	২,৩৭৯	১৯৯৭
১৬.	সন্তোষপুর রাবার বাগান, ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ	১৯৯৪-৯৭	১,০৩৬	১৯৯৭
১৭.	কমলাপুর রাবার বাগান, মধুপুর, টাঙ্গাইল	১৯৯৪-৯৭	৯৯৪	১৯৯৭
১৮.	কর্ণঝোড়া রাবার বাগান, শ্রীবর্দি, শেরপুর	১৯৯৫-৯৭	৬২০	২০০২
		সর্বমোট =	**৩৩,১২৯**	

৫.৭ বিএফআইডিসি'র রাবার বাগানসমূহের ২০২০-২১ অর্থ বছরে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

ক্রমিক নং	জোনের নাম	উৎপাদন (মে.টন)		
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	(%)
১	২	৩	৪	৫
(ক)	চট্টগ্রাম জোন	৩০৩৪.০০	২৩৯০.৭৭৭	৭৮%
(খ)	সিলেট জোন	১৩৯১.০০	১১২৫.৭১৯	৮০%
(গ)	টাঙ্গাইল-শেরপুর জোন	২৫৭৫.০০	১৯৮৬.৫০৪	৭৭%
	সর্বমোট	**৭০০০.০০**	**৫৫০৩.৫০**	**৭৮%**

৫.৮ ২০২০-২১ অর্থ বছরে রাবার বিক্রয়ের বিবরণ

সারণি ৫.২: ২০১৯-২০ অর্থ বছরে রাবার বিক্রয়ের বিবরণ

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ (মে.টন)	টাকার পরিমাণ (টাকায়)
(ক)	দেশে	৪৮৪৫.৩৪৫	৭১,৪১,৮৮,০০০.০০/-
(খ)	বিদেশে	৮৩৪.০০	১০,৭৬,১০,১৩৯.০০/-
	সর্বমোট =	**৫৬৭৯.৩৪৫**	**৮২,১৭,৯৮,১৩৯.০০/-**

৫.৯ ২০০৯-১০ হতে ২০২০-২১ অর্থ বছরের লাভ/ক্ষতির বিবরণ

লাভ ক্ষতি	অর্থ বছর	লাভ (+)ক্ষতি(-) (লক্ষ টাকায়)	
	২০০৯-১০	(+) ৬১৩২.৫৬	জাতীয় বেতন স্কেল/২০১৫ এবং জাতীয় মজুরী কমিশন/২০১৫ কার্যকর হওয়ায় কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বেতন দ্বিগুন হয়েছে। এ বেতন–ভাতা পরিশোধ করায় কর্পোরেশন বর্তমানে অলাভজনক হলেও লাভজনক করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
	২০১০-১১	(+) ৫৫৯২,৯১	
	২০১১-১২	(+) ৫৯০১.০৫	
	২০১২-১৩	(+) ৪৯২৭.৫৯	
	২০১৩-১৪	(-) ৮১৫.৬৯	
	২০১৪-১৫	(+) ৪০৭.৮৭	
	২০১৫-১৬	(-) ১১৭১.৭০	
	২০১৬-১৭	(+) ২০২.৭৭	
	২০১৭-১৮	(+) ৫৮৯.৭১	
	২০১৮-১৯	(-) ১৩২২.১২	
	২০১৯-২০	(-) ১৩৭৫.১০	
	২০২০-২১	(-) ৮৭৫.০০	

৫.১০ শিল্প সেক্টর

বর্তমানে চলমান শিল্প ইউনিটের সংখ্যা ৮টি। শিল্প ইউনিটসমূহ কাঠের দরজা-জানালা, আসবাবপত্র, ডানেজ, রেলওয়ে স্লিপার, বৈদ্যুতিক খুঁটি, এ্যাংকর লগ, স্টাবিলাইজার লগ, চৌকাঠ উৎপাদন করে সরকারি, বেসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করে আসছে। বিগত ২০২০-২১ অর্থ বছরে শিল্প সেক্টরে ৭৩১৮১১ ঘনফুট আসবাবপত্র উৎপাদিত হয় যা উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার ১১৭%। শিল্প সেক্টরের ৮টি শিল্প ইউনিটে ২০১২-২১ অর্থবছরে মোট আয় ৬৬ কোটি ১০ লক্ষ ও ব্যয় ৫০ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। লাভ ১৫ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা।

৫.১১ শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিবরণ

সারণি ৫.৩: শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিবরণ

ক্রমিক নং	ইউনিটের নাম ও অবস্থান	জমির পরিমান (একর)	স্থাপনকাল	উৎপাদিত পণ্যের বিবরণ
১	ক্যাবিনেট ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্ট (সিএমপি), মিরপুর, ঢাকা	২.৬৬	১৯৬২-৬৫	দরজা-জানালা, পাল্লা, চৌকাঠ, আসবাবপত্র, সাইজ কাঠ ইত্যাদি তৈরী।
২	ইষ্টার্ণ উড ওয়ার্কস, তেজগাঁও, ঢাকা	০.৩৩	১৯৭৩ সনে পরিত্যক্ত হিসেবে অধিগ্রহণ করা হয়।	আসবাবপত্র তৈরী।
৩	সাংগুমাতামহুরী কাঠ আহরণ ইউনিট (এসএমপি), কালুরঘাট চট্টগ্রাম	২২.৯৫	১৯৬০-৬১	রাবার ও অন্যান্য গোল কাঠ, বল্লী, এ্যাংকরলগ ও জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ ও আন্ত:ইউনিটে সরবরাহ।
৪	কাষ্ঠ সংরক্ষণ ইউনিট (ডব্লিউটিপি), কালুরঘাট, চট্টগ্রাম	১৪.০০	১৯৫৭-৫৮ সালে সিএন্ডবি কর্তৃক স্থাপিত ও ১৯৫৯-৬০ সালে বিএফআইডিসি'র নিকট হস্তান্তরিত।	রেলওয়ে স্লিপার, বৈদ্যুতিক খুটি, ক্রসআর্ম, এ্যাংকরলগ, ক্যাবলড্রাম তৈরী, বিভিন্ন কাঠ ও রাবার কাঠ চেরাই সিজনিং ও ট্রিটমেন্ট করা।
৫	ক্যাবিনেট ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্ট (সিএমপি), কালুরঘাট, চট্টগ্রাম	২.২৫	১৯৬০-৬৩	দরজা-জানালা, পাল্লা, চৌকাঠ আসবাবপত্র, সাইজকাঠ ইত্যাদি তৈরী।
৬	ফিডকো ফার্ণিচার কমপ্লেক্স, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম	৪.৮০	১৯৬২-৬৫	আসবাবপত্র, ফ্লাসডোর তৈরী।
৭	লাম্বার প্রসেসিং কমপ্লেক্স (এলপিসি) কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি পার্বত্যজেলা	২৪.১৪ (লীজ প্রাপ্ত)	১৯৬৬-৬৭	রেলওয়ে স্লিপার, বৈদ্যুতিক খুটি, ক্রসআর্ম, এ্যাংকরলগ, ক্যাবলড্রাম ও অন্যান্য কাঠজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন ও বিভিন্ন কাঠ ও রাবার কাঠ চেরাই, সিজনিং ও ট্রিটমেন্ট ।
৮	রাবার কাঠ প্রেসার ট্রিটমেন্ট পান্ট, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।	২.৪৯	২০১৬-১৮	অন্যান্য কাঠসহ রাবার কাঠ চেরাই, সিজনিং ও ট্রিটমেন্ট ।

৫.১২ শিল্প সেক্টরে ২০২০-২১ অর্থ বছরে উৎপাদন ল্যমাত্রা ও অর্জন

সারণি ৫.৪: ২০২০-২১ অর্থ বছরে শিল্প সেক্টরে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

ক্রমিক নং	ইউনিটের নাম	উৎপাদন (ঘনফুট)		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	
০১	ক্যাবিনেট ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্ট, মিরপুর, ঢাকা	৫৪,০০০	৬২,৪৯৩	১১৬%
০২	ইস্টার্ণ উড ওয়ার্কস, তেজগাঁও, ঢাকা	৪৫,০০০	৫১,৯৭৫	১১৬%
০৩	ফিডকো ফার্ণিচার কমপ্লেক্স, চট্টগ্রাম	৩৫,০০০	৪০,৪৬৬	১১৬%
০৪	কাষ্ঠ সংরক্ষন ইউনিট, চট্টগ্রাম	৭০,০০০	৭০,৭৩০	১০১%
০৫	ক্যাবিনেট ম্যানুফ্যাকচারীং প্লান্ট, কালুরঘাট, চট্রগ্রাম	৩১,০০০	৩৮,৪১৯	১২৪%
০৬	সাঙ্গু মাতামুহরী কাঠ আহরণ ইউনিট, কালুরঘাট, চট্রগ্রাম	৯০,০০০	১,০৫,১৭৪	১১৭%
০৭	লাম্বার প্রসেসিং কমপ্লেক্স, কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি, পার্বত্য জেলা।	১,৪২,০০০	২,৩৭,৫৮৩	১৬৭%
০৮	রাবার কাঠ প্রেসার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট, শ্রীমঙ্গল	১,৫৬,০০০	১,২৪,৯৭১	৮০%
	সর্বমোট =	**৬,২৩,০০৪**	**৭,৩১,৮১১**	**১১৭%**

চিত্র ৫.১: বশিউক, লাম্বার প্রসেসিং ইউনিট, কাপ্তাই, রাঙ্গামাটিতে রাবার বাগান হতে আহরণকৃত জীবনচক্র হারানো রাবার গাছ হতে প্রাপ্ত সাইজ কাঠ ট্রিটমেন্ট করা হচ্ছে।

চিত্র ৫.২: বশিউক, রাবার কাঠ প্রেসার ট্রিটমেন্ট পান্ট, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজারে ট্রিটমেন্টকৃত রাবার সাইজ কাঠ সিজনিং এর জন্য সিজনিং চেম্বারে প্রবেশ করানো হচ্ছে। যা হতে উন্নতমানের সিজন্ড ও ট্রিটেড রাবার কাঠ পাওয়া যাচ্ছে।

চিত্র ৫.৩: বশিউক, রাবার কাঠ প্রেসার ট্রিটমেন্ট পান্ট, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজারে অত্যাধুনিক সিজনিং চেম্বারের কন্ট্রোল রুম।

চিত্র ৫.৪: বশিউক, ফিডকো ফার্ণিচার কমপেক্স, কালুরঘাট, চট্টগ্রামে সিজনিং ও ট্রিটমেন্টকৃত উন্নতমানের রাবার কাঠ দ্বারা ফার্ণিচার তৈরী করা হচ্ছে।

চিত্র ৫.৫: বশিউক, রামু রাবার বাগান, কক্সবাজারে সৃজনকৃত পুনর্বাসন বাগান।

চিত্র ৫.৬: বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের রাবার বাগানে উৎপাদনশীল রাবার গাছ হতে ল্যাটেক্স সংগ্রহের জন্য টেপিং করা হচ্ছে।

চিত্র ৫.৭: রাবার বাগানে উৎপাদনশীল রাবার গাছ হতে ল্যাটেক্স সংগ্রহ করে কারখানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

চিত্র ৫.৮: রপ্তানীর উদ্দেশ্যে গ্রেড-১ রাবার কারখানায় প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে।

৫.১৩ অর্জন/সাফল্য

- প্রাকৃতিক রাবার উৎপাদনকারী দেশের সমন্বয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক সংস্থা The Association of Natural Rubber Producing Countries (ANRPC) International Rubber Research Development Board এর সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ অর্ন্তভূক্ত হয়েছে।
- "বাংলাদেশ রাবার নীতি-২০১০" প্রণয়ন করা হয়েছে।
- নিজস্ব অর্থায়নে ১৪ কোটি ১১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে একটি "রাবার কাঠ প্রেসার ট্রিটমেন্ট প্যান্ট" স্থাপন করা হয়েছে।
- নিজস্ব অর্থায়নে ৫ কোটি ৯২ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা ব্যয়ে চট্টগ্রামে "রাউজান-রাংগুনিয়া" নামে ৫৫০ একর নতুন রাবার বাগান সৃজন করা হয়েছে।
- নিজস্ব অর্থায়নে ২০১০-১১ হতে ২০২০-২১ পর্যন্ত বিগত ১১ বছরে ৬৪৫৮ একর পুনর্বাসন বাগান সৃজন করা হয়েছে।
- জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে ৪ কোটি ৯৫ লক্ষ ব্যয়ে "পাইলট প্যান্ট স্টাডি এন্ড প্রডাকশন অব সিমেন্ট বন্ডেড পার্টিক্যাল বোর্ড" নামক প্রকল্প কালুরঘাট, চট্টগ্রামে ব্যাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটি জুন, ২০১৯ মাসে সমাপ্ত হয়েছে।
- জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে ২ কোটি ৯৯ লক্ষ ব্যয়ে "বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ ভাটেরা রাবার বাগানের অবকাঠামো উন্নয়ন" নামক প্রকল্প মোলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটি জুন, ২০২০ মাসে সমাপ্ত হয়েছে।
- বিএফআইডিসি মে ২০১৩ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত আর্ন্তজাতিক বাজারে ২১১৪৮ মে:টন রাবার রপ্তানী করে ২ কোটি ৯৫ লক্ষ ৭৯ হাজার মার্কিন ডলার অর্থাৎ ২৫৮ কোটি ৮৬লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে।
- ২০১০-১১ হতে ২০২০-২১ পর্যন্ত ১১ বছরে বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন হতে রাজস্ব খাতে সরকারী কোষাগারে ৩৩২ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা জমা দেয়া হয়েছে।

৫.১৪ প্রতিবন্ধকতা

- উচ্চফলনশীল ক্লোন আমদানি।
- বিদ্যমান শিল্প/রাবার বাগানের কারখানা আধুনিকায়ন/নতুন কারখানা স্থাপন।
- দূর্গম পাহাড়ী এলাকায় শ্রমিকদের কার্যক্রম তদারকি।
- রাবার গাছের জীবনচক্র হারানোর ফলে উৎপাদন হ্রাস।
- উৎপাদন অনুপাতে রাজস্ব খাতে শ্রমিকের সংখ্যা বেশি হওয়ায় বেতন/মজুরী বৃদ্ধি।
- আর্ন্তজাতিক বাজারে রাবারের মূল্য হ্রাস। (প্রতি কেজি রফতানি- পূর্বে ৩৫০ টাকা, বর্তমানে ১৩০ টাকা)
- আমদানিকৃত রাবারের মূল্য (১২১ টাকা) উৎপাদিত রাবারের মূল্য (১৬৭ টাকা) অপেক্ষা কম।
- জীবনচক্র হারানো গাছ অপসারণ ও তদস্থলে নতুন রাবার বাগান সৃজন।
- প্রেসার ট্রিটমেন্ট প্যান্টের আধুনিকায়ন ও নতুন Pressure Treatment Plant স্থাপনের জন্য অর্থের সংস্থান (১২০ কোটি টাকা)।
- গবেষণা উন্নয়ন/আইসিটি সেল স্থাপন।
- দক্ষ ও প্রশিক্ষিত এবং কারিগরি জনবলের অভাব।
- অপ্রতুল উচ্চ ফলনশীল জাতের ক্লোন।
- নতুন রাবার বাগান সৃজনে ভূমির স্বল্পতা।
- দক্ষ জনবলের অভাব।
- জীবনচক্র হারানো গাছের তুলনায় Pressure Treatment Plant এর উৎপাদন ক্ষমতা কম।

৫.১৫ সুপারিশ (Recommendation)

- উচ্চ ফলনশীল ক্লোন আমদানী নিশ্চিতকরণ।
- রাবারকে কৃষি পণ্য হিসেবে ঘোষণা ১৩০+১৯.৫০ (১৫% ভ্যাট) + ৬.৫০ (কর) + ১০ (সার্ভিস চার্জ ৭.৫%)= ১৬৬ টাকা।
- জীবনচক্র হারানো গাছের স্থলে নতুন রাবার বাগান সৃজন নিশ্চিতকরণ (৩৮০০ একর)।
- নতুন প্রেসার ট্রিটমেন্ট প্যান্ট/কারখানা স্থাপন নিশ্চিতকরণ ।
- গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ ।
- দক্ষ জনবল নিয়োগ নিশ্চিতকরণ।
- IRRDB এর সদস্যভুক্ত দেশ সমূহ হতে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড কর্তৃক উচ্চফলনশীল জাতের রাবার ক্লোন আমদানী নিশ্চিতকরন।
- প্রতিটি বাগানে আধুনিক কারখানা, ধুমঘর ও ড্রিপিং সেড তৈরীকরণ।
- সরকারীভাবে ভূমি বরাদ্দ ও নার্সারী সৃজন।
- BMRE করণ ও আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্বলিত একাধিক উৎপাদন লাইন (Production Line) সংযোজন।
- জনবল নিয়োগ ও দেশে বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ।
- গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি।
- বন বিভাগ হতে কার্যপযোগী কাঠ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরন।
- বিদ্যমান প্যান্ট সমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ নতুন প্রসেসিং ইউনিট প্রতিষ্ঠা।

চিত্র ৫.৯: রাবার গাছ হতে ল্যাটেক্স সংগ্রহের চিত্র।

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট

www.bfri.gov.bd

৬.১ ভূমিকা

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) দেশের বন গবেষণা বিষয়ক একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। বনজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের প্রযুক্তি উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে ১৯৫৫ সালে "ফরেস্ট প্রোডাক্টস ল্যাবরেটরী" নামে চট্টগ্রামে এ প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে বনজ সম্পদ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধির প্রেক্ষিতে বনজ সম্পদ গবেষণার পাশাপাশি বন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করে ১৯৬৮ সালে বিএফআরআইকে বন বিষয়ক একটি পূর্ণাঙ্গ জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা হয়। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধিনস্ত সংস্থা হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বন ও বনজ সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ রক্ষা, জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, বন মৃত্তিকা সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, উন্নত ও গুণগত মান সম্পন্ন বীজ ও চারা উৎপাদন, ঔষধি উদ্ভিদ ও উদ্ভিদের জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ, বন ব্যাধি ও কীটপতঙ্গ ব্যবস্থাপনা, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। বিএফআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ বন ও বনজ সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি, সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশের উন্নয়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনে ঝুঁকি মোকাবেলায় বিশেষ অবদান রাখছে।

৬.২ ভিশন : বন ও বনজ সম্পদের ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন ও সুষ্ঠু ব্যবহার বিষয়ে সহায়তা প্রদান।

৬.৩ মিশন : গবেষণার মাধ্যমে দেশের বন ও বনজ সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি ও সুষ্ঠু ব্যবহারের লক্ষ্যে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং উদ্ভাবিত তথ্য প্রযুক্তি ভোক্তা জনগোষ্টিকে পরিজ্ঞাতকরণ।

৬.৪ উদ্দেশ্য

- বন ও বনজ সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি বিষয়ক গবেষণা
- জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বন ও বনজ সম্পদ বিপর্যয় রোধকল্পে গবেষণা
- উন্নতমানের বীজ ও চারা উৎপাদন, নার্সারি ও বন বাগানে পোকামাকড় ও রোগ বালাই দমন, বন্যপ্রাণীসহ জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং মৃত্তিকার উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণা
- বাঁশ, বেত ও ভেষজ উদ্ভিদসহ অন্যান্য বনজ সম্পদের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক গবেষণা
- কাঠ ও অকাষ্ঠল বনজ সম্পদের গুনাগুণ উন্নয়ন, সুষ্ঠু ব্যবহার ও বাণিজ্যিক পণ্য উদ্ভাবন বিষয়ক গবেষণা
- বন বিষয়ক উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ মাঠ-পর্যায়ে ভোক্তাগোষ্ঠিকে এবং দেশের বনবিদ্যা বিষয়ে গবেষক, শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্টদের অবহিতকরণ

৬.৫ বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের জনবল

পদ (গ্রেড ভিত্তিক)	মঞ্জুরীকৃত	কর্মরত	শূণ্য পদ
১ম (২য় হতে ৯ম)	১০২	৬৫	৩৭
২য় (১০ম গ্রেড)	৫৫	৩৩	২২
৩য় (১১ হতে ১৯ম)	৪১৯	২১১	২০৮
৪র্থ (২০ম গ্রেড)	১৯৪	১০২	৯২
মোট =	৭৭০	৪১১	৩৫৯

৬.৬ প্রধান কার্যাবলী

প্রতিষ্ঠানটির গবেষণা কার্যক্রম বন ব্যবস্থাপনা ও বনজ সম্পদ উইং এর অধীনে ১৭ টি গবেষণা বিভাগ ও ১ টি শাখাসহ ২২ টি ফিল্ড রিসার্চ স্টেশনের মাধ্যমে নিম্নোক্ত ১৪ টি প্রোগ্রাম এরিয়ার পরিচালিত হয়ে থাকে।

BFRI is now conducting research under the following programme areas:

- Production of quality planting materials
- Plantation technique & forest management
- Breeding and tree improvement
- Bamboo and non-timber economic crops
- Biodiversity conservation
- Forest inventory, growth and yield
- Soil conservation and watershed management
- Social forestry and farming system research
- Forest pest and diseases
- Post harvest utilization-physical processing
- Post harvest utilization-chemical processing
- Climate change adaptation and mitigation
- Training and transfer of technology
- Valuation of Ecosystem Service

৬.৭ বিএফআরআই-এ 'মুজিববর্ষ'এবং 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' উদযাপন উপলক্ষ্যে বাস্তবায়িত কর্মসূচির সচিত্র বিবরণ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক সুষ্ঠ ভাবে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই)-এ 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন কমিটি' এবং 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্নাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদযাপন কমিটি' গঠন করা হয়। কমিটি 'মুজিববর্ষ' এবং 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' উদ্‌যাপনের নিমিত্ত বছর ব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। 'মুজিববর্ষ' এবং 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' উপলক্ষে বিএফআরআই-এ বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচির বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

৬.৭.১ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখ বিএফআরআই-এর প্রশাসন ভবনে 'মুজিব-১০০ ক্ষণগণনা' শীর্ষক ডিজিটাল বিলবোর্ড স্থাপন করা হয়।

চিত্র ৬.১: বিএফআরআই-এর প্রশাসন ভবনে মুজিব-১০০ ক্ষণ গণনা ডিজিটাল বোর্ড স্থাপন।

৬.৭.২ ২০২১ সালের ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিএফআরআই মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

চিত্র ৬.২: বিএফআরআই-এ জাতির পিতার জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা।

৬.৭.৩ ২০২০ সালের ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিএফআরআই ক্যাম্পাসে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

৬.৭.৪ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিএফআরআই-এ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়।

চিত্র ৬.৩: বিএফআরআই-এ জাতির পিতার জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল।

চিত্র ৬.৪: বিএফআরআই-এ জাতির পিতার জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি।

৬.৭.৫ ২০২০ সালের ১৬ ডিসেম্বর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন কমিটি কর্তৃক বিএফআরআই ক্যাম্পাসে অবস্থিত শহীদ বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

৬.৫.৬ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিএফআরআই-এ ১৭ ডিসেম্বর ২০২০ 'জাতির পিতার সম্মান, রাখবো মোরা অম্লান' শীর্ষক র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়।

চিত্র ৬.৫: বিএফআরআই-এ জাতির পিতার জন্মশতবর্ষে ১৬-১২-২০২০ স্বাধীনতা দিবসে শহীদ বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ।

চিত্র ৬.৬: বিএফআরআই-এ জাতির পিতার জন্মশতবর্ষে 'জাতির পিতার সম্মান, রাখবো মোরা অম্লান' শীর্ষক র‍্যালি, ১৭-১২-২০২০।

৬.৭.৭ 'মুজিববর্ষ' এবং 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিএফআরআই-এর লাইব্রেরিতে ২৬-০৩-২০২১ তারিখ 'বঙ্গবন্ধু কর্নার' স্থাপন করা হয়।

৬.৭.৮ 'মুজিববর্ষ' এবং 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিএফআরআই-এ ১৭-০৪-২০২১ তারিখ 'মুজিব চিরন্তন' শীর্ষক ম্যুরাল নির্মাণ করা হয়।

চিত্র ৬.৭: 'মুজিববর্ষ' এবং 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' উদযাপন উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন, ২৬-০৩-২০২১ (বিএফআরআই)।

চিত্র ৬.৮: 'মুজিববর্ষ' এবং 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' উদযাপন উপলক্ষ্যে 'মুজিব চিরন্তন' ম্যুরাল নির্মাণ, ১৭-০৪-২০২১ (বিএফআরআই)।

৬.৮ পরামর্শ ও সেবামূলক কর্মকান্ডের তালিকা

কাঠ ও উদ্ভিদের নমুনা সনাক্তকরণ, শক্তি সম্বন্ধীয় গুণাগুণ নির্ণয়, পোকা-মাকড় ও রোগ-বালাই ব্যবস্থাপনা, মৃত্তিকার নমুনা বিশ্লেষণ প্রভৃতি বিষয়ে ২৫৩ টি পরামর্শ ও সেবা প্রদান করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	বিষয়	সেবা প্রদানের সংখ্যা
১.	কাঠ সনাক্তকরণ	৬১ টি
২.	কাঠের ভৌত ও যান্ত্রিক গুণাবলী নির্ণয়	১১০ টি
৩.	উদ্ভিদ নমুনা সনাক্তকরণ	৪১ টি
৪.	আগর উৎপাদন, নিষ্কাশন, বাজারজাতকরণ বিষয়ক	০২ টি
৫.	রাসায়নিক বস্তু প্রয়োগে কাঠ, বাঁশ, ছন ইত্যাদির আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি	০৬ টি
৬.	অন্যান্য সেবা	৩৩ টি
	মোট =	২৫৩ টি

৬.৯ চারা ও বীজ বিতরণমূলক সেবা প্রদানের বিবরণ

বিএফআরআই এর নার্সারিতে উত্তোলিত উন্নতমানের বাঁশ, বেত , বনজ, ফলদ বৃক্ষসহ ঔষধি উদ্ভিদের মোট ৭১,৪৭৬ টি চারা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া মাতৃবৃক্ষের বাগান থেকে সংগৃহীত বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের উন্নতমানের বীজ সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

ক্রমিক নং	বিষয়	বিভাগ	সংখ্যা
১.	বিভিন্ন প্রজাতির বাঁশের চারা বিতরণ	সিলভিকালচার জেনেটিক্স বিভাগ	১৪,১৩৬ টি
২.	বিলুপ্তপ্রায় বিভিন্ন বৃক্ষ প্রজাতি ও ঔষধি উদ্ভিদের চারা বিতরণ	গৌণ বনজ সম্পদ বিভাগ	৩৩৫ টি
		সিলভিকালচার জেনেটিক্স বিভাগ	১,৬৬৫ টি
		প্লান্টেশান ট্রায়াল ইউনিট বিভাগ	২০০ টি
৩.	বেতের চারা বিতরণ	গৌণ বনজ সম্পদ বিভাগ	৭,২৩৫ টি
৪.	বনজ বৃক্ষ প্রজাতির চারা বিতরণ	সিলভিকালচার রিসার্চ বিভাগ	১৮,২৬৩ টি
		বীজ বাগান বিভাগ	২৯,৬৪২ টি
৫.	বীজ বিতরণ	বীজ বাগান বিভাগ	২৭০ কেজি

৬.১০ বিএফআরআই এর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

বিএফআরআই এর কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ বিভিন্ন সংস্থায় (লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পরিকল্পনা উন্নয়ন একাডেমি, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), বিএআরসি)ও বিএফআরআই এর অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণে অংশগ্রহন করে থাকে।

চিত্র ৬.৯: বিএফআরআই কর্তৃক জাতীয় শোক দিবস পালন, ২০২১ (২০২১-০৮-১৫)।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম

www.bnh.gov.bd

৭.১ পরিচিতি

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম (বিএনএইচ) দেশের উদ্ভিদ প্রজাতি জরিপ, নমুনা সংগ্রহ, সনাক্তকরণ, ডকুমেন্টেশন ও শুষ্ক উদ্ভিদ নমুনা সংরক্ষণ এবং শ্রেণীবিদ্যা (Taxonomy) বিষয়ক একটি জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান। হারবেরিয়ামে সংরক্ষিত তথ্যসমৃদ্ধ এসকল উদ্ভিদ নমুনা জাতীয় সম্পদ হিসেবে যুগ যুগ ধরে দেশের উদ্ভিদ বিজ্ঞান চর্চায় রেফারেন্স ম্যাটেরিয়াল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এসকল নমুনাসমূহ দেশীয় উদ্ভিদ প্রজাতি ও বৈচিত্র্য সঠিকভাবে সনাক্তকরণের এবং মূল্যায়নের অন্যতম ভিত্তি। প্রতিষ্ঠানটি দেশের বিলুপ্তপ্রায় ও ভেষজ উদ্ভিদসহ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ সম্পদের গবেষণা ও উন্নয়ন, এবং পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষায় তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের যাত্রা শুরু হয় ১৯৭০ সালে 'বোটানিক্যাল সার্ভে অব ইস্ট পাকিস্থান' শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে প্রকল্পটি 'বোটানিক্যাল সার্ভে অব বাংলাদেশ' নামে প্রথমে কৃষি মন্ত্রণালয় এবং পরে বন, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িত হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৭৫ সালের ১ জুলাই থেকে প্রকল্পটি 'বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম' নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রতিষ্ঠানটি ১ জুলাই ১৯৯৪ সালে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের (বর্তমান নাম: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়) অধীনে ন্যাস্থ হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭ ফেব্রুয়ারি ২০০০ তারিখে মিরপুর জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান প্রাঙ্গনে হারবেরিয়ামের নিজস্ব ভবনটির উদ্বোধন করেন। ১৬ অক্টোবর ২০০৪ সালে হারবেরিয়ামকে পরিদপ্তর হিসাবে ঘোষনা করা হয়।

৭.২ কার্যাবলী

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের কর্মকান্ড মূলত নির্মোক্ত ছয়টি সুনির্দ্দিষ্ট ভাগে সম্পন্ন হয়ে থাকে :

০১. উদ্ভিদ জরীপ, নমুনা সংগ্রহ এবং হারবেরিয়াম শীট প্রস্তুতকরণ
০২. উদ্ভিদ শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কিত গবেষণা
০৩. নমুনা সংরক্ষণ ও হারবেরিয়াম ব্যবস্থাপনা
০৪. ফ্লোরিস্টিক ডকুমেন্টেশন ও প্রকাশনা
০৫. উদ্ভিদ বৈচিত্র্য বিষয়ক কারিগরি সেবা প্রদান
০৬. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতাধর্মী (Collaboration) কার্যক্রম

৭.৩ ২০২০-২১ অর্থ-বছরের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নে প্রেরিত ব্যতথ্যে 'মুজিববর্ষ' এবং 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' উদ্যাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম কর্তৃক বাস্তবায়িত উল্লেখ যোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের বিবরণ

চিত্র ৭.১: মুজিব বর্ষ ২০২০-২১ উপলক্ষ্যে হারবেরিয়ামে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ।

চিত্র ৭.২: গৌরবময় স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী স্মরণীয় করার লক্ষ্যে হারবেরিয়াম চত্বরে 'ভেষজ কর্নার' স্থাপন, ২৬ মার্চ ২০২১।

১৭ মার্চ ২০২০ ছিলো সংগ্রামী বাঙালীর প্রিয় নেতা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর শততম জন্মবার্ষিকী । এ উপলক্ষ্যে ২০২০-২১ সালকে 'মুজিববর্ষ' ঘোষণা করেছে সরকার। ২০২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে ২০২১ সালের ২৬ মার্চ পর্যন্ত উদযাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করে যা পরবর্তীতে ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত এই কার্যক্রম বাস্তবায়নের সিদ্বান্ত নেয়া হয়। যে দেশটির জন্য তিনি আমৃত্যু সংগ্রাম করেছেন, যে দেশের মানুষের ভাগ্যের উন্নয়নের কথা নিয়েই যিনি জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আত্মনিয়োজিত ছিলেন, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ঘোষিত 'মুজিববর্ষ' বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ২০২১ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করাহয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি ও মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম ও বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব এবং বাংলাদেশে আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হওয়ার পর ৮ মার্চ বাংলাদেশ সরকার এবং জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি জনস্বার্থে ও জনকল্যাণে ১৭ মার্চের পূর্ব ঘোষিত অনুষ্ঠান ছোট পরিসরে করার ঘোষণা দেয়। এমতাবস্থায়, বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম স্বাস্থ্যবিধি মেনে গৃহীত কর্মসূচিসমূহের যথাসম্ভব বাস্তবায়ন করে। এর মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য ১০ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখ বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষ্যে হারবেরিয়ামের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারীদের উপস্থিতিতে বিশেষ আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের জাতীয় কর্মসূচিসহ সকল কর্মসূচিতে পরিবেশ বান্ধব (Bio-degradable) ব্যানার ব্যবহার, জাতীয় কমিটি অনুমোদিত লোগো যথাযথ মর্যাদার সাথে ব্যবহার করা হচ্ছে। মুজিব বর্ষ (২০২০-২০২১) উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিশেষ কার্যক্রম 'পরিছন্ন গ্রাম-পরিছন্ন শহর' হাতে নেয়া হয়। এই কার্যক্রমের আওতায় ১৫ জানুয়ারি ২০২০ পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারীদের নিয়ে আলোচনা সভা, হারবেরিয়াম অফিসের ভেতরে ও চত্ত্বরে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা ও পরিচ্ছন্নতার উপর গণসচেতনামূলক স্লোগানযুক্ত স্টিকার লাগানো হয়। ১৬-১৮ মার্চ, ২০২০ হারবেরিয়াম ভবন ও প্রবেশপথ আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয়েছে। ১৭ মার্চ, ২০২০ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর সূচনালগ্নে হারবেরিয়াম চত্বরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ, হারবেরিয়ামের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারীদের উপস্থিতিতে বিশেষ আলোচনাসভা, মিলাদ মাহফিল, মোনাজাত ও প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়। জাতিরপিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপনের বিষয়টি ফেসবুকের মাধ্যমে প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের কর্মকর্তাদের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর জীবন ভিত্তিক স্বরচিত লেখনি ও কবিতা ইত্যাদির প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। হারবেরিয়াম অফিসের নিকটবর্তী স্কুল কলেজ পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিসিআইসি স্কুল এন্ড কলেজ, চিড়িয়াখানা-বোটানিকালগার্ডেন উচ্চবিদ্যালয় এবং ঢাকা কমার্স কলেজ এর শিক্ষার্থীদের মধ্যে দুই গ্রুপে (গ্রুপ 'ক'- বঙ্গবন্ধুর শৈশব ও কৈশোর, ৮ম শ্রেণি পর্যন্তএবং গ্রুপ 'খ'- বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক ও কর্মময় জীবন, ৯ম শ্রেণি হতে তদুর্ধ্ব) রচনা প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার প্রদান করা হয়। ঢাকাস্থ বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যা বিভাগের শিক্ষার্থীদের ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের কর্মকান্ড সম্পর্কে অবহিত করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রমের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হলে ও কোভিড-১৯ এর পরিস্থিতিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরুকরা সম্ভব হয়নি। ১৫ আগষ্ট ২০২০ তারিখ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ৪৫তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা, বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ, হারবেরিয়ামের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারীদের উপস্থিতিতে বিশেষ আলোচনা সভা, মোনাজাত ও প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়ামে ১৭ মার্চ ২০২১ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন এবং ২৬ মার্চ ২০২১ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে হারবেরিয়াম ভবন ও প্রবেশপথ আলোকসজ্জাকরণ, যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন, বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর 'ঐতিহাসিক নেতৃত্ব এবং সুবর্ণজয়ন্তীতে দেশের উন্নয়ন' শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সাথে গৌরবময় স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশত বার্ষিকী স্মরণীয় করার লক্ষ্যে হারবেরিয়াম চত্বরে 'ভেষজ কর্নার' স্থাপন করা হয়।

৭.৪ উন্নয়ন প্রকল্পের বিবরণ

সারণি ৭.৩ : উন্নয়ন প্রকল্পের বিবরণ

ক্র.নং	প্রকল্পের নাম	মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	অর্থায়ন
১.	Developing Bangladesh National Red List of plants & Developing Invasive plant Species (IAPs) Management Strategy For Selected Protected Areas	২০২০-২০২৪ (ডিসেম্বর)	৬.৯৮	সুফল প্রকল্প
২.	বরিশাল এবং সিলেট বিভাগের ভাস্কুলার উদ্ভিদ প্রজাতি জরিপ (এসভিএফবিএস)	২০২১-২০২৪	১৬.১০	জিওবি

৭.৫ ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা

(ক) স্বল্প মেয়াদী কর্ম পরিকল্পনার বিবরণ (২০২১-২০২৩)

১.	রাতারগুল জলা-জঙ্গল এবং খাদিমনগর ন্যাশনাল পার্ক, সিলেট হতে উদ্ভিদ বৈচিত্র্য মূল্যায়নের লক্ষ্যে জরিপ কার্য পরিচালনা করা।
২.	বাংলাদেশের সকল উপকূলীয় এলাকাসমূহ হতে উদ্ভিদ বৈচিত্র্য মূল্যায়নের লক্ষ্যে জরিপ কার্য পরিচালনা সম্পন্ন করা এবং ১ টি প্রকাশনা বের করা।
৩.	ন্যাশনাল হারবেরিয়ামে সংরক্ষণের লক্ষ্যে ফুল-ফল, তথ্য এবং চিত্র সমেত ১৫,০০০ টি উদ্ভিদ প্রজাতির নমুনা সংগ্রহ করা।
৪.	হারবেরিয়ামে সংরক্ষিত ৮০০০ টি উদ্ভিদ নমুনার ই-ডাটাবেইজ তৈরি করা।
৫.	হারবেরিয়ামে সংরক্ষিত ১২০০০ টি উদ্ভিদ নমুনার পরিচর্যা করা।
৬.	প্যান্ট ট্যাক্সোনমিক গবেষণার মাধ্যমে ০৪ টি নতুন উদ্ভিদ প্রজাতি/রেকর্ড আবিস্কার করা।
৭.	'ফ্লোরা অব বাংলাদেশ' সিরিজের ০৯ টি সংখ্যা প্রকাশ করা।
৮.	দেশী-বিদেশী সায়েন্টিফিক জার্নালে ৬টি ফ্লোরিস্টিক প্রবন্ধ ত্রকাশ করা।
৯.	'ফ্লোরা অব বাংলাদেশ' সিরিজের ৬টি সংখ্যার ই-ফ্লোরা প্রস্তুত করা।
১০.	বাংলাদেশের নির্বাচিত পাঁচটি সংরক্ষিত বনাঞ্চলের এলিয়েন এন্ড ইনভেসিব উদ্ভিদ প্রজাতির জরিপ কার্য পরিচালনা করা এবং নিয়ন্ত্রনের কৌশলপত্র প্রণয়ন করা।

(খ) মধ্য মেয়াদী কর্ম পরিকল্পনার বিবরণ (২০১৯-২০২৪)

১.	বরিশাল ও সিলেট বিভাগের ভাস্কুলার উদ্ভিদ প্রজাতির জরিপ কার্য সম্পন্ন করা।
২.	ন্যাশনাল হারবেরিয়ামে সংরক্ষণের লক্ষ্যে ফুল-ফল, তথ্য এবং চিত্র সমেত ৫০০০০টি উদ্ভিদ প্রজাতির নমুনা সংগ্রহ করা।
৩.	হারবেরিয়ামে সংরক্ষিত ৫০০০০টি উদ্ভিদ নমুনার ই-ডাটাবেস তৈরি করা।
৪.	বরিশাল ও সিলেট বিভাগের ভাস্কুলার উদ্ভিদ প্রজাতিসমূহের উপর ২টি সচিত্র ফ্লোরিস্টিক পুস্তক প্রকাশ করা।
৫.	আইইউসিএন রেড লিস্ট ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী দেশের ১০০০ উদ্ভিদ প্রজাতির রেড লিস্ট এসেসমেন্ট তৈরী করা।

(গ) দীর্ঘ মেয়াদী কর্মপরিকল্পনার বিবরণ (২০১৯-২০৩০)	
১.	সমগ্র দেশের ভাস্কুলার উদ্ভিদ প্রজাতির জরিপ কার্য সম্পন্ন করা।
২.	'ফ্লোরা অব বাংলাদেশ' সিরিজের অবশিষ্ট সংখ্যাগুলো প্রকাশ করা।
৩.	আইইউসিএন রেড লিস্ট ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী দেশের অবশিষ্ট উদ্ভিদ প্রজাতির রেড লিস্ট এসেসমেন্ট সম্পন্ন করা।

চিত্র ৭.৩: বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম কর্তৃক কুয়াকাটা গঙ্গা মতি উপকূলীয় এলাকায় উদ্ভিদ জরিপ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

চিত্র ৭.৪: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব জিয়াউল হাসানকে এনডিসি হারবেরিয়াম টেকনিক সেবা প্রদান বিষয় অবহিতকরণ করা হচ্ছে।

চিত্র ৭.৫: বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম কর্তৃক খাদিমনগর ন্যাশনাল পার্ক, সিলেট এ উদ্ভিদ জরিপ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

চিত্র ৭.৬: বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম কর্তৃক হারবেরিয়াম টেকনিক বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড

www.rubberboard.gov.bd

৮.১ পরিচিতি

রাবার একটি অত্যন্ত মূল্যবান অর্থকরী বনজ সম্পদ যার বিভিন্ন ধরণের ব্যবহার রয়েছে। রাবার গাছের কষ (ল্যাটেক্স) থেকে রাবার উৎপন্ন হয়। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে বৃটিশদের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রথম রাবার চাষ শুরু হয়। ১৯৫২ সালে তৎকালীন বন বিভাগ মালয়েশিয়া ও শ্রীলংকা হতে রাবার বীজ ও কয়েক হাজার রাবার চারা নিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে চট্টগ্রাম ও টাঙ্গাইলের মধুপুর এলাকায় কিছু গাছ রোপণ করে। ১৯৫৯ সালে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) বাংলাদেশে রাবার চাষের সম্ভাব্যতা যাচাই করে এবং এদেশের জলবায়ু ও মাটি রাবার চাষের জন্য উপযোগী তাই বাণিজ্যিকভাবে রাবার চাষ করার সুপারিশ করে। ১৯৬১ সালে প্রথম সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় বাণিজ্যিক ভাবে চট্টগ্রাম ও সিলেটের পার্বত্য এলাকায় রাবার চাষ শুরু করা হয়। বন বিভাগ ১৯৬০ সালে ২৮৭ হেক্টর জমিতে রাবার চাষের একটি পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় কক্সবাজারের রামুতে ৩০ একর এবং চট্টগ্রামের রাউজানে ১০ একর মোট ৪০ একর বাগান সৃষ্টির মাধ্যমে এদেশে রাবার চাষের যাত্রা শুরু হয়। এটি বাস্তবায়ন কালে প্রকল্প সংশোধন করে ১৯৬২ সালে ১২১৪ হেক্টর জমিতে ৫ বছর মেয়াদী পুনঃ প্রকল্প গ্রহণ করা হয় এবং বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্ত করা হয়। এ প্রকল্পের সাফল্যের প্রেক্ষিতে সরকার ১৯৬৫ সালে ৪২৫০ হেক্টর জমিতে ৫ বছর মেয়াদী আরেক টি প্রকল্প গ্রহণ করে। ১৯৬০-৭৩ সালে বিএফআইডিসি চট্টগ্রাম ও সিলেট জেলার ৬১১৬ হেক্টর জমিতে রাবার চাষের প্রকল্প গ্রহণের জন্য নির্ধারণ করে। কিন্তু ঐ সময়ে মাত্র ৪০৯ হেক্টর জমিতে রাবার বাগান করা সম্ভব হয় এবং প্রকল্প মেয়াদে মাত্র ১৬২ হেক্টর জমি বাগান রাবার চাষের উপযোগী হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৪ সালে সরকার অধিকতর বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সুবিধার মাধ্যমে পুনঃরায় রাবার বাগান সৃজন করে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সরকার ১৯৮০-৮১ সাল থেকে ১৯৮৪-৮৫ সাল পর্যন্ত ২৮,৩২৮ হেক্টর অনুর্বর, পতিত, অন্যান্য খাদ্য শস্য ও ফসল উৎপাদনে অনুপযোগী জমিতে রাবার চাষের জন্য ৫ বছর মেয়াদি প্রকল্প গ্রহণ করে যার মধ্যে ১৬,১৮৭ হেক্টর জমি সরকারী, অবশিষ্ট জমি ব্যক্তি মালিকানাধীন। বিএফআইডিসির মালিকানাধীন রাবার বাগান রয়েছে ১৮ টি। বিএফআইডিসি ১৯৮০-৮১ সাল হতে উচ্চফলনশীল রাবার চারারোপণ শুরু করে এবং ১৯৯৭ সালের মধ্যে চট্টগ্রাম, সিলেট ও মধুপুরের ১৩,২০৭ হেক্টর জমিতে ১৬ টি রাবার বাগান সৃজন করে। তার মধ্যে ৮% চারা মালয়েশিয়া হতে আনীতপ্রিম ৬০০ এবং পিবি ২৩৫ ক্লোন হতে লাগানো হয়। প্রতিটি ক্লোন হতে উৎপন্ন চারা হতে বছরে তিন কেজি করে রাবার উৎপন্ন হয়। বর্তমানে বিএফআইডিসির ১৮টি বাগানে ৩,৮৬,০০০ টি রাবার গাছের মধ্যে ২ লক্ষাধিক গাছ উৎপাদনশীল। বিএফআইডিসি তাদের উৎপাদিত রাবার নিলামে বিক্রি করে। ২০০৮-০৯ সালে ১,১১,৬০০ মেট্রিক টন রাবার থেকে ২৫৫০ লক্ষ টাকা আয় হয়। একই বছরে প্রাইভেট সেক্টরে ৫৫০০ মেট্রিক টন রাবার উৎপন্ন হয়। রাবার উৎপাদন এবং বিপণনে বিএফআইডিসি ছাড়া বাংলাদেশ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় ১১টি রাবার বাগান রয়েছে। এছাড়া ইতোমধ্যে বান্দরবানের ৩২,৫৫০ একর জমি ১৩০২ জন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ইজারা দেওয়া হয়েছে (জনপ্রতি ২৫ একর করে)। বিভাগীয় কমিশনারের সভাপতিত্বে ১৮ সদস্যের স্ট্যান্ডিং কমিটি প্রকৃত রাবার চাষীদের মধ্যে জমি লিজ দিয়ে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ৩,৩০০ একর জমিতে রাবার বাগান করেছে। এছাড়া বহুজাতিক কোম্পানি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তারা ২০,৮০০ একর জমিতে রাবার চাষ করেছে।

৮.২ বাংলাদেশে রাবার চাষের ইতিবৃত্ত

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ১৯ নং আইন) অনুযায়ী ২০১৩ সালের ৫ মে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের নিজস্ব কোন জনবল না থাকায় বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে ২০১৯ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (BFIDC) কে দায়িত্ব অর্পন করা হয়। পরবর্তীতে পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের এক জন অতিরিক্ত সচিবকে বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয় এবং ২০১৯ সালের এপ্রিল হতে আগস্ট পর্যন্ত বোর্ডের "সচিব" হিসেবে একজন নিয়মিত কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করেন। প্রাকৃতিক রাবার চাষ ও রাবার শিল্পের বিকাশে ও সার্বিক উন্নয়নের জন্য যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ, উৎপাদিত রাবারের গুনগত মানোন্নয়ন, বিদেশে রপ্তানির ক্ষেত্রে বাগান মালিক/চাষীদের সহযোগিতা প্রদান, সর্বোপরি রাবার চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের পরিত্যক্ত পতিত জমি, পাহাড় সবুজায়নের মাধ্যমে একটি পরিবেশ বান্ধব ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলায় সক্ষম পরিস্থিতি তৈরির লক্ষ্যে সহযোগী সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড কাজ করে যাচ্ছে। টেকসই রাবার চাষ এবং রাবার সংশ্লিষ্ট শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যক্তি উদ্যোক্তাদের বৈজ্ঞানিক, কারিগরি এবং অর্থনৈতিকসহ সকল সরকারি সহায়তা সহজলভ্য করার অঙ্গীকারে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড কাজ করছে। মাত্র দুই বছর আগে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড একটি নতুন স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করেছে। বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের নিজস্ব কোন স্থায়ী অফিস না থাকায় অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত গত সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের প্রধান কার্যালয়, বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন, চান্দগাঁও, চট্টগ্রামের রেস্ট হাউজের নিচতলা হতে বাংলাদেশ বন গবেষণাগারের পশ্চিম পাহাড়ের ই-১১ বাংলোয় স্থানান্তর করা হয়। আরো উল্লেখ্য, বোর্ডের নিজস্ব কোন জনবল না থাকায় বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ের অস্থায়ী অফিসটি (বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন, চান্দগাঁও, চট্টগ্রামের রেস্ট হাউজের নিচতলায় স্থাপিত) বেশিরভাগ সময়ই বন্ধ থাকত। এছাড়াও চট্টগ্রামের চান্দগাঁও এলাকাটি শহরের নিম্নাঞ্চল হওয়ায় ও খাল ভরাট হয়ে যাওয়ায় প্রতিদিনের জোয়ারের পানি এবং বর্ষা মৌসুমের ভারী বর্ষণের ফলে সৃষ্ট জলাবদ্ধতার কারণে অফিস এবং অফিসের আসবাবপত্র প্রায়ই এক ফুটেরও বেশি পানিতে নিমজ্জিত

থাকায় অফিস এবং অফিসের অধিকাংশ আসবাবপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী নষ্ট হয়ে যায়। এ কারণে মার্চ/২০১৯ সচিব পদে পদায়নের পর অফিসের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের অফিস বাংলাদেশ বন গবেষণাগারের ক্যাম্পাসে স্থানান্তরের আবশ্যকতা দেখা দেয়। বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের নিজস্ব কোনভবন/জমি/স্থাপনা নাই। দাপ্তরিক কাজ কর্ম পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ বন গবেষণা ইন্সটিটিউট এর ৪টি পরিত্যক্ত ভবন বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে; তম্মধ্যে প্রাথমিক ভাবে একটি ভবন মেরামত করে রাবার বোর্ডের অনুকূলে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং বোর্ডের অত্যাবশ্যকীয় দৈনন্দিন কার্যক্রম এ ভবন থেকে পরিচালিত হচ্ছে। বোর্ডের নিজস্ব কোন জনবল নেই। বর্তমানে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের তিন জন কর্মকর্তা প্রেষণে বোর্ডের চেয়ারম্যান, উপ পরিচালক ও সহকারী পরিচালক হিসেবে কর্মরত আছেন। দাপ্তরিক কাজ-কর্মে সহায়তা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট এর ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির পাঁচ জন কর্মচারীকে এ অফিসে সংযুক্তি প্রদান করা হয়েছে। আউট সোর্সিং পদ্ধতিতে ইলেক্ট্রিশিয়ান, পরিচ্ছন্নতা কর্মী, বাবুর্চি, নিরাপত্তা প্রহরী ও ডেস্পাচ রাইডার পদে ০৯ (নয়) জন কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

৮.৩ বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের ভিশন

স্বয়ংসম্পূর্ণ টেকসই রাবার শিল্প প্রতিষ্ঠা ও পরিবেশ উন্নয়ন।

৮.৪ বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের মিশন

- আধুনিক পদ্ধতিতে উন্নত মানের রাবার চাষ নিশ্চিত করা;
- ইজারাকৃত জমির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে রাবার উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- রাবার চাষে ও শিল্পে বিরাজমান সমস্যার সমাধান করা;
- বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখা;
- রাবার চাষে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে নিয়োজিত করে দারিদ্রতা নিরসন করা;
- রাবার শিল্পের মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণ;

৮.৫ বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের পরিচালনা পর্ষদ

সরকার কর্তৃক নিয়োজিত অন্যূন অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা/নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে মনোনিত ব্যক্তি বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং সকল বিভাগের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার প্রতিনিধির সমন্বয়ে রাবার বোর্ড এর ২০(বিশ) সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পর্ষদ রয়েছে।

৮.৬ পরিচালনা পর্ষদের গঠন

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড নিম্ন বর্ণিত সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত

- সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার একজন চেয়ারম্যান
- সকল বিভাগের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব)
- উপসচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
- উপসচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়
- উপসচিব, অর্থবিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
- বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর
- পরিচালক, বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন
- পরিচালক, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট
- প্রতিনিধি, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
- প্রতিনিধি, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ/জেলা পরিষদ বা অন্যান্য পরিষদ
- সভাপতি/প্রতিনিধি, বাংলাদেশ রাবার বাগান মালিক সমিতি
- সভাপতি/প্রতিনিধি, বাংলাদেশ রাবার শিল্প মালিক সমিতি
- রাবার উৎপাদনকারী চা বাগানের একজন মালিক

৮.৭ বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো

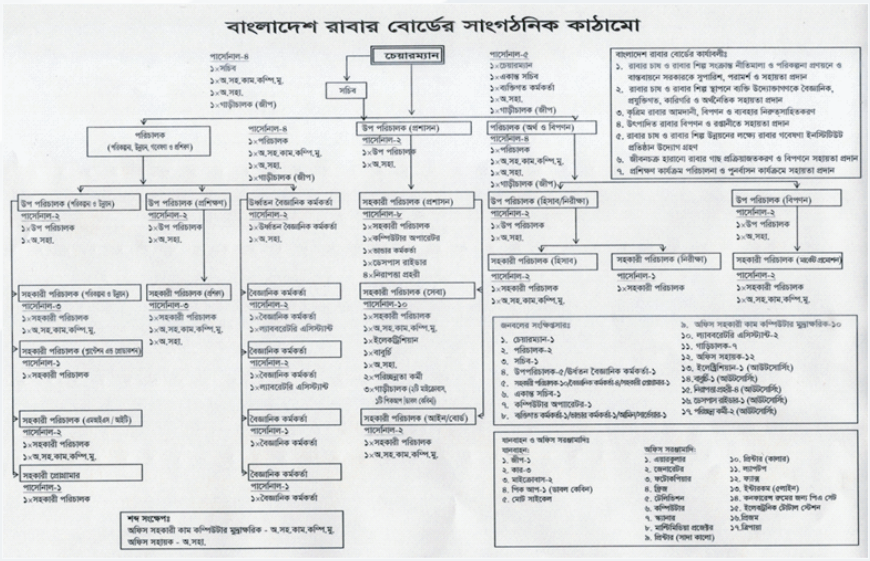

৮.৮ বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের কার্যাবলি

- রাবার চাষ ও রাবার শিল্প সংক্রান্ত নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নে সরকারকে সুপারিশ, পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান;
- রাবার চাষ ও রাবার শিল্প স্থাপনে ব্যক্তি উদ্যোক্তাগণকে বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত, কারিগরী ও অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান;
- সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সহযোগিতায় রাবার চাষ উপযোগী জমি চিহ্নিতকরণ;
- রাবার চাষে আগ্রহী উপযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বাছাই এবং উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে জমি ইজারা বা বরাদ্দ প্রদানের নিমিত্ত সরকারের নিকট সুপারিশ প্রেরণ;
- ইজারা বা বরাদ্দ চুক্তির শর্ত ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারকে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রেরণ;
- রাবার বাগান সৃজনে মালিক বা ক্ষেত্রমত বরাদ্দ গ্রহীতাগণকে উদ্বুদ্ধকরণ;
- রাবার বাগান সৃজন এবং রাবার শিল্প স্থাপন ও বিকাশে মালিক বা ক্ষেত্রমত বরাদ্দ গ্রহীতাগণকে ঋণ ও বীমা সুবিধা প্রাপ্তিতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;
- রাবার বাগানের মালিক বা ক্ষেত্রমত বরাদ্দ গ্রহীতাগণকে বৈজ্ঞানিক, কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান;
- উৎপাদিত রাবার বিপণন ও রপ্তানীর জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;
- রাবার বাগানের মালিক, শ্রমিক ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- রাবার বাগান ও রাবার শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান;
- রাবার চাষ ও শিল্পের উপর গবেষণা কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান;
- রাবার চাষ ও রাবার শিল্প উন্নয়নের লক্ষ্যে রাবার গবেষণা ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ;
- রাবার চাষ ও রাবার শিল্প সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে ডাটাবেজ তৈরী ও হালনাগাদ করণ;
- ক্ষতিকারক কৃত্রিম রাবার সামগ্রীর উৎপাদন, আমদানী, বিপণন ও ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;
- রাবার চাষ ও রাবার শিল্পের সার্বিক অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ; এবং
- জীবনচক্র হারানো রাবার কাঠ আহরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণনে সহায়তা প্রদান।

৮.৯ বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের অর্জন/সাফল্য:

বাংলাদেশে প্রাকৃতিক রাবার শিল্পের টেকসই উন্নয়নের লক্ষে অন্যান্য রাবার উৎপাদনকারী দেশ সমূহের সাথে সহযোগিতা জোরদার করতে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড গত অক্টোবর, ২০১৭ সালে Association of Natural Rubber Producing Countries (ANRPC) এর সদস্য পদ গ্রহণ করেছে। এছাড়া বাংলাদেশ রাবার বোর্ড International Rubber Research and Development Board (IRRDB) এর সদস্য পদ ও গ্রহণ করেছে।

IRRDB এর সদস্য রাষ্ট্র সমূহ কর্তৃক স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক (MoU) "The Multilateral Clone Exchange among IRRDB Member Countries" অনুযায়ী চলতি বছরে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড ভারত ও শ্রীলংকা হতে উচ্চ ফলনশীল রাবার ক্লোন আমদানির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের মাটি ও আবহাওয়া উক্ত ক্লোনসমূহের জন্য অনুকূল হলে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক রাবারের উৎপাদনশীলতা বাড়বে মর্মে আশা করা যায়। তবে এজন্যে অন্তত: ৮-১০ বছর অপেক্ষা করতে হতে পারে। রাবার ক্লোন আমদানির জন্য সংশ্লিষ্ট দফতর হতে ইতো মধ্যে আমদানি পারমিট গ্রহণ করা হয়েছে এবং উচ্চ ফলনশীল জাত আমদানীর লক্ষ্যে ভারত ও শ্রীলংকার সাথে ইমেইলের মাধ্যমে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। আগামী বর্ষা মৌসুম শুরুর পূর্বে উক্ত ক্লোনসমূহ বাংলাদেশে আনা সম্ভব হবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে। তবে এ সকল উচ্চ ফলনশীল ক্লোন থেকে চারা উৎপাদনের কার্যক্রম রাবার উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। বর্তমানে প্রায় ১ লক্ষ একর জমিতে রাবার বাগান রয়েছে। এ সমস্তবাগানে বিরাজিত সমস্যা দূর করার জন্য রাবার বোর্ড কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া রাবার উৎপাদন পদ্ধতি আধুনিকায়নের লক্ষ্যেও রাবার বোর্ড কাজ করছে। তাতে আশা করা যায় যে, বর্তমান পরিস্থিতিতেও কাঁচা রাবার উৎপাদন বাড়বে। পরিবেশ বান্ধব রাবার শিল্পের বিকাশে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

৮.১০ চ্যালেঞ্জ:

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড অর্পিত দায়িত্বসমূহ পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ। অর্পিত দায়িত্ব পালন ও লক্ষ্য অর্জনে কিছু চ্যালেঞ্জ/প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হচ্ছে যা নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

- অপর্যাপ্ত জনবল;
- নিজস্ব কোন ভবন/অবকাঠামো বা জমি না থাকা;
- বাংলাদেশে রাবার উৎপাদন ও ব্যবহার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্তের অভাব;
- দৈনন্দিন কার্যক্রম ও গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় স্থানের অপ্রতুলতা;
- মানব সম্পদ উন্নয়নের সুযোগের অভাব;
- আধুনিক উপকরণ ও গবেষণাগারের অভাব;
- প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র রাবার চাষিদের সহায়তার জন্য প্রণোদনার অভাব;
- আমদানিকৃত রাবারের আমদানি শুল্ক কম হওয়া।

৮.১১ সুপারিশ

৮.১১.১ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি :

বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের অনুকূলে অনুমোদনকৃত ৭০টি পদের বিপরীতে ৫৮টি পদ বর্তমানে শূন্য রয়েছে। "বাংলাদেশ রাবার বোর্ড (কর্মচারী) চাকুরি প্রবিধান মালা, ২০২০" গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। বোর্ডের পরিচালক ও সচিব পদে কর্মকর্তা পদায়ন না হওয়ায় নিয়মিত নিয়োগ কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হয়নি। পর্যায়ক্রমে দাপ্তরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির পর সকল শূন্য পদ পূরণের মাধ্যমে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড অতিদ্রুত পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম শুরু করবে। এছাড়া ও, বাংলাদেশ রাবার বোর্ড এর জন্য নিজস্ব জমি ও অবকাঠামোসহ গবেষণালব্ধ জ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ল্যাবরেটরী ও নিজস্ব বাগান থাকা প্রয়োজন, যা প্রাকৃতিক রাবার নিয়ে কার্যকর গবেষণা ও প্রশিক্ষণের দ্বার উন্মুক্ত করবে।

৮.১১.২ বাংলাদশে রাবার শিল্প সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ :

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক রাবার চাষ, উৎপাদন, ব্যবহার, আমদানি ও রফতানির প্রকৃত তথ্য সম্বলিত কোন ডাটাবেস নেই। বাংলাদেশ রাবার বোর্ড বাংলাদেশের প্রাকৃতিক রা বার সম্পর্কিত সকল তথ্য সম্বলিত একটি পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেস তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ লক্ষে অফিস ইতোমধ্যে স্থানীয় প্রশাসন ও রাবার বাগান মালিকদের সাথে যোগাযোগ করেছে এবং ডাটাবেস তৈরির কাজ চলমান রয়েছে।

৮.১১.৩ বহুজাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি

বাংলাদেশ ইতোমধ্যে রাবার সম্পর্কিত দুটি আন্তর্জাতিক সংস্থা ANRPCIIRRDB এর সদস্য পদ গ্রহণ করেছে। এর ফলে উক্ত সংস্থা দুটির সদস্য দেশ সমূহের সাথে বাংলাদেশের সহযোগিতা ও সমন্বয়ের পথ প্রসারিত হবে। ফলে আন্তর্জাতিক মানের রাবার নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং বাংলাদেশের প্রকৃতির জন্য উপযুক্ত উচ্চ ফলনশীল রাবারের জাত অনুসন্ধান, সংগ্রহ ও চাষের মাধ্যমে দেশে প্রাকৃতিক রাবারের মোট উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হবে।

৮.১১.৪ প্রাকৃতিক রাবারের উৎপাদন বৃদ্ধি

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড প্রাকৃতিক রাবারের উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। প্রাকৃতিক রাবার উৎপাদনে দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হলে স্থানীয় চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা সম্ভব হবে।

৮.১১.৫ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি

বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে সরকার বেশকিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর ই ধারাবাহিকতায় বান্দরবান জেলায় বন্য হাতির জন্য একটি অভয়াশ্রম ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু খাবারের অভাবে হাতি গুলো প্রায়ই লোকালয়ে এসে রাবার বাগানসহ অন্যান্য ফসলি জমির ক্ষতিসাধন করছে। এই সঙ্কট থেকে উত্তরণের জন্য বাংলাদেশ রাবার বোর্ড বন বিভাগের সাথে সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় করণীয় নির্ধারণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

৮.১২ বিগত কয়েকটি অর্থ বছরের প্রাকৃতিক রাবার উৎপাদন তথ্য

বৎসর	উৎপাদন (মেঃ টন)	বিক্রয় (মেঃ টন)	পরিমাণ (লক্ষ টাকা)
২০১৪-২০১৫	৪,৫১৮.৪৪	৪৮৩৭	৪৮৫১.৬৯২
২০১৫-২০১৬	৪,৯৭৭.৪৯	৬৭৫২	৬৮৮৭.৬২২
২০১৬-২০১৭	৫,৯৬৭.৮৫	৬৯৪০	৭৮৩৭.১৫১
২০১৭-২০১৮	৫,৬৪৯.৩৬	৫৯৯২	৬৭৭৩.৯৫৭
২০১৮-২০১৯	৫,১২৭.০০	৫৭৯৫	৬৫৬৪.৬৭৩
২০২০-২০২১	৫,৬২০.১০		

চিত্র ৮.১: রাবার বাগান।

৮.১৩ বাংলাদেশ রাবার বোর্ড এর তথ্যাবলী

(১) জনবল কাঠামো

ক) রাজস্ব

ক্রমিক নম্বর	পদের নাম	গ্রেড	জনবল কাঠামো অনুযায়ী পদ সংখ্যা	কর্মরত পদ	শূন্যপদ	মন্তব্য
১.	চেয়ারম্যান	২	১	১	-	-
২.	পরিচালক (পরিকল্পনা, উন্নয়ন, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ/অর্থ ও বিপণন)	৩	২	-	২	-
৩.	সচিব	৪	১	-	১	
৪.	উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ/পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/প্রশাসন/বিপণন/ হিসাব ও নিরীক্ষা)	৬	৫	১	৪	
৫.	ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৬	১	-	১	
৬.	সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ/সেবা/ এমআইএস ও আইটি/আইন ও বোর্ড /পান্টেশন এন্ড প্রোডাকশন/পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/প্রশাসন/মার্কেট প্রমোশন /হিসাব/নিরীক্ষা)	৯	১০	১	৯	৫১ টি পদে জনবল নিয়োগের ছাড়পত্র পাওয়া গিয়েছে। নিয়োগ কার্যক্রম শুরু করার জন্য বোর্ডের পরিচালক ও সচিব প্রয়োজন।
৭.	সহকারী প্রোগ্রামার	৯	১	-	১	
৮.	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৯	৪	-	৪	
৯.	একান্ত সচিব	১০	১	-	১	
১০.	ব্যাক্তিগত কর্মকর্তা	১৪	১	-	১	
১১.	ভান্ডার কর্মকর্তা	১৪	১	-	১	
১২.	কম্পিউটার অপারেটর	১৩	১	-	১	
১৩.	ল্যাবরেটরি এসিসন্ট্যান্ট	১৫	২	-	২	
১৪.	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১৬	১০	-	১০	
১৫.	গাড়ী চালক	১৬	৭	-	৭	
১৬.	আমিন/সার্ভেয়ার	১৪	১	-	১	
১৭.	অফিস সহায়ক	২০	১২	-	১২	
	মোট =		**৬১**	**৩**	**৫৮**	

খ) আউটসোর্সিং

ক্রমিক নম্বর	পদের নাম	জনবল কাঠামো অনুযায়ীপদ সংখ্যা	কর্মরত পদ	শূন্যপদ	মন্তব্য
১.	ইলেকট্রিশিয়ান	১	১	-	
২.	বাবুর্চি	১	১	-	
৩.	নিরাপত্তা প্রহরী	৪	৪	-	
৪.	ডেসপাস রাইডার)	১	১	-	
৫.	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	২	২	-	
মোট =		৯	৯	-	

গ) সর্বমোট

বিবরণ	পদসংখ্যা	কর্মরত	শূন্যপদ
রাজস্ব	৬২	০৩	৫৮
আউটসোর্সিং	০৯	০৯	০০
মোট =	**৭০**	**১২**	**৫৮**

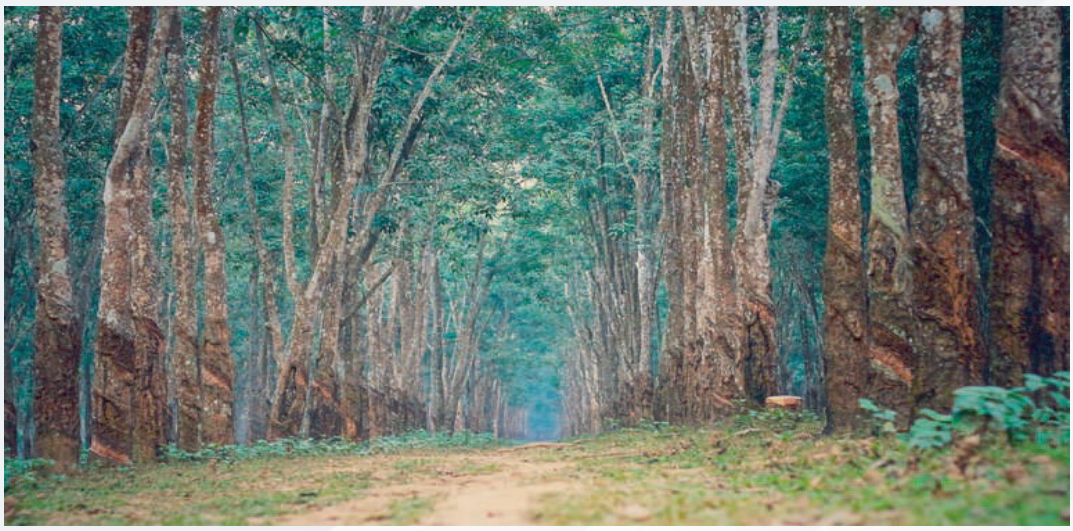

চিত্র ৮.২: মধুপুরের রাবার বাগান।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
www.moef.gov.bd